অবসর-সরোজিনী

(কাব্য)

প্রথম ভাগ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

> "Laugh of the mountain !—lyre of bird and tree ;
> Pomp of the meadow ! mirror of the morn !
> The soul of April, unto whom are born
> The rose and jessamine, leaps wild in thee !"
>
> লঙ্‌ফেলো।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

3/
15

আল্‌বার্ট প্রেস্।
৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস্ ষ্ট্রীট্,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

বৈশাখ,—১২৮৬

ভূমিকা।

অবসর-সরোজিনী প্রকাশিত হইল। অবসরক্রমে যে সকল কবিতা রচিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে কতকগুলি ইহাতে সন্নিবেশিত করা হইল। কবিতাগুলি অবসরক্রমে লিখিত বলিয়া এই পুস্তকখানির উল্লিখিত নাম দেওয়া গেল। এই গ্রন্থের অন্তর্গত অনেকগুলি কবিতা পূর্ব্বে সুপ্রসিদ্ধ বান্ধব, জ্ঞানাঙ্কুর, আর্য্যদর্শন, মধ্যস্থ, তমোলুক পত্রিকা, সোমপ্রকাশ, এডুকেশন গেজেট, সাধারণী, সংবাদ প্রভাকর প্রভৃতি সাময়িক ও সংবাদ পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল, তজ্জন্য আমি তত্তৎ পত্রের সম্পাদক মহোদয়গণকে কৃতজ্ঞতার সহিত ধন্যবাদ প্রদান করিতেছি।

ইতঃপূর্ব্বে আমি কাব্যানুরাগী পাঠকমণ্ডলীর করে মদীয় কয়েকখানি সামান্য কাব্যগ্রন্থ আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত অর্পণ করিয়াছি। আমার সৌভাগ্যক্রমে সুবিজ্ঞ সম্পাদক মহাশয়গণ এবং পাঠকবৃন্দ সেই গুলির প্রতি কতকটা আদর ও উৎসাহ প্রদর্শন করিয়াছেন জানিয়া, আবার এইখানি তাঁহাদিগের সম্মুখে প্রদান করিলাম। কিন্তু জানি না, ইহা তাঁহাদিগের নয়ন-চুম্বকে কি পরিমাণে আকর্ষিত হইবে। তবে এইমাত্র ভরসা যে, অবসর-সরোজিনী আমার নিতান্ত আদরের ও যত্নের ধন, যদ্যপি তাঁহারা এই আভাসটুকুও বুঝিতে পারিয়া অনুগ্রহপূর্ব্বক ইহার প্রতি কিঞ্চিৎ সহৃদয়তা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেই আমার যথেষ্ট।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

কলিকাতা,
১লা বৈশাখ,—১২৮৩।

সূচিপত্রিকা।

বিষয় পৃষ্ঠা
ভিখারিণী ১
কৃষ্ণের মুরলী ৮
মধুমক্ষিকাদংশন ১২
কমলে কমল ১৪
অশনিপতন ১৬
প্রিয়তমার প্রতি ২৪
প্রবাহি' চলিয়া যাও, অয়ি লো তটিনি ২৬
বসন্ত ২৭
এই—সেই ভস্মরাশি ২৯
জাগ্রত স্বপন ৩২
সেটি "প্রণয়-রতন" লো ৩৯
সরস্বতী নদী ৪০
তপনের পরিণয় ৪৪
সুখী কে ৫২
প্রণয় ৬০
স্বর্গীয় সুকবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ৬৮
দৈববাণী ৭৩
অগস্ত্য-গণ্ডূষ ৮৪
বঙ্গ-বিধবা ৮৯
অভিশাপ ৯১
ভূতলে বাঙ্গালি অধম জাতি ৯৫

প্রিয়তমা হাসিল ১০৪
দুইখানি চিত্রপট ১০৫
বৃটিশ কীর্ত্তি ১১১
বিদায় ১২০
স্মৃতি ১২৭
নলিনী ১৩৪
অভাগার বিধাতা ১৩৭
শূন্য কৌটা ১৪৪
একটি চিন্তা ১৪৫
পূর্ব্বরাগ ১৪৯
বিজয়া দশমী ১৫২
চিত্র ১৬৪
ভারত-বিলাপ-গীতিকা ১৬৮
একটি কুসুম ১৭৩
কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি ১৭৯
কালের শৃঙ্গবাদন ১৮৮
শুকপক্ষী ১৯৯
সারস্বত সম্মিলন ২১০
প্রতিধ্বনি ২১৭
নিয়তি ২২২
গীতচতুষ্টয় ২৩০
খুল্লনা ২৩৬
কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি ২৪৯

অবসর সরোজিনী

প্রথমভাগ।

ভিখারিণী।

১

ধীরি ধীরি যায়, ফিরি' ফিরি' চায়,
কে রে ও রমণী ধূলিমাখা গায়,
কাঁপে থর থর, ব্যাকুলা ক্ষুধায়,
দু' পা না যাইতে বসিয়া পড়ে?
বদন-কমল মলিন হ'য়েছে,
না জানি অবলা কি জ্বালা স'য়েছে,
প্রমাণ তাহার নিশান র'য়েছে—
ওই দেখ জল নয়নে পড়ে!

২

রুখু কেশভার, খড়ি উঠে গায়,
শত গ্রন্থি দেওয়া আঁচল মাথায়,

ট'লে ট'লে চলে, ঠেকাঠেকি পায়,
ভাঙ্গা লাঠিখানি র'য়েছে করে।
ফেরে দ্বারে দ্বারে, তথাপি উহারে,
নিদয় সবাই, করে না দয়া রে ;
দয়া কি নাহি রে জগত-মাঝারে ?
দয়া কি নাহি রে পামর নরে ?

৩

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়-বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে !
হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি' কেহ যাতনা মোচনে
আগুসর নহে ;—ছি ছি, কি সরম !
মানব জাতির এই কি ধরম
বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে ?

৪

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজি কাঁদে পথে পথে ?

কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
আজি কি ইহার ভাসিয়া যায় ?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই ;
এ নহে জগত—নরকের ঠাঁই !
যেই দিকে চাই, দয়া-লেশ নাই,
সেই রে নিদয়, নিরখি যা'য় !

৫

ওই শুন কাণে,—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে !
নীরস কঠিন পাষাণ বিদরে,
তবুও মানব করে না দয়া !
ধিক্ নরকুলে ! দয়াধর্ম্ম ভুলে,
অধর্ম্ম-পতাকা আকাশেতে তুলে,
বৃথা অহঙ্কারে ঘূরে মরে ফুলে,
নিদয় হৃদয় বিহীন মায়া !

৬

ওই শুন কাণে,—ওই উচ্চ স্বরে
কাঁদে ভিখারিণী কতই কাতরে ;—
"হায় রে বিধাতা ! অনাথা উপরে
একেবারে তুই হইলি বাম !

বিমুখ বিধাতা! কুমুখী লেখনী
তোমার, জেনেছে এবে কাঙ্গালিনী,
করিয়া আমারে পথ-ভিখারিণী,
বাড়ালি নিঠুর, নিঠুর নাম!

৭

“কি পাপে পাপিনী নিকটে তোমার?
কি পাপে হরিলি সকলি আমার?
কি পাপে খোদিলি দুখের পাথার?
কি পাপে করিলি এ হেন দশা?
কি পাপে কাড়িলি রাজসিংহাসন?
কি পাপে পোড়া’লি সোনার ভবন?
কি পাপে ভাঙ্গিলি সুখের স্বপন?
কি পাপে কাঙ্গালী অবলা যোষা?

৮

“কে আছে?—কাহারে ডাকিব এবার?
যাতনা মোচনে যতন কাহার?
কঠিন হৃদয় নিরখি সবার,
ভিখারিণী পানে কেহ না চায়?
থাকিতে আমার—নাই রে আমার;
লুঠিল ডাকা’তে রতন অপার,

তাড়াইল দূরে করিয়া প্রহার,
অসির নিশানা এখন' গায়!

৯

"এখন' বেদনা হৃদয়ে র'য়েছে,
দস্যুদল মোরে যে জ্বালা দিয়েছে;
অবলা রমণী কতই স'য়েছে—
সহি'ছে—সহিবে জনম মত?
এ জনমে আর এ ঘোর বেদনা
যা'বে না—যা'বে না—কখন' যা'বে না!
সুখের সে দিন কপালে হ'বে না!
চিরকাল তরে হ'য়েছে গত!

১০

"একদা আমার ছিল রে সুদিন,
ছিল কত সুত সমরপ্রবীণ,
হইত অরকু ভীরুতামলিন
শুনিলে যা'দের অসির নাদ।
সে সব সুতের সময়ে আমার
আছিল গরিমা ধরণী-মাঝার,
মাননীয়া আমি ছিলাম সবার,
হায়, বিধি, তা'য় সাধিলি বাদ!

১১
"এখন' ত মোর শত শত ছেলে,
কিন্তু কেহ নহে কেন রে সেকেলে ?
মনে করে যদি পারে অবহেলে
এ দুখ আমার করিতে নাশ ;
যে উদরে হ'ল জনম তা'দের,
সে গর্ভে জনম নহে কি এদের ?
পারে না কি এরা দুখিনী মায়ের
পূরণ করিতে মনের আশ ?

১২
"মনে যদি করে, এখনি তা' পারে,
মনে যদি করে, আবার আমারে
পারে করিবারে ধরণী-মাঝারে
আগেকার মত চির-সুখিনী।
কিন্তু কা'র', হায়, নাহি সে যতন !
একটিও নহে তা'দের মতন ;
কপালের দোষে সে সুখ-ঘটন
হ'ল না—রহিব চির দুখিনী !

১৩
"দিবা নিশি করি বিষাদে রোদন,
তবুও এদের ব্যভার কেমন,

দুখিনী মায়ের অশ্রু বিমোচন
করিতে কা'রই বাসনা নাই।
থাকিতে ইহারা, ডাকা'তে আমারে
কাঙ্গালিনী করি' দুখের পাথারে
দিল রে ভাসা'য়ে! ক'ব তা' কাহারে?—
এ জগতে হেন কাহারে পাই?

১৪

"কা'রে বা জানা'ব?—কেই বা আসিবে?—
দুখিনীর দুখ কেই বা নাশিবে?
আমি কাঁদি বটে;—সে যে রে হাসিবে;
বাড়িবে দ্বিগুণ মরম-জ্বালা!
কাজ নাই আর, বলিব না কা'রে';
কি লাভ ডাকিলে যত কুলাঙ্গারে?
হে বিভু, তুমিই বাঁচাও এবারে,
ভিখারিণী আমি ভারত-বালা!"

১৫

দুয়ারে দুয়ারে দীনা ভিখারিণী,
সহায়বিহীনা ক্ষীণা অনাথিনী,
অবলা সরলা কাঙ্গালী কামিনী
মরমে মরিয়া কাঁদিয়া চলে।

হেন দুখিনীরে করুণ-লোচনে
চেয়ে দেখি' কেহ যাতনা মোচনে
আগুসর নয়; ছি ছি, কি সরম!
মানব জাতির এই কি ধরম
  বেদে, বাইবেলে, কোরাণে বলে?

১৬

যদি দয়া-ধন থাকিত জগতে,
এ নারী কি আজি কাঁদে পথে পথে?
কোমল হৃদয় আঁখি-নীর-স্রোতে
  আজি কি ইহার ভাসিয়া যায়?
এ ছার জগতে দয়া মায়া নাই;
এ'নহে জগত—নরকের ঠাঁই!
যেই দিকে চাই, দয়া লেশ-নাই,
  সেই রে নিদয়, নিরখি যা'য়!

কৃষ্ণের মুরলী।

১

ক্ষণদা সময়ে যশোদা-তনয়
  একাই দাঁড়া'য়ে যমুনা-তীরে,

আমারে বাজা'য়ে, স্বর মধুময়
বরষিত নদী-পুলিন, নীরে।

২

আমারি গুণেতে খেলিতেন হরি
গোকুলবাসিনী গোপিনী সনে ;
আমারি গুণেতে যমুনা-লহরী
খেলিত দুলিত মধুর স্বনে।

৩

লাজ-ভয় ভুলি'—হইয়া আকুল,
আমারি স্বরেতে ব্রজের বালা
আসিত ছুটিয়া—এলাইত চুল—
ছিঁড়িয়া পড়িত মুকুতা-মালা।

৪

আমারি স্বরের বরেতে কানাই
ব্রজবালাকুলে পাইয়া কাছে,
কি না করিতেন।—বাকী কিছু নাই ;
সাক্ষী আছে তা'র কদম গাছে!

৫

হরির অধরে অধর আমার
সুধার সুধারে বাজিত যবে ;

সে রব পশিত শ্রবণে যাহার,
সুখী বলি' তা'রে ঘুষিত সবে।

৬

আমার স্বরের মাধুরী যেমন,
তেমন মাধুরী আছে রে কা'র ?
কাননবিহারী পশু পাখিগণ
ভুলিত শুনিয়া স্বর আমার।

৭

এ রবে রবিত সমীর থামিত ;
উজান বহিত যমুনা জল ;
হরষে কুমুদী সরসে হাসিত ;
আকাশে হাসিত তারকাদল ;

৮

তরু-শাখে ফুল মুকুল ফুটিত ;
ফোটা ফুল ভূমে পড়িত খসি' ;
সুনীল গগন-সাগরে ভাসিত
রজত-কমল উজল শশী ;

৯

বনবিহারিণী হরিণী নিচয়
ভয় ভূলি', ছাড়ি' কানন-বাস,

শুনিতে আসিত স্বর মধুময়,
আমারি গুণেতে শ্যামের পাশ।

১০

নাচি' নাচি' মোরে বাজায়ে যখন
ভুলাইত কালা কামিনীকুলে;
সাজাইত তা'রা যতনে তখন
শ্যামেরে, আমারে কামিনী-ফুলে।

১১

বেড়িয়া মাধবে ব্রজকুলবধূ
দাঁড়াইত যেন চাঁদের মালা!
ছড়াইয়া শ্যাম মোর স্বরমধু
বাড়াইত ভাবী-বিরহ-জ্বালা।

১২

আমি বাজিতাম, গোপীরা গায়িত,
ঘুরি' ঘুরি' ঘেরি' মাধবে সবে
তান লয়ে কিবা মধুর নাচিত;
হায় রে, সে দিন আর কি হ'বে?

মধুমক্ষিকা-দংশন।

১

একদা মদন করিয়া যতন,
বাছি' বাছি' তুলি' কুসুম-রতন
রচিল শয়ন মনের মতন,
শয়নের সুখ লাভের তরে ;
অতি অনুপম সে ফুল-শয়ন
হইল, দেখিলে জুড়ায় নয়ন,
সুরভি-নিকরে ভরিল ভুবন,
শুইল মদন তাহার'পরে।

২

ঘুমের ঘোরেতে হ'য়ে অচেতন,
মুদিয়া নয়ন রহিল মদন,
ফুলদল-মাঝে শোভিল বদন,
তারাপতি যেন তারার মাঝ !
ক্ষণকাল পরে আসব-আশায়
মধুমাছি এক আইল তথায়,
বসিল কুসুমে, সুখেতে যথায়
শয়িত আছেন মদনরাজ।

৩

ঘুম-ঘোরে কাম নড়িল যেমন,
মধুমাছি-দেহে বাজিল চরণ;
রাগভরে মাছি সবলে তখন,
ফুটাইল, কাম-চরণে, হুল।
অধীর হইয়া বিষের জ্বালায়
উঠি' রতিপতি ছুটিয়া পলায়,
প্রিয়তমা রতি বসিয়া যথায়
গাঁথিতেছিলেন মালতীফুল।

৪

"অয়ি প্রিয়তমে!" কহিলা রতিরে
রতিনাথ "প্রাণ যায় যে!—অচিরে
ফেল ফুল-মালা—চাহি' দেখ ফিরে,
একি জ্বালা, উহু, হইল হায়!
কেন শুইলাম বিছাইয়া ফুল?
তাই মধুমাছি ফুটাইল হুল,
বিষের জ্বালায় হ'য়েছি আকুল—
কি হ'বে—কি করি—প্রাণ যে যায়!"

৫

ব্যথিত হৃদয়ে, অথচ হাসিয়া
কহে কামে, রতি, নিকটে আসিয়া;—

"ছোট মধুমাছি দিয়াছে বিঁধিয়া
বিষভরা হুল তোমার পায় ;
তাই তুমি, নাথ হইলে কাতর !
ভাল, বল দেখি, দাসীর গোচর,
কতই জ্বলিবে তাহার অন্তর,
'পঞ্চশর' তুমি বিঁধিবে যায় ?

কমলে কমল।

১

যেও না যেও না, প্রিয়ে, এস দোঁহে দাঁড়াইয়ে,
সরোবর-তীরে হেরি সরোবর-শোভা লো !
আ'মরি, সরসী আজি কমলভূষণে সাজি',
হাসি'ছে কেমন ওই, খেলিতেছে আভা লো !
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি, ও হ'তে দেখিব আমি
চারুতর শোভা আজি, মনে বড় আশা লো !
থাকুক হাজার কাজ, পূরা'ব সে আশা আজ,
দেখাইব হৃদয়ের যত ভালবাসা লো !

২

অমল কমল দু'টি ঐ যে র'য়েছে ফুটি,
ও দু'টিরি রূপে আজি রূপবতী সরসী।

যাই লো, সাঁতার দিয়া, ওই দু'টি আনি গিয়া,
ক্ষণেক দাঁড়াও তুমি এই খানে প্রেয়সি !

৩

কর প্রসারণ কর, এই লও, ধর ধর,
অধীন প্রেমিক আজি তব করযুগলে
অরপি'ছে প্রেমভরে, ধর লো নধর করে
প্রণয়ের ভেট—দু'টি বিকসিত কমলে !

৪

ভূষণের প্রিয় যা'রা, ভূষণে সাজায় তা'রা
স্বীয় স্বীয় প্রেয়সীর কর দু'টি যতনে ;
তা'দের মনের আশা, ভূষণেই ভালবাসা
হয় বুঝি, কিম্বা হীরা মণি চুণি রতনে।
কিন্তু আমি জানি ভাল, সে সবে কবে লো আলো
কামিনীর করতল, বল প্রিয়ে, হ'য়েছে ?
ভূষণে সে শোভা হ'লে, কমলার করতলে
কমল-ভূষণ কেন কমলেশ দিয়েছে ?

৫

তোমার কমল-করে দিলাম যতন ক'রে
ললিত কমল দু'টি ; কি শোভাই হইল !

অমেয় আনন্দরাশি ভরিল অন্তর আসি',
প্রণয়-প্রবাহ জোরে হৃদি-খাতে বহিল !
সরসি-বিমল জলে বিকচ কমলদলে
হেরিতেছি, কিন্তু নহে নয়ন সফল ;
সফল হইল আঁখি হেরি' আজি, বিধুমুখি,
তোমার অলক্ত-কর-কমলে কমল !

অশনিপতন।

১

হিমালয়াচল উত্তর হইতে
ভয়ঙ্কর মেঘ-জাল আচম্বিতে
উঠিল গগনে ; বায়ু-সন্তাড়নে
উড়িয়া আসিল ভারত পানে।
নভো'পরে মেঘ রহিলেক ঝুলি',
ঘন ঘন তাহে চমকে বিজুলি ;
চমকে হৃদয়। আশঙ্কা উদয়
তা'রি হয়, যেই দেখে নয়নে।

২

দেখিতে দেখিতে ভারত উপরে
আসিল সে মেঘ সমীরণ-ভরে ;

গভীর গর্জ্জন—শুনি' অচেতন
হ'তে হয়—প্রাণ চমকি' উঠে !
মুহূর্ত্তেক পরে মূষল ধারায়
পড়িতে লাগিল (সহ্য নাহি যায় !)
বৃষ্টি অবিরল, দৃষ্টি অবিচল,
লোমে লোমে আসি সে ধারা ফুটে !

২

মেঘের গর্জ্জনে কাঁপিল ভারত !
কত ভারতীয় হ'ল হতাহত !
যেন রে প্রলয় ! হেন বোধ হয়,
একি সর্ব্বনাশ ঘটিল, হায় !
ভারতের সুখ-প্রদীপ নিভিল,
ঘোর অন্ধকারে ভারত ডুবিল !
দেখ রে নয়নে, বৃষ্টি বরিষণে
ভারতের দেহ ভাসিয়া যায় ।

৪

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল !
ভারতবাসীর সকলি টুটিল !
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল !

বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা' না হ'লে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের ? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল !

৫

কিন্তু, ওই দেখ, কনক-মন্দিরে
ভারতের ক্রোড়-রত্ন-বেদি'পরে
অযুত কিরণে, মণি-বিভূষণে
"স্বাধীনতা দেবী" বিরাজে ওই ;
উজ্জ্বল বদনে কোটি শশী হাসে,
কোটি সূর্য্য-বিভা মুকুটে বিকাসে,
চির জ্যোতির্ম্ময় উৎসাহ, অভয়
নয়নযুগলে ; তুলনা কই ?

৬

চারিধারে ওই প্রিয় ভক্তগণ
বেড়িয়া দেবীরে করে আরাধন ;
বীর-অহঙ্কার, ঢাল, তরবার
বীর ভক্তকুল-কটিতে ঝুলে।
অরি-পরিকর ওই তরবারে
গিয়াছে চলিয়া শমন-আগারে ;

ওই তরবার, শোণিতের ধার
মাখি' শোভে যেন জবার ফুলে।

৭

বীর ভক্তগণ ভক্তি সহকারে,
শ্বেত রক্ত নীল শতদল-হারে
দেবীর চরণ করি'ছে পূজন,
"জয় দেবি জয়!" বলি'ছে সবে,
"দেখ' গো জননি, তোমার প্রসাদে
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে?

৮

"পশু পক্ষী কীট—তারাও তোমার
ও পদ ব্যতীত নাহি চাহে আর;
নর হ'য়ে তবে, ও পদ-বিভবে
কি হেতু আমরা ছাড়িয়া দিব?
ও পদ স্বেচ্ছায় তেয়াগে যে জন,
তার ভাগ্যে লাভ নরক ভীষণ।
কাপুরুষ তারে কহে ত্রিসংসারে,
তার মত কি মা, আমরা হ'ব?

৯

"দেবতাদুর্লভ চরণ তোমার,
আর্য্যভূমিবাসী আর্য্যকুল-সার,
পূজিলে ও পদ বিদূর বিপদ,
সম্পদ আসিয়া কপালে যুটে ;
পবিত্র আনন্দ ও পদ সেবিলে,
শোক তাপ হত ও পদ ভাবিলে,
ও পদ স্মরণে মানব-জীবনে
সুখ-জীবনের প্রবাহ ছুটে।

১০

"সুপবিত্র নাম তোমার যখন,
'জয় স্বাধীনতে !' বলি' উচ্চারণ
করি গো জননি, সানন্দে অমনি
শিরায় শিরায় শোণিত চলে।
এই তরবার লইয়া তখন,
সমুৎসাহে ছুটি করিবারে রণ ;
ভারতের অরি খণ্ড খণ্ড করি'
কাটিবারে পারি ও পদ বলে।

১১

"তাই মা, নিবেদি তোমার চরণে,
বঞ্চিত কর' না ভক্ত আর্য্যগণে ;

বঞ্চিত করিলে, মরিব সকলে,
ও নামে তোমার কলঙ্ক হ'বে।
দেখ' গো জননি, তোমার প্রসাদে,
কভু যেন মোরা না পড়ি বিপদে ;
ও পদযুগল ভরসা কেবল,
ও পদ ব্যতীত কি আছে ভবে ?"

১২

এই মন্ত্র পড়ি' বীর ভক্তকুল
পূজিয়া দেবীরে দিয়া পদ্মফুল,
সকলে তখন, মুদিল নয়ন
স্বাধীনতা-পদ করিতে ধ্যান ;
বাহ্যবোধশূন্য হইয়া সকলে,
ভাবি'ছে দেবীর চরণযুগলে ;
কিন্তু বহির্দ্দেশে সর্ব্বনাশী বেশে
উঠিয়াছে মেঘ নাহিক জ্ঞান।

১৩

বারি বর্ষে মেঘ গরজি' গভীর,
মুহুর্মুহু তাহে কাঁপি'ছে মন্দির ;
জলদের দাপে রত্নবেদি কাঁপে ;
কাঁপিলেন দেবী বিষণ্ণ মুখে !

(কে জানে—কি হ'বে—বুঝি না কারণ)
উর্দ্ধে চাহিলেন তুলিয়া নয়ন,
চম্পক-অঙ্গুলি দেখাইলা তুলি'
কি যেন কাহারে অতীব দুখে!

১৪

বোধ হ'ল, যেন ভারত ভূমিরে
আর্য্যগণ সহ শোক-সিন্ধু-নীরে
ডুবা'বেন, হায়, হেন অভিপ্রায়,
ভারতের বুঝি ঘুচিল সুখ!
একে ত বাহিরে বিষম ব্যাপার!
ভীষণ বিপদে পূর্ণ চারিধার!
মন্দির মাঝার দেবীও আবার
ভারতের প্রতি বুঝি বিমুখ!

১৫

কিন্তু ভারতের হৃদয় উজ্জ্বল,
স্বাধীনতা-ভক্ত বীরেন্দ্র সকল
এ সব ঘটনা কিছুই জানে না,
কেবল মগন ধ্যান-সরসে।
হায়, আর্য্যদের বুঝি সুখ-তরু
শুখাইল! বুঝি হ'ল আজি মরু

সোনার ভারত। নহিলে এমত
অলক্ষণ কেন আর্য্য-আবাসে?

১৬

মেঘেতে সহসা এমন সময়,
তড়িত চকিল দহি' দিক্‌চয়;
অমনি তখনি, করি ঘোর ধ্বনি
হইল মন্দিরে অশনি-পাত!
সুবর্ণ দেউল হ'ল চূরমার!
গন্ধকের গন্ধে পূর্ণ চারিধার;
ধ্যান-নিমগন দেবী-ভক্তগণ
হইল তা' সহ ভূতলসাৎ!

১৭

হায়, সেই বজ্র-অনল সহিত
বীর-ভক্ত-আর্য্যগণ-প্রপূজিত
স্বাধীনতা দেবী লুকাইয়া ছবি,
ভারতেরে ছাড়ি গেলেন উবে।
সোনার ভারত (কহিতে বিদরে
হৃদয়! নয়নে জলধারা ঝরে!)
সেইক্ষণ হ তে, অধীনতা-স্রোতে,
ওই দেখ, ওই র'য়েছে ডুবে!

১৮

কেন রে অকালে এ মেঘ উঠিল।
ভারতবাসীর সকলি টুটিল!
দৈবের বিপাকে, ভারত মাতাকে
এত দুখরাশি সহিতে হ'ল!
বিধি বাম, হায়, ভারতের প্রতি,
তা' নহিলে কেন এ হেন দুর্গতি
হ'ল ভারতের? কুভাগ্যের ফের,
ভারতের সুখ গেল রে গেল!

প্রিয়তমার প্রতি।

১

অয়ি অয়ি প্রিয়ে! আমি লো তোমার;
প্রেমের পুতুলি তুমি লো মোর!
জগতে যা' কিছু শোভার আধার,
তাই লো নিরখি আননে তোর!

২

বিধাতার তুমি মানস-সৃজন,
রমণী-রতন ভুবন-সার;
উজল শরত-শশীর মতন
তুমি লো, তুমি লো কমল-হার!

৩

তাম্বুলের রস-রসিত অধর
  সুধার আধার—ধরে না হাসি;
চিকণ চিকুর, চিবুক নধর,
  মধুর মূরতি—তড়িত-রাশি।

৪

প্রণয়-পূরিত হরিণ-নয়নে
  চেও না চেও না আমার পানে;
আঘাত, কি জানি, আমার জীবনে
  লাগিবে এখনি চাহনি-বাণে।

৫

কুসুম-নিচয় মধুর নিলয়,
  সুধাকর-মুখ সুধার মূল,
রমণী-নিবাস পুরুষ-হৃদয়,
  প্রেমের নিবাস কামিনীকুল।

৬

এ হেন রমণী নাহি রে যাহার,
  প্রণয়বিহীন জীবন তা'র;
বিধির বিধানে কি সুখ তাহার?
  কি লাভ বহিয়া জীবন-ভার?

প্রবাহি' চলিয়া যাও, অয়ি লো তটিনি !

১

প্রবাহি' চলিয়া যাও, অয়ি লো তটিনি !
কিছু দূরে গিয়া, পরে দেখিবে নয়নে;—
তব তটে বসি' মম সুচারুহাসিনী
নব-বিবাহিতা বালা আনত আননে !
এই লও, স্রোতে তব দিনু ভাসাইয়া
কমল-কুসুম-মালা, দিয়া করে তা'র,
ব'ল' তা'রে ;—'যদি হেথা অচিরে আসিয়
হাসিয়া হাসিয়া চাহে হইতে আমার।
তা' হইলে আমাদের জীবন-লহরী
সুশোভিত হইবেক চিরকাল তরে ;
তোমার তরঙ্গ যথা ধরেছে মাধুরী
মম দত্ত ফুল-হার কলেবরে করে' ।'

২

যদি সে কুসুম-দাম না করে গ্রহণ,
অথবা প্রার্থনা মোর না শোনে শ্রবণে।
তবে তুমি এ মালারে; তরঙ্গে চালন
করিয়া ফেলিয়া দিও তীরস্থ কাননে।

অযতনে এ মালিকা শুখা'বে তথায়,
রবি-করে শোভাহীন হইয়া রহিবে।
ব'ল' সে বালারে ধীরে কথায় কথায়,
(অয়ি নদি, তুমি বিনা কে আর কহিবে ?)
ব'ল' তা'রে ;—'এইরূপে যৌবন যখন
পলাইয়া যা'বে তা'র ; রূপ সে সময়
জীবনের তটে হ'বে বিহীন কিরণ ;
তব তীরে মালা যথা হইবে নিশ্চয়।'

বসন্ত।

(জয়দেবের অনুকৃতি।)

শীত ঋতু যাওল, বসন্ত আওল
মনোহর ভূখিত রূপে ;
ভেল কুতূহলী, মানবমণ্ডলী,
ভাসল সুখ-রস-কূপে !
প্রকৃতি ত্বরা করি, আসন ধীরি ধীরি,
পাতল উপবন মাজ ;
বসন্তরাজন, ভৈঁ হরখিত মন,
তদুপরি কৈল বিরাজ।
পাদপ পরিকর, ধরি নব কলেবর,
দেওত ফল-কর রাজে ;

ঋতুপতি ভেটিতে, বল্লরি সুখচিতে,
সাজল ফুলকুল-সাজে।
মলয় সমীরণ, চামর চালন
করল সুমৃদু নৃপ-কায়ে ;
বিহগ তরূপরি মধুরিম স্বর ধরি,
নৃপতিকো গীত শুনায়ে।
কোকিল কুহুকুহু করয়তি মুহু মুহু,
ছাড়ই পঞ্চম রাগ ;
ঋতুপতি-অনুমতি পাওই রতিপতি
করল কুসুম-শর তাগ।
অসিত বরণ অলি পেখই ফুল-কলি,
ঢলই পড়ই মতবারা ;
ঋতুপতি দরশন করি সুখী সব জন,
ছটফট বিরহী বেচারা।
ভৈঁ হরখিত-মন নাচত শিখিগণ,
কভি কভি ভাখত কেকা ;
দম্পতি হাসত, নাচত গাওত,
সুধু বিরহিণী ভেল ভেকা।

এই—সেই ভস্মরাশি।

১

কহনা আমায়,
নয়ন নিকটে মোর কি এ স্তূপাকার?
ভস্মের মতন?
এ বটে ভস্মের রাশি, আয় রে ভারতবাসি,
ভস্মভরা চখে ভস্ম করি নিরীক্ষণ!

২

এই কি সে ছাই;—
কপিল, পাতালবাসি-ঋষিকুল-ধন,
সগর রাজার
পাতকী তনয়দলে পোড়াইয়া রোষানলে,
করিয়াছিলেন ভস্ম পর্ব্বত আকার?

৩

এই কি সে ছাই;—
অনলের মন্দানল হইল যখন,
তখন তাঁহায়
পাণ্ডব খাণ্ডব বন করিলেন অরপণ,
খাইয়া করিলা ছাই অনল তাহায়?

৪

এই কি সে ছাই,—
বল হে, যে কালে করি' বীর জন্মেজয়

সর্পনাশ যাগ,
প্রজ্জ্বলিত হুতাশনে পোড়াইলা সর্পগণে,
নিভাইতে প্রাণপণে পিতৃনাশ রাগ ?

৫

অথবা এ ছাই,
বিরহি-দহনকারী নিদয় মদন
শিব-কোপানলে,
ধ্যানভঙ্গ-অপরাধে পড়ি' যবে পরমাদে,
পুড়িয়া হইল ভস্ম কুভাগ্যের ফলে ?

৬

এ নহে সে ছাই !
এ যে ছাই—ঝরে আঁখি—কহিব কাহায় ?
কে আছে এমন ?
অমূল্য রতন পুড়ি', ভারতের বক্ষ যুড়ি',
হায়, এ ভস্মের রাশি ছুঁয়েছে গগন !

৭

জলের প্রবাহে
অন্য ছাই ধৌত হ'য়ে কোথা চলি' যায়,
চিহ্নও না রহে ;
কিন্তু এ ভস্মের রাশি হেরিতেছি দিবানিশি,
এরে কি ধুইতে পারে সামান্য প্রবাহে ?

৮

এরে ধুইবারে
অতল সাগরকুল-তরঙ্গ-নিচয়
কভু না পারিবে ;
যদিও অচলদল, বিশাল ধরণীতল
ভাসা'তেও পারে তা'রা, এ ভস্মে নারিবে।

৯

মূষল-ধারায়,
যদিও জলদজাল অসীম গগন
ব্যাপিয়া বরষে
দিবা নিশি জলধার, তবু এরে ধুইবার
কি ক্ষমতা তাহাদের শতেক বরষে ?

১০

একি হে কহিলে !
ধরা, গিরি, ঘন জল, জলধির জলে
যদি ভাসি' যায় ?
তবু এ ভস্মের রাশি কি হেতু যা'বে না ভাসি' ?
সোলা কি স্রোতের মুখে কভু আটকায় ?

১১

সোলা এ ত নয় ;
ভারত-মাতার ইহা 'স্বাধীনতা' ধন,

রে ভারতবাসি !
বিদেশীর অস্ত্রানলে, ভারতেরি বক্ষস্থলে
পুড়িয়া পড়িয়া, এই—সেই ভস্মরাশি !!

জাগ্রত স্বপন।

নিশীথ ;—নীরব ছিল প্রকৃতি তখন ,
সবে মাত্র ঝিল্লীদলে বসিয়া পাদপতলে,
শীতল করিতেছিল নিশার শ্রবণ ;
পেচকেরা থাকি' থাকি', নীরস কুরবে ডাকি'
দিবাচর পাখিদের দেখাই'ছে ভয় ;
শৃগালের কোলাহলে চমকে হৃদয় !

২

সুনীল গগন-সরে—হীরার কমল—
শীতকরময় চাঁদ, পাতিয়া রূপের ফাঁদ
ভুলাই'ছে রমণীর চিত সুবিমল !
কুসুম-সুরভি মাখি', যুবতির মুখ দেখি'
সঞ্চরি'ছে বায়ু ছাড়ি' নিশ্বাস মৃদুল,
বিধূত তাহায় যত ফুল্ল ফুলকুল !

৩
এ হেন সময়ে ত্যজি' কুটীর-ভবন,
যুবা যোগীবর এক (প্রেমযোগী, নহে ভেক)
উপনীত গঙ্গা-তীরে, চারু-দরশন !
সুবর্ণ-বরণ কায়, ভস্মরাশি মাখা তা'য়,
আয়ত লোচন দু'টি, সুন্দর গঠন !
ঘুরিতেছে, যেন কা'র ক'রে অন্বেষণ।
৪
নবজাত জটাজাল পৃষ্ঠোপরি ঝুলে ;
গৈরিকরঞ্জিত বাস পরিহিত ; পরকাশ
চারু জ্যোতি গলশোভী রুদ্রাক্ষের মালে।
সুগন্ধ কুসুম সার গোলাপ-কুসুম-হার
যোগীর দক্ষিণ করে র'য়েছে ঝুলিয়া,
গেঁথেছে আপনি তাহা গোলাপ তুলিয়া।
৫
গঙ্গা-কূল বিরাজিত উচ্চ, প্রসারিত
বট-মূলে গোগীবর বসি' সুললিত স্বর
ছাড়িয়া গায়িল এক প্রণয়ের গীত ;—
"প্রিয়ে লো, তোমার তরে, ভস্মরাশি কলেবরে
মেখেছি ; এ জটাভার তোমারি কারণ ;
তোমারি কারণ, প্রিয়ে, করঙ্গ ধারণ ;

৬

"তোমারি কারণ আমি যোগী সাজিয়াছি ;
পবিত্র প্রণয় দেবে   সেবিব অন্তরে ভেবে,
প্রণয়িণি, তোমা লাভে হেথা আসিয়াছি !
এ ঘোর যামিনী ভাগে, বল,প্রিয়ে,কে লো জাগে ?
সকলেই শুয়ে রয় সুখের শয়নে ;
কিন্তু আমি জাগি কেন ?—তোমারি কারণে।

৭

"শয়নে কি সুখ ?—সুখ—সুখের স্বপন !
সুন্দর ঘটনাচয়   স্বপনেতে দৃষ্ট হয়,
কিন্তু লো, তা' হ'তে ভাল মম জাগরণ।
কারণ, স্বপনে যাহা   দৃষ্ট হয়, বৃথা তাহা,
তবে, প্রিয়ে, মিথ্যা সুখে কিবা সুখোদয় ?
সত্য সুখ চায় সুধু আমার হৃদয়।

৮

"সে হেতু, প্রেয়সি, আমি ত্যজিয়া কুটীর,
পত্রময়ী শয্যা ত্যজি', তোমা ধন লাভে আজি
আসিয়াছি—মজিয়াছি—হ'য়েছি অস্থির।
মিথ্যা নয়,—সত্যধন সুধাময় সুস্বপন
দেখিব জাগিয়া আজি—করিয়াছি পণ,
দেখিতে তাহাই মম নিশি জাগরণ।

৯

"অন্তরের আশা আজ হ'বে কি পূরণ ?
হইলেও হ'তে পারে, আশা যা'রে,পা'ব তা'রে,
আশাই দেখা'বে মোরে জাগ্রত স্বপন।
তোমারি আশায় আসা, নতুবা এ ঘোর নিশা
কেন জাগি, লো সুভগে! ইষ্টলাভ বই
কে চলে ভবের পথে ? আমি ব'লে নই!

১০

"জাগ্রত স্বপনে রত্ন লভিবার আশে
আসিয়াছি গঙ্গাতটে, ভাগ্যে তাহা যদি ঘটে!
নিশি জাগরণ-শ্রম যা'বে অনায়াসে।
নতুবা আমার মত ত্রিজগতে ভাগ্যহত
কে আছে ?—কেহই নাই—সকলেই সুখী;
আমিই কেবল দুখী বিনা বিধুমুখী।

১১

"ভস্ম মাখা তবে, হায়, বিফল কেবল!
বিফল এ জটাভার, বিফল রুদ্রাক্ষহার,
গৈরকরঞ্জিত বাস— তা'ও রে বিফল!
গলে তব দিতে আজি, গেঁথেছি গোলাপ-রাজি
বিফল—বিফল আশা—নিশি জাগরণ!
বিফল আমার এই অসার জীবন!"

১২
নীরব হইল যোগী ; স্তব্ধ চারিধার
চুঁ শব্দ হইলে পরে, উড়ে যায় বায়ু ভরে
বহু দূর ; তবে কি সে সঙ্গীত-সুধার
আবদ্ধ থাকিতে পারে ? আশে পাশে চারিধারে
বলিল সে গীত-ধ্বনি প্রতিধ্বনি সনে ;
পশিল অদূরবর্ত্তী কুটীর ভবনে।

১৩
সে কুটীর হ'তে এক যুবতী রতন
সহসা বাহির হ'ল, কুটীরের দ্বারে আলো
উজলিল ; মেঘ-কোলে বিজলী যেমন !
যোগীরো মতন তাঁ'র ভূ-চুম্বিত জটাভার,
গেরুয়া বসন পরা, দুলি'ছে অঞ্চল ;
ধীরি ধীরি খেলে তা'য় সমীর চঞ্চল !

১৪
হাসি হাসি মুখখানি, আসি' ধীরে ধীরে,
দুলা'য়ে রুদ্রাক্ষমালা, যোগীর সম্মুখে বালা
দাঁড়া'ল ; অমরা-শোভা হ'ল গঙ্গা-তীরে !
কহিল মধুরস্বরে ;—"আসিলে কেমন ক'রে,
এ ঘোর নিশীথে, নাথ, পরিহরি ভয় ?
কি সাহসে সাহসী হে তোমার হৃদয় ?"

১৫
"ভাল, প্রিয়ে, কহ দেখি" কহে যোগীবর,
"কহ দেখি মোরে আগে, এ গভীর নিশাভাগে,
একাকিনী কি সাহসে হ'লে আগুসর ?"
হাসিয়া যুবতী কয় ;—"সে কি, নাথ কা'রে ভয় ?
তুমি হে ভয়ের ভয় হৃদয় আমার !
তুমি যা'র পতি—তা'র ভয় কি আবার ?"

১৬
হাসিয়া কহিল যোগী, "তবে কি কারণ,
চিত মম ভীত হ'বে ? কমল লভিতে কবে
কে ভীত হ'য়েছে ভাবি' সলিলে মগন ?
প্রণয়িণী তুমি যা'র, কি ভয় হৃদয়ে তা'র ?
রূপের কিরণে তব পূর্ণ চারিধার ;
যা'তে চিত ভীত হ'বে—নাহি সে আঁধার !

১৭
"বস, বস, প্রিয়তমে, সুচারু-হাসিনি !
না জানি চরণ তব, করিয়াছে অনুভব
কত ক্লেশ আসিতে, লো মরাল-গামিনি !
আমারি কারণে, প্রিয়ে কণ্টকিত পথ দিয়ে
এসেছ—পেয়েছ ক্লেশ—ক্ষমা কর দান ;
অপরাধী জনে ক্ষমা বিধির বিধান।

১৮
"হরিণাক্ষি, আমি তব বশীভূত জন ;
চুম্বক উপল সম, মূর্ত্তি তব অনুপম,
করিতেছে আকর্ষণ আমার নয়ন !
বিজ্ঞানের মহামন্ত্রে দিগদরশন-যন্ত্র
উত্তরাস্য বই, কই, ফেরে কি কখন ?
তুমি লো উত্তর—আমি দিগদরশন !"

১৯
যুবতী যোগিনী হাসি' যুব যোগী পাশে
বসিলেন কুতূহলে ; আমরি, সে বট-তলে
কি শোভা হইল !—গঙ্গা-প্রবাহ উচ্ছ্বাসে !
উভয়ের হৃদি-যন্ত্রে বাজিল প্রণয়-তন্ত্রে
প্রণয়-সঙ্গীত, যা'র নাহি রে তুলন ;
সে সঙ্গীত সেই বুঝে—প্রেমিক যে জন।

২০
মধুর মিলন !—শশী মধুর গগনে
হাসিল মধুরতর ; মধুর জলদবর
লাগিল ধাইতে এই মধুর মিলনে !
গঙ্গার লহরী গুলি ধীরি ধীরি শির তুলি',
খেলিল মধুরতর মধুর পবনে ;
ডাকিল মধুর পাখী মধুর মিলনে।

২১

মধুর মিলন !—ফুলে মধুর সুবাস ;
মধুর মূরতি ধরি’, মধুর ভূষণ পরি’,
যামিনী কামিনী এবে মধুর প্রকাশ !
মধুর মধুর সবি ; মধুর প্রকৃতি ছবি ;
চৌদিক মধুর যেন মধু বরিষণে ;
মধুর দম্পতি আজি মধুর মিলনে।

২২

যোগিরাজ গোলাপের মালা মনোহর,
সাদরে যুবতী গলে পরাইলা ; ধীরে দোলে
সে মালিকা, ছুটে তাহে সুরভি নিকর !
উভয়ে উভয় সনে, প্রেম-সুখ সম্ভাষণে
মজিল। যুবারে আমি কহিনু তখন ;—
ধন্য যোগীবর তব ‘জাগ্রত স্বপন’ !

সেটি “প্রণয়-রতন্” লো।

অয়ি অয়ি প্রাণপ্রিয়ে বিধাতা কি নিধি দিয়ে
তোমার এ মুখ-ছবি করিল সৃজন্ লো !
কি দিয়ে নয়ন দু’টি (যেন নীলোৎপল ফুটি’!)
গড়িল—গড়িল এই হাসি সুশোভন লো ?

কি হেন জগতে আছে, তুলনীয় তব কাছে ?
যা’ হেরি কিছুই নয়—অসার কেবল লো !
ভাবিতাম আগে বটে, শোভাই চিত্রিত পটে,
কিন্তু হেরি’ মুখ তব তা’ ভাবা বিফল লো !
বিশেষ তোমাতে,প্রিয়ে, সেটি কি—যাহাতে হিয়ে
জুড়ায়, আনন্দময় নিরখি ভুবন্ লো ?
কি নিধি সে বিধাতার, নাহিক তুলনা যা’র ?
বুঝেছি, প্রেয়সি, সেটি “প্রণয়-রতন্” লো !

সরস্বতী নদী।*

১

অয়ি নদি ! তব তটে ঘটেছিল যবে
ভীষণ সমর, হায়, হইলে স্মরণ,
ভারতবাসীর প্রাণ কাঁদে উচ্চরবে,
বিষাদে মলিন হয় প্রফুল্ল বদন !

২

ভারতের স্বাধীনতা অতুল রতন,
পুরাকাল হ’তে সদা অযুত কিরণে

---

* এই নদীর আর একটি নাম ‘কাগার’ বা ‘ঘগগর’।

উজলিতেছিল, কিবা সুখ অতুলন
প্রদান করিতেছিল যত হিন্দুগণে।

৩

তোমারি তীরেতে গেল হারা'য়ে সে ধন,
হারিল যে দিন, আহা, অন্যায় সমরে
ভারতের শেষ রাজা—ভারত-ভূষণ—
পৃথুরাজ, মিথ্যাবাদী যবনের করে!

৪

সেই দিন হ'তে এই সোনার ভারতে
পরদেশবাসী আসি' ভারতবাসীরে
শাসিতে লাগিল, হায়, সেই দিন হ'তে,
আজ' অধীনতা-ভার ভারতের শিরে।

৫

গিরিকুলশ্রেষ্ঠ গিরি দেব হিমালয়
ভারতের মাথে, কিন্তু সে ভারে তাঁহার
ভারত কাতরা নহে, পীড়িত-হৃদয়
যেরূপ হই'ছে বহি' অধীনতা-ভার!

৬

এ ভারের মত ভারি জিনিষ এমন
কি আছে বল গো নদি, জগত-মাঝারে?

মানাধারে এর সহ বিশ্বের ওজন
 কর যদি, হ'বে ইহা শতগুণ ভারে!

৭

তব ভারে ভারতের স্বাধীনতা-রবি
 অস্তমিত হ'ল, হায়, কিরণ সহিত।
আর কি ভারত পা'বে দেখিতে সেছবি—
 উজ্জ্বল, পবিত্র, মরি, বরণ লোহিত?

৮

আর কি সে রবি-করে ভারতবাসীর
 নিমীলিত রসহীন হৃদয়-কমল
ফুটিবে? ঝরিবে তাহে সুখ-হিম-নীর—
 শীতল, মধুরতর, অতি নিরমল?

৯

গোমূত্র পড়িয়া যথা মধুর গোরসে,
 বিষম বিকৃতি ভাব করে উৎপাদন;
ভারতবাসীর তথা হৃদয়-সরসে,
 নাশিয়াছে অধীনতা সুখ অতুলন।

১০

সে সুখের শশী, নদী, করেছে গমন,—
 বিষাদ-আঁধারে ডুবি' কাঁদি'ছে ভারত!

কি হ'বে কাঁদিয়া বৃথা—বিধির ঘটন
অবশ্য ঘটিবে—তাহা দূরপরাহত ?

১১

তরঙ্গিনি, তব তটে ভারত জননী
অধীনী হ'য়েছে ব'লে সরমের দায়
লুকা'লে কি ভূমিতলে ? নাহি শুনি ধ্বনি,
আবৃত হ'য়েছে স্রোত মরু-বালুকায়।

১২

তুমি তো বাঁচিলে, সতি, লুকাইয়া কায় ;
ভারতবাসীর যদি অধীনতা-মলে
আবিল জীবন-স্রোত মৃত্যু-বালুকায়
পশিত, সরম-জ্বালা নিভিত তা' হ'লে !

১৩

প্রবাহ তোমার ধীরে ভূতল-ভিতরে
প্রবাহি'ছে অলক্ষ্যেতে বিবেগ হইয়া ;
ভারতবাসীর কিন্তু অধীনতা-ভরে
নয়ন-সলিল-স্রোত বহে বাহিরিয়া।

তপনের পরিণয়।

১

দেব দিবাকর হরষিত মনে,
অমর-নগর-কনক-তোরণে
সারথী অরুণে কহিলা হাসিয়া ;—
"রাখ রথ আমি দেখি হে নামিয়া,
কে আছে রূপসী অমরপুরে।
চিরকাল ঘূরি আকাশে আকাশে,
না পাই যাইতে অমর-নিবাসে ;
সুর বটি, সুর-সুন্দরি-বদন
বহুকাল হ'ল দেখিনি কেমন ;
আজি তা' দেখিব নয়ন পুরে।"

২

এত বলি' রবি, চারু রূপ ধরি',
রূপে আলো করি' ত্রিদিব নগরী
পশিলা তথায়, অতুল তুলনা,
খেলি'ছে দুলি'ছে অমর-ললনা—
অমিয় বরষে হাসিয়া কেহ—
কেহ বা নাচি'ছে—কেহ বা গায়ি'ছে—
কেহ তাল দি'ছে—কেহ বাজাই'ছে—

কোন সুরবালা গাঁথে ফুল-মালা—
অগুরু লেপিয়া কোন সুরবালা,
ভূষণে ভূষিত করি'ছে দেহ।

৩

তপন যেমন মন-কুতূহলে
দাঁড়াইলা সুর-রমণী মণ্ডলে;
নয়নে নয়নে মিলিল যেমতি,
আনতবদনে যত সুর-সতী
সলাজে ফিরিয়া দাঁড়া'ল সবে।
অমর-কামিনী শরীর শোভিত
মণি মরকত রতন খচিত,
তদুপরি পড়ি' রবির কিরণ,
হ'ল শতগুণ উজল বরণ;
সুরবালাকুল অবাক্ সবে!

৪

এক এক করি', বিধুমুখ যত
লাগিলা দেখিতে তৃষাতুর মত;
দেখিতে দেখিতে হৃদয়ে সহসা
উদিল বিবাহ-বাসনা-লালসা।
ঘন ঘন চাহে বদন পানে।

দেখিলা সবারি সিঁতির উপরে
সিঁদুরের ফোঁটা শির শোভা ক'রে ;
পরিণীতা তা'রা জানিয়া তপন,
ফিরিলা হতাশে—বিষণ্ণ বদন !—
সারথী অরুণ আছে যেখানে।

৫

"সবেগে চালাও হীরকের রথ,
চল রে পলকে প্রহরের পথ,
চল নরলোকে, দেখিতে বাসনা,
আছে কি না তথা রূপসী ললনা !"
সারথী অরুণে কহিলা রবি।
চলে রথ ঘন গরজি' গভীর,
সহায় আবার প্রবল সমীর ;
ঘন ঘোর ডাক, জাগে দশদিত ;
ভীত নরলোক, চিত চমকিত !
ঢাকিল সুনীল আকাশ-ছবি !

৬

নিমেষে বিমানে বিমান শোভিল ;
ধরা-শিরে ধীরে চলিতে লাগিল ;

দেখিলা মিহির চাহিয়া তখন,—
ভূমে কোন্ বালা রূপসি-রতন,
   যুবতী অথচ অনূঢ়া মেয়ে !
পরিণয়-সাধ, অনূঢ়া মিলিলে !
ভাসিবে মিহির প্রণয়-সলিলে ;
সুরপুরে বড় পেয়ে মনক্ষোভ,
বেড়েছে দ্বিগুণ পিরীতির লোভ !
   দেখিলা ব্যাকুলে ভূতলে চেয়ে ।

৭

দেখিলা চাহিয়া কানন-মাঝারে,
শতেক রূপসী, রূপের বাহারে
শোভিত করি'ছে নিখিল কানন ;
প্রেম-রস লোভে লোলুপ তপন
   অনিমেষে চায় তাদের পানে !
মালতী, মাধবী, গোলাপ, সে'বতী,
জাতী, যুথী, বেলা, সেফালিকা সতী,
হেম-রূপবতী চাঁপা সুহাসিনী,
নাগরী টগরী বিশদবরণী
   বন-বিহারিণী কত সেখানে ।

৮

দেখিলা তপন সকলেরি মুখ ;
তাঁ'রে হেরি তা'রা হইল বিমুখ !
সবে নতমুখী, 'শুকাল' শরীর,
খর করে তাঁ'র হইয়া অধীর
তাপিত সকল কুসুম-বালা !
"কেন হেন হ'ল ?" ভাবিয়া তপন,
(নিরাশে বিষাদে মন উচাটন !)
জানিলা তখন ইহার কারণ ;—
তাঁহারি প্রখর দারুণ কিরণ
রূপবতীকুলে দিতেছে জ্বালা !

৯

নিন্দি' আপনারে দেব দিবাকর,
লাগিলা কহিতে, "দুখের আকর
জীবন আমার, কিছু সুখ নাই ;
নিজে জ্বলি, পুন অপরে জ্বালাই,
কি বালাই—ছি ছি—কি হ'বে—হায় !
রে দারুণ বিধি! কি বিধি তোমার !
অনলের রাশি এ দেহ আমার !

সোনার কিরীট সবার কপালে ;
আমার কপালে হুতাশন জ্বলে,
এ জ্বলন-জ্বালা জানা’ব কা’য় !

১০

“আসিলাম কোথা’ রূপসী খুঁজিতে,
সরল প্রণয়-রসেতে ভজিতে ;
কোথা’ মোরে দেখি’ বন-বিহারিণী,
পরম রূপসী কুসুম-কামিনী
প্রাণ ভরি’ আজি সুখিনী হ’বে ;
তা’ না হ’য়ে, হায়, প্রেমের বদলে,
দহিনু তা’দের সন্তাপ-অনলে !
পোড়া তেজে মোর ফুল-নারী-কুল
মলিন বদন—নীরস—আকুল !
কোমল শরীরে কত বা স’বে ?

১১

“এ পোড়া কপালে কিছুই হ’ল না !
বুঝিনু এ সব বিধির ছলনা ;
মনেই রহিল মনের বাসনা,
চিরকাল, আহা, এ ঘোর যাতনা
সহিব—স্মরিব কপাল-দোষ।

নরলোকে, মরি, এ রূপ ললনা,
(রূপের আধার—মিলে না তুলনা)
অভাগা রবির কপালে হ'ল না,
এ হ'তে কি দুখ আছে রে বল না ?
  মোরে বিধি তোর এতই রোষ !”

১২

নিন্দি' আপনারে এরূপে তপন,
আবার চাহিলা ফিরা'য়ে নয়ন ;
বিবাহ-বাসনা যেকালে জেগেছে,
প্রেমের বাতাস যেকালে লেগেছে,
  সেকালে কি আর থাকিতে পারে ?
লাগিলা দেখিতে সমুৎসুখ চিতে,
যদি কোন বালা প্রেম-ধন দিতে
নিদয় না হয় বিধুর রবিরে ;
কিন্তু কোন বালা চাহিল না ফিরে,
  সবাই ব্যাকুল প্রখর করে !

১৩

কি করে মিহির না পেয়ে উপায়,
বন ছাড়ি' পুন সরোবরে চায় ;—
কুমুদী নয়নে পড়িল নয়ন,

কুমুদী নয়ন করি' নিমীলন,
আঁচলে ঢাকিল হসিত মুখ।
তা' দেখি' রবির সন্তাপ-আগুন
জ্বলিল হৃদয়ে হইয়া দ্বিগুণ!
হতাশ মানসে ভাবিলা তখন ;—
"হ'ল না, হ'ল না সুখের ঘটন,
অভাগা-কপালে সুধুই দুখ!"

১৪

জ্বলন জ্বলিত নয়নের কোলে
দুখ-অশ্রু-ধারা বহিল হিল্লোলে,
উষ্ণ অতিশয় ;—সীতাকুণ্ড-জল
শতগুণে, দেখি, তা হ'তে শীতল ;
ভাসিল ভানুর হৃদয় তা'য়!
মুছি' আঁখি-বারি তাপিত তপন,
ফিরি' ফিরি' ফের করে অন্বেষণ।
নিরখি' ভানুর হতাশ হৃদয়,
এইবার বিধি হইলা সদয় ;
শুভ ভাগ্য, আহা, হইল, উদয়
অতুল হরষে নাচিল, হৃদয়
সহাসে এবারে সরসে চায়।

১৫

প্রেমবিলাসিনী স্মিতা কমলিনী—
কুসুম-কামিনী-কুল-গরবিণী—
অনূঢ়া কুমারী,—ঘোমটা খুলিয়া,
চাহিল রবিরে বদন তুলিয়া ;
যে করে কুসুম-কামিনী মলিনী,
সে আতপে রস লভিল নলিনী,
প্রেমে ডগমগ, হাসিয়া সুখে
অমিয় মধুর মুখ-মধু দান
করিয়া রবির তুষিল পরাণ ;
পতি বলি' সতী যদি' না ডাকিল ;
কিন্তু জগজন জানিতে পারিল
ব্যাস, কালিদাস, বাল্মীকি মুখে !

সুখী কে ?

ওই যে সুনীল নভে নব শশধর
উজল কিরণ রাশি
বরষি'ছে হাসি' হাসি',
ডাগর সাগর, গিরি, ধরণী উপর ;

ওই শশধর
এখনি ক্ষণেক পরে, লুকাইবে জলধরে,
কোথায় রহিবে ওই হাসি মনোহর।
কে বলে সুখী রে তবে ওই নিশাকর ?

২

ওই যে জলদখানি আকাশের কোলে,
চাঁদেরে লুকায়ে রাখি',
ধীরি ধীরি, থাকি' থাকি',
আমীরী রাজাই-চালে ওই যায় চ'লে ;
ওই জলধর,
যদি বহে সমীরণ, করি' ঘোর গরজন,
কোথায় পলা'য়ে যা'বে হইয়া কাতর !
কে বলে তবে রে সুখী ওই জলধর ?

৩

ওই যে পবন, পেয়ে নিশি-সহবাস,
হ'য়েছে শীতল অতি,
মৃদুল মধুর গতি,
কুসুম-সুরভি মাখি' খেলে চারিপাশ ;
ওই সমীরণ,
মদিরাপায়ীর মুখে এখনি যাইবে ঢুকে ;

(নরক সমান ঠাঁই!—ঘৃণা-নিকেতন।)
কে বলে তবে রে সুখী ওই সমীরণ?

৪

ওই যে মলিন-ভাতি তারকানিচয়,
হাসে না যে দিন শশী,
নীলাকাশে গাঢ় মসী
ঢালা রহে, সেই দিন উজলতাময়!
কিন্তু কই আজ
হীরকাভ করচয়?—মৃদু হাস রসময়?
ক্ষীণাভ শশীর করে! ছিছি রে কি লাজ!
কে বলে রে সুখী তবে তারকা-সমাজ?

৫

চক্রবাক, চক্রবাকী—দম্পতি দু'জন,
ওই যে দেখি'ছ চেয়ে;
প্রণয়ের পরিচয়ে
দিবসে আছিল সুখী; নিশায় এখন
সুদূরে থাকিয়া,
বিরহ-জ্বলনে জ্বলে,নয়ন ভাসায় জলে!
দিবসের সুখ এবে নিশার স্বপন!
কে বলে ওদিগে তবে সুখে নিমগন?

৬

ওই যে অমিয়মুখী জল-কমলিনী,
এই যে ক্ষণেক আগে,
অরুণেরে অনুরাগে
ভুলা'বারে হ'য়েছিল যেন পাগলিনী ;
আনন এখন
ঘোমটায় আবরিত, বিষাদে আকুল চিত,
পতির বিরহে সতী মুদেছে নয়ন !
কে বলে সুখী রে তবে নলিনী-জীবন ?

৭

ওই যে নলিনী পাশে হাসে কুমুদিনী,
নিথর গগনোপরে
নিরখিয়া শশধরে,
অধরে ধরে না হাসি—বড় আমোদিনী !
প্রভাত আইলে,
বিধু পলাইবে যবে, হাসি-রাশি কোথা' র'বে ?
বাড়া'বে সরসী-জল নয়ন-সলিলে।
বল, তবে কুমুদীরে কে সুখিনী বলে ?

৮

ওই যে রজনী আজি কুমুদিনী সম,

চাঁদের চিকণ করে
উজলিয়া, শোভা করে
দশদিশি ; স্মিতমুখা, রূপ মনোরম !
তিথি অমাবসী
এলে এই রজনীর, নয়নে ঝরিবে নীর,
মসীময়ী হ’য়ে র’বে না হেরিয়া শশী !
কে বলে সাহসে তবে সুখী রে এ নিশি

৯

চক্রবাক, চক্রবাকী, তারকা, পবন,
সুধামুখী কমলিনী,
সুহাসিনী কুমুদিনী,
জলদ, রজনী আর রজনী-রঞ্জন,
হায় রে সবাই
দুখী বই—সুখী নয় ! খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই !
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই !

১০

ওই যে মানবজাতি, কর দরশন ;
দেখিতে সুন্দর বেশ,
হাসিমুখ-কাল কেশ ;

ওরা কি সুখের সরে র'য়েছে মগন?
সে কথা কে বলে?
রোগ, শোক, চিন্তা, জ্বালা করে সদা ঝালাপালা!
হাসে আজি—ভাসে কালি নয়নের জলে!
কে বলে মানবে তবে, সুখী ধরাতলে?

১১

ওই যে বসিয়া ভূপ রাজ সিংহাসনে,
অমূল্য কিরীট শিরে,
শোভিত মুকুতা-হারে।
উনি কি রে সুখী এই ধরণী-ভবনে
কখনই নয়,
ুমি ভাব সুখী বটে, কিন্তু ওঁর চিত্ত-পটে
অরাতি-আশঙ্কা সদা হ'তেছে উদয়!
কে তবে ভূপালে সুখী পৃথিবীতে কয়?

১২

ওই যে রমণী, যেন প্রফুল্ল কমল!
যৌবন-লহরী-কোলে
থমকে থমকে দোলে।
জলদে বিজলী যেন হ'তেছে চঞ্চল !
ওই কি সুখিনী?

কভু নয় কভু নয়, কে ওরে সুখিনী কয় ?
গত হ'ক্ গোটা কত দিবস যামিনী,
দেখিবে তখন ওরে কেমন সুখিনী !

১৩

ওই যে ভূতলে বসি' আকুলা জননী !
কালি যে দেখেছি ওরে;
তনয়েরে কোলে ক'রে—
'আমার গোপাল !' বলি' দিয়াছে নবনী।
সেকাল কোথায় !
কেন আজি হেন বেশ, এলা'য়ে পড়েছে কেশ,
আছাড়ি পিছাড়ি কাঁদি' ভূতলে লুটায় !
হায় রে, কে বলে তবে সুখিনী উহায় ?

১৪

ওই যে কামিনী বসি' শ্মশানের ধারে ;
অলঙ্কার নাহি গায়,
প্রভাত শশীর প্রায়
মুখখানি প্রভাহীন ! ভাসে অশ্রুধারে !
'হা নাথ !' বলিয়া,
কপালেতে কর হানে, কভু চায় শূন্য পানে,
পতি সহ সবি ওর গিয়াছে চলিয়া !
সুখিনী উহারে তবে বল কি বলিয়া ?

১৫

ওই যে যুবক, দেখ হাসিয়া বেড়ায়,
ধরা ভাবি’ সরাখান,
করে কতরূপ ভাণ,
ভাবি’ছে উহার সম কে আছে ধরায় ?
হায়, অকারণ !
দিন কত পরে ওরে দেখ’ দেখি ভাল ক’রে,
হয় কি না হয় সব নিশার স্বপন !
কে তবে বলিবে ওরে সুখে নিমগন ?

১৬

ওই যে বিদ্বান্, করে লেখনী ধরিয়া,
লিখিতেছে গ্রন্থ কত,
কত গ্রন্থ অবিরত
পড়িতেছে, সারানিশি জাগিয়া জাগিয়া।
সুখীই কি ওই ?
কভু নয় কভু নয়, শরীর যে দুখময়,
জেনেছে বিশেষরূপে পড়ি’ পড়ি’ বই ;
উনিও ত দেহী—তবে সুখী কিসে ?—কই ?

১৭

ওই যে বিজন ঘরে অমর-[illegible]

যোগীবর যোগাসনে,
ঈশে ভাবে মনে মনে,
অস্থিচর্ম্মসার !—তৃণ গজাইছে গায় !
আশাপূর্ণ হ’ল কই ? অজীবন দুখ বই
কি আছে ? কই বা আজ’ আশার সুসার ?
তাপস-জীবনে সুখ বলিবে আবার ?

১৮

আকাশ, ভূধর, বন, মরুভূ মাঝার,
সাগর, তটিনী-তটে,
যা’ কিছু এ বিশ্বপটে—
‘আমি’—‘তুমি’—‘তিনি’—আদি দুখের ভাণ্ডার!
হায় রে, সবাই
দুখী বই—সুখী নয়, খুঁজিলে জগতময়,
কাহারেও সুখী, হায়, দেখিতে না পাই !
সকলি গড়েছে বিধি—সুখ গড়ে নাই !

প্রণয়।

১

সাবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহার’ নাই !

কটাক্ষ নয়নে চাহ যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে !
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে,
   তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই !

২

তোমারি কারণে ধরণী মাঝারে
জীয়ে জীবকুল ; ভজিয়া তোমারে
চিরসুখে কেহ জীবন কাটায় !
দুখের চরণে কেহবা লুটায় !
   সুখের দুখের তুমিই মূল !
হাসিমুখ কা'র' করি' দরশন !
হা হতাশে কেহ করি'ছে রোদন !
   হারা'য়ে দু'কূল কেহ আকুল !

৩

বিষম ভীষণ সমর-অনল
জ্বলি' উঠে কোথা'; কোথাও প্রবল
   বাদ বিসম্বাদ ঘটিয়া উঠে।
রাজ্য ছারখার তোমার কারণে ?
কত রাজ্যপতি তোমার চরণে
   সেবকের মত নিয়ত লুটে।

৪

তোমারি কারণে কোথাও কুশল ;
ঘটে বা কোথাও ঘোর অমঙ্গল ;
তোমারি কারণে দুর্ব্বলের বল ;
প্রবলের বল ঘুচিয়া যায় !
অন্ত তব, প্রেম, বুঝে ওঠা ভার !
কি মোহিনী বিদ্যা আছে হে তোমার ?
নর সাজে নারী !—নারী সাজে নর!—
পুরুষেরে নারী ধরায় পায় !

৫

জীবন-বাসনা করি' পরিহার,
কেহ দেয় গিয়া সাগরে সাঁতার ?
শ্বাপদ-পূরিত কানন মাঝার
প্রবেশে পড়িয়া তোমার বশে !
বিশাল ভীষণ ভূধর-শেখরে
ভয় পরিহরি আরোহণ করে।
কার' বা জীবন কারার ভিতরে !
বিষ খায়—কেহ অনলে পশে !

৬

সাবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার !
আধিপত্য তব জগত মাঝার

যেরূপ, সেরূপ কাহার' নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

৭

সানুকূলে তুমি যা'রে কর ভর,
তা'র সম সুখী জগত ভিতর
কে আছে?—তাহার নয়ন উপর
সবি শোভাকর, আনন্দময়!
শশী করে তা'রে সুধা বরিষণ;
শীতের সমীর', মলয় পবন;
ফুলকুল করে মধু বিতরণ;
বিজন কানন সুখের হয়!

৮

আকাশের ছবি অতুল তুলনা;
ভূতল-কামিনী অমর-ললনা!
দুখের আগার ভবের ভাবনা
ক্ষণেকের' তরে রহে না তা'র!

আপনারে আর ভাবে না মানব,
ভাবে—যেন বুঝি দেবেশ বাসব।
বসুধারে ভাবে অমর-বিভব;
সুধার সাগরে দেয় সাঁতার!

৯

অতুল আমোদে মাতিয়া বেড়ায়;
মন-বিহগেরে কত কি পড়ায়,—
কি পড়ায়?—সে যে তোমারি নাম!
বাসনা-লতিকা বাড়ি' বাড়ি' উঠে;
গরম শোণিত শিরে শিরে ছুটে;
মানস-সরসে সুখ-পদ্ম ফুটে;
ধরণী যেন রে স্বরগ ধাম!

১০

সাবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহার' নাই।
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান' তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

১১
কিন্তু যা'র পানে প্রতিকূলে চাও,
সর্ব্বনাশ কর—কত জ্বালা দাও!
ভূপতি হলেও ভূতলে লুটাও!
সামান্য নরের কথাই নাই!
সুধাকর তা'রে বরষে গরল;
মলয় সমীর' যেন রে অনল;
অনন্ত অমেয় দুখের ভূতল;
আশা-লতা পুড়ি' হয় রে ছাই!
১২
যা' কিছু জগতে;—তাহার নিকটে
কিছুই নয় রে! হৃদয়ের পটে
সুখ-ছবি আঁকা থাকে না আর!
দিবস যামিনী সবি একাকার;
দুপুরে প্রখর তপন প্রচার
তা'র কাছে যেন ঘোর অন্ধকার!
অসহ্য অসার জীবন ভার!
১৩
চিন্তার লহরী ভীম বেশ ধরি',
প্রহারে তাহারে দিবস সর্ব্বরী;
পাগল হইয়া ছুটিয়া যায়!

কি যে সে করিবে, ভাবিয়া না পায়,
জীবনে জীবন বিসর্জ্জিতে যায়।
সজোরে স্বকর প্রহারে মাথায় ;
অবশ শরীর ; শূন্যদৃষ্টে চায় ;
অসম্বদ্ধ গীত কত কি গায়।

১৪

সাবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহার' নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

১৫

ধনীর প্রাসাদে, দীনের কুটীরে,
ভূধর-শেখরে, নীরধির নীরে,
বিজন বিপিনে, মেদুর পবনে,
রবির, বিধুর উজল কিরণে,
মরুভূ মাঝারে, কুসুম নিকরে,
জলের প্রপাতে, খনির ভিতরে,

অচল-গহ্বরে, তটিনীর তটে,
জলধর-জালে, নীল নভ-পটে,
পাদপ, তুষারে, সাগর-পুলিনে,
সর-সুশোভিত কুমুদ, নলিনে,
  উজল জ্বলিত বিজলী-কোলে ;
অশনি-নিনাদে, মূষল ধারায়,
মেঘ-গরজনে, অনল শিখায়,
সমীর-দুলিত গাছের পাতায়,
বিকচ-কুসুম-ভূষণা লতায়,
আর' কত আছে—কব তা' কেমনে ?
যা' জানি—না জানি নিখিল ভুবনে,
  সমভাবে তুমি সকল স্থলে !

১৬

সুকুমার শিশু মধুর ভাষেতে,
যুবতী, যুবার মধুর হাসেতে,
জনক, জননী-হৃদয় আগারে,
বান্ধবের খোলা মানস-মাঝারে,
সংসার তেয়াগী বিরাগীর মনে,
বিভু-পরায়ণ ঋষির সদনে,

পশু, পাখী, কীট, পতগ গোচরে,
মুকুতা, মাণিক, জহর, মোহরে
তোমারে, প্রণয় দেখিতে পাই!
কি যে তুমি, আজ' জেনেও জানি না,
অথচ তোমার বিরহে বাঁচি না!
নিরাকারে এত! সাকার হইলে,
না জানি কি হ'ত! ভাবি হে তা'ই!

১৭

সাবাসি, প্রণয়, ক্ষমতা তোমার!
আধিপত্য তব জগত মাঝার
যেরূপ, সেরূপ কাহার' নাই!
কটাক্ষ নয়নে চাও যা'র পানে,
তুমি জান তা'রে—সে তোমারে জানে!
পরশ যাহারে, কি যে কর তা'রে!
তুমিই বিজয়ী সকল ঠাঁই!

স্বর্গীয় সুকবিবর মাইকেল মধুসূদন দত্ত।*

১

রতন-ভাণ্ডার লুঠি' দস্যু পরিকর
সর্ব্বস্ব যদিও লয়, কি দুঃখ তাহায়?

---

* মৃত্যু সংঘটনের দিবসে লিখিত।

কিম্বা সেনাদলে ল’য়ে,
সমরসজ্জিত হ’য়ে,
অন্য ভূপ আর ভূপ রাজ্যে যদি যায়,
করে সব ছারখার করিয়া সমর ;

২

তাহাতে অন্তর কিছু বেদনা না পায়,
যে হৃদয়-ভেদী ক্লেশ পাইল রে আজ !
পোড়া কাল কালামুখ
ঘূচা’য়ে বঙ্গের সুখ,
কাড়ি’ নিল মহারত্ন কাঁদা’য়ে সমাজ !
আকুল বাঙ্গালীকুল করে হায় হায় !

৩

তস্কর মাণিক যথা হেরি’ রাজালয়ে,
পাপ-দণ্ড-ভয় ভুলি’ চুরি করি’ লয় ;
জীবন-তস্কর যম—
অবিচারী নিরমম—
অলক্ষ্যে হরিল মণি পশি বঙ্গালয়,
প্রহারি’ শোকের বজ্র বাঙ্গালি-হৃদয়ে !

৪

আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন !
নিশাপতি বিনা, হায়, রজনী যেমন !

নিশায় জ্বলন্ত বাতি
নিবিলে না রহে ভাতি
যেমতি গৃহের মাঝে, হায় রে, তেমন
আঁধারে আবৃত এবে এ বঙ্গ-ভবন!

৫

হে কবীশ! ত্যজি তব প্রিয় জন্মভূমি
বাঙ্গালারে, চিরতরে করিলে গমন
কি হেতু? কি দোষ পেলে?
বঙ্গবাসিগণে ফেলে
কোথা গেলে? আর কি হে পা'ব দরশন?
বিফল!—সে আশে কাঁটা দিয়াছে শমন!

৬

কবিতা-কাননে, কবি, করি' গুঞ্জরণ,
শুনা'তে মধুর গান, সুখী হ'ত সবে।
তব কাব্য-রস-ধারা—
স্বর্গীয় সুধার পারা—
নব লহরীতে আর এ বঙ্গে কি ব'বে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়াছে শমন!

৭

রত্নগর্ভা পুণ্যবতী ভারত জননী,
হায়, আজি কুভাগ্যের কুলিখন ফলে

তোমা হেন প্রিয় পুত্রে
হারাইয়া কর্ম্ম-সূত্রে,
'হা মধু!' বলিয়া ভাসে নয়নের জলে!
ফণিনী বিলাপে যেন হারাইয়া মণি!

৮

মধুমাসে মধুঘোষ মধুর স্বননে
মধু-ধারা ঢালে যথা শ্রবণে সবার;
হইয়া বাঙ্গালি-বঁধু,
হে মধু, কবিতা-মধু
ঢালিলে তেমনি তুমি বঙ্গের মাঝার!
আর কি তা' ক্ষণ তরে পশিবে শ্রবণে?

৯

আর কি তোমার মত, হে মধুসূদন!
বঙ্গ-কবি-কুল বন্ধু এ বঙ্গ পাইবে?
আর কি বীণার নাদ
ঘুচাইবে অবসাদ?
আর কি লেখনী তব অজস্র গায়িবে?
বিফল!—সে আশে ছাই দিয়াছে শমন!

১০

বাঙ্গালীর আদরের কবিতা-কানন!
কোকিল তাহায় তুমি, কুহু কুহু রবে

আনন্দ কতই দিলে,
গৌড়জনে ভুলাইলে ;
গন্ধর্ব্ব-বাঁশরী যথা ভুলায় বাসবে।
পলা'লে কোকিল।—শূন্য কবিতা-কানন।

১১

রে কাল! অকালে তুই কি কাজ করিলি ?
কি হেতু হরিলি কবি শ্রীমধুসূদনে ?
ধিক্ ধিক্ ধিক্ তোরে!
নির্দ্দয়, কেমন ক'রে,
মধুময় মধুমূর্ত্তি গ্রাসিলি বদনে ?
মধুর মধুর দেহ কেমনে হরিলি!

১২

শত শত বাঙ্গালীর নয়নের জল
নারিল দ্রবিতে তোর পাষাণ হৃদয়।
বিধাতা কি হেন দিয়া
ও তোর কঠিন হিয়া
গড়িল ? ভ্রমেও নাহি দয়ার উদয় ;
চিরকাল কাঁদাইতে জানিস কেবল।

১৩

যদিও কবিরে তুই হরিলি শমন!
তথাপি কবির কীর্ত্তি—যে কীর্ত্তির বলে

"শ্রীমধুসূদন কবি
বঙ্গ-কাব্য-নভোরবি।"—
নারিবি হরিতে তোর ঘৃণিত কৌশলে!
"কীর্ত্তিই জগতিতলে অক্ষয় জীবন।"

দৈববাণী।

১

এ কি রে!
একে ঘোর অমানিশি অন্ধকারময়,
নাহি দেখা যায় নিজে নিজের শরীর;
তাহে কালিমাখা মেঘ আকাশে উদয়;
বহি'ছে সবেগে পুন প্রবল সমীর।
উন্মত্ত হইয়া বায়ু মেঘমণ্ড গুলি
ছড়াই'ছে অবিশ্রামে; যাই'ছে মিশিয়া।
দেখি' তা' পবন পুন হুহুঙ্কার তুলি',
আনি'ছে অপর মেঘ বিকট হাসিয়া!
সর্ব্বনাশ!—কি বিপদ!—ভীষণ আঁধার!—
এ কি রে, পলকে হেরি বিষম ব্যাপার!

২

চমকি' চমকি' উঠে বিদ্যুতের রেখা ;
সাগর-সলিলে যেন বাড়ব-দহন,
অথবা নরক-হ্রদে অগ্নিময়ী লেখা
পাপীরে দেখা'তে ভয়, দেয় দরশন !
গরজে গভীর ডাকে জলধরদল,
হুড় হুড়, গুড় গুড় !—চমকে হৃদয় ।
অশনির শব্দ পুন কাঁপায় ভূতল ;
সুগভীর সমস্বরে (হেন বোধ হয়)
উঠি'ছে গর্জ্জিয়া যেন সিংহ শত শত ;
আকুল ভূতলবাসী ভয়ে থতমত !

৩

তড় তড় বৃষ্টিধারা, মূষল ধারায়,
অজস্র গতিতে ভূমে হয় বরিষণ ;
ক্রমে ঝমাঝম শব্দ কাণে শুনা যায়,
ছিটায় সে বৃষ্টিধারা ক্ষিপ্ত সমীরণ !
উচ্চ তালতরু-শিরে, অচল-চূড়ায়,
কড় কড় ঘোর রবে, বজ্রপাত হয় ।
ঝটিকার পদাঘাতে উপাড়িয়া যায়
আমূল বিশাল দেহ বনস্পতিচয় ।

এ কি রে ?—প্রলয় না কি। আজি ধরাতল
লীলা সম্বরিয়া বুঝি যায় রসাতল !

৪

ঝটিকার স্বনস্বনি ;—মেঘের গর্জ্জন ;
জীবনসংহারকারী কুলীশ-হুঙ্কার ;
মূমুর্ষু সমান যত জীবের রোদন
পূরিল আকাশ-গর্ভ ; ক্ষুব্ধ চারিধার !
এ হ'তে গভীরতর, এমন সময়,
উঠিল গর্জ্জন এক আকাশ উপরে ;
ক্ষিপ্ত নিসর্গেরে দমি' সে গর্জ্জন হয় ;
বন্দুকেরে হারাইয়া ভয়ানক স্বরে
গরজে কামান যেন ; সহসা তাহায়
শুনা গেল ক'টি কথা ;—(হৃদি চমকায় !)

৫

"উঠ রে নির্জীব *** জাতি, খোল রে নয়ন!
আর' কি ঘুমা'য়ে র'বি আলস্য-শয়নে ?
এখন' দেখিতে সাধ অলীক স্বপন ?
এখন' কি ক্লেশ হয় আঁখি উন্মীলনে ?
কতকাল গত হ'ল, তবুও এখন্
মিটিল না নিদ্রাসুখ ? একি বিড়ম্বনা।

আর' কি অসাড় হ'য়ে, শবের মতন,
পড়ি' র'বি? আজ' কি রে হ'ল না চেতনা!
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি অলস-জাতি, হয় না চেতনা ?

৬

"ঊষারে সমুখে করি' তপন যখন
পূর্ব্বভাগে রক্ত রাগে সমুদিত হয় ;
সামান্য তির্য্যগযোনিপশুপাখিগণ,
তা'রাও সে'কালে উঠে ; ঘুমা'য়ে কি রয়
কিন্তু, হায়, কত নিশি প্রভাত হইল ;
কতবার সূর্য্যদেব উঠিল গগনে ;
তথাপি তোদের নিদ্রা আজ' না ভাঙ্গিল,
অলস হইয়া আছ আলস্য-শয়নে !
আর না—যা' হ'ল হ'ল—ঘুমা'ও না আর,
উঠ রে অলসজাতি, উঠ রে এবার।

৭

"এ দুর্য্যোগ শান্ত হ'লে, কিঞ্চিৎ গউনে,
আবার উঠিবে রবি অযুত বিভায়।
সাবধান, দেখ' যেন দেখে না নয়নে
সে রবি তোদের ছবি শয়িত দশায় !

আজিকার প্রকৃতির এ ঘোর চীৎকারে
যদি না উঠিস্ তোরা, তা' হ-লে কি আর
উঠিবি কখনো কা'র' আহ্বান-ফুৎকারে ?
এ হেন শবের দশা করি' পরিহার ?
সে আশা বিফল—তাহা হ'বে না কখন ;
আজি না উঠিলে, জাগা বৃথা আকিঞ্চন !

৮

"উন্মত্ত নিসর্গ সহ তোদের নিকটে,
(দেখ্ রে নির্জীব, তোরা দেখ্ রে চাহিয়া !)
যে গর্জ্জন করিতেছি, মহীধরো ফোটে ;
থর থর কাঁপে ধরা হেলিয়া দুলিয়া !
তথাপি তোদের, হায়, নিদ্রা নাহি ছাড়ে ;
এতই বধির তোরা ? শ্রবণ-শকতি
নাহি কি রে অণুমাত্র ? আলস্য অসাড়ে
বিলুপ্ত কি হ'ল তাহা ? ধিক্ নীচমতি।
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমা'ও না আর,
উঠ রে অলস জাতি, উঠ রে এবার।"

৯

এত বলি' সে গর্জ্জন আর' গরজিল ;
যেন বীর মেঘনাদ মেঘের আড়ালে,

বীরমদে বীরকণ্ঠে ঘোর হুঙ্কারিল
বধিতে রাঘব-সেনা খর শরজালে।
পুনশ্চ এ কথাগুলি সে গর্জ্জন কয় ;—
"হায় রে অলস জাতি, এখন কি সুখে
কুম্ভকর্ণ সম সবে ঘুমাইয়া রয় ?
পাদুকা সমেত কত পদাঘাত বুকে
করি'ছে তোদের শত্রু ; নীচাশ কুঞ্জর
পদ্মকুলে দলি' যেন ভাঙ্গি'ছে পঞ্জর !

১০

"তবু কি চেতনা নাই ! বুঝেছি এবার,
অসার, অসাড় তোরা স্পর্শবোধ নাই !
তা' যদি থাকিত, তবে পাদুকা-প্রহার
সহেও থাকিস্ আজ' ? ভাবি আমি তাই !
অরির পাদুকা কি রে মিষ্ট লাগিয়াছে ?
স্বদেশে স্বাধীন থাকা তিক্ত বোধ হয় ?
গরলে অমৃত বোধ এবে হইয়াছে !
অমৃতে গরল জ্ঞান মানসে উদয় !
এ রুচি কিরূপে হ'ল ? তা'রাই কি তোরা,
স্বাধীনতা একদিকে—একদিকে ছোরা ?

১১

"তা'রা হ'লে আজ' কেন শত্রু-পদতলে
মর্দ্দিত হইস্, ভীরু, কর্দ্দমের মত ?
পাষাণ-দশন জাঁতা আজ' কি রে দলে
তোদিগে গোধূম সম পিশিয়া সতত ?
সে জাতি নহিস্ তোরা—সে শোণিত নাই;
মেষের সমান তোরা কেশরি-ঔরসে।
তোদের মতন ভীরু নাহি কোন ঠাঁই ;
ভূমিলতা তোরা, ভীরু, সুধার সরসে !
তীক্ষ্ণ-বিষ-অজগর সুখের বিবরে
বিষহীন ঢোঁড়া সাপ এবে রে বিচরে !

১২

"উঠ ভীরু, সাহসেরে করিয়া সহায়,
জাতীয় বিদ্বেষ ছাড়ি', একতা বন্ধন
করিতে যতন কর, দিন ব'য়ে যায় ;
সময় ফুরা'লে কার্য্য হয় কি সাধন ?
বিজাতীয় সভ্যতার অনুকৃতি হেতু,
কেন রে তৎপর এত ? জাতীয় গৌরব
ভুলি' কেন বাঁধ কৃতদাসত্বের সেতু
জীবন সাগরে ; তা'রে করিলি রৌরব !

উঠ ভীরু, সাহসেরে সহায় করিয়া,
পূর্ব্বপিতামহগণে বারেক স্মরিয়া !”

১৩

“একতা না হ’লে কিছু হয় না সাধন।”
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !
‘একতাই জগতের উন্নতি কারণ।’
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !
‘একতা অরির অরি, দুর্ব্বলের বল।’
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া।
‘একতারই পদ-তলে চলে ভূমণ্ডল।’
বেদবাক্য সম মনে রাখ রে স্মরিয়া !
‘একতা ঈশ্বর অংশ, অমূল্য রতন।’
উঠ রে নির্জ্জীব জাতি, করিয়া স্মরণ !

১৪

“বারুদের পরাক্রম, জান ত সকলে,
গুঁড়ায় ভূধর-দেহ, দেয় উড়াইয়া
দুর্গম কঠিন দুর্গ অনিবার্য্য বলে,
নিবিড় কানন ভস্ম করে পুড়াইয়া।
কি সে তা’? একথা যদি সুধাও কাহারে,
‘একতা’ উত্তর তা’র তখনি পাইবে।

সূক্ষ্ম তৃণ একতায় বাঁধিবারে পারে
মদমত্ত গজবরে ; কে না তা' কহিবে ?
অন্য কথা দূরে থাক্ ; আজের ঘটন,
চেয়ে দেখ, একতাই ইহার কারণ।

১৫

"একত্রে মিলিলে পরে সলিল আগুনে
লৌহ-যন্ত্র অনায়াসে করে রে চালন।
ক্ষুদ্র পিপীলিকাগুলি একতার গুণে,
দেখ্ রে, দুরূহ কার্য্য করে সম্পাদন।
মানব হইয়া তোরা মানব সমাজে
তবে কেন হেন হ'লি ? কি লজ্জার কথা !
ভীরুতা-কালিমা মাখা বদন কি লাজে
দেখাইস্ তেয়াগিয়া স্বর্গীয় একতা ?
একতা-অমৃত শূন্য যাহার জীবন,
'মরণে জীবন তার, জীবনে মরণ !

১৬

"উঠ রে উঠ রে, উঠ, কর গাত্রোত্থান,
একতা, সাহস সহ কর আলিঙ্গন !
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ।

দেশের দুর্দ্দশা দেখি' হওরে কাতর,
এখনি সাহস আসি' হইবে সহায়।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর?
স্বজাতির দশা দেখ, পা'বে একতায়।
পিতৃপিতামহগণে কর রে স্মরণ,
জড়তা ঘুচিবে—পা'বে নূতন জীবন!

১৭

"কই রে, এখন' আঁখি কেহ যে খোলে না।
এরা কি জীবিত নাই?—মরেছে সকলে?
এ হেন গর্জ্জনে কেউ মস্তক তোলে না,
কি লজ্জা! এখনো এরা শয়িত কি ব'লে?
মরে নাই—বাঁচি' আছে—তবে কি কারণ
উঠে না—মিলেনা আঁখি?—বুঝেছি এবার
আলস্য-ভাণ্ডার এরা দাসত্ব জীবন!
শত্রু-পদাঘাতে সুখী অন্তর সবার!
কাজ নাই—বৃথা বলা অরণ্যে রোদন।
দেববাক্যে শ্রদ্ধা নাই—নিশ্চয় পতন!"

১৮

নিরুত্তর দেববাণী; বাড়িল বাতাস;
বৃষ্টিধারা আর' জোরে পড়িতে লাগিল;

অলক্ষ্যেতে সে দেবতা হইয়া হতাশ,
ফেলিল নিশ্বাস যেন, বিষাদে কাঁদিল
নির্জ্জীব জাতির তরে! চমকে তড়িত;
ক্রোধে দুঃখে যেন তাঁর নয়ন জ্বলিল!
চড়াৎ করিয়া বজ্র হইল পতিত;
দৈববক্তা দেব যেন অভিশাপ দিল;—
"যতকাল ইহাদের না হ'বে সাহস—
না হ'বে একতা—এরা র'বে পরবশ।"

১৯

থামিল প্রচণ্ড ঝড়; স্থির চারিধার,
চলিল জলদকুল থমকে থমকে;
লহরী পশ্চাতে যেন লহরীর সার;
ক্বচিৎ হসিত মুখে বিজলী চমকে!
নির্ম্মল আকাশতল, কিন্তু তমোময়;
মার্জ্জিত তারকাগুলি অম্বরেতে ভাসে;
দিগম্বরী কালী যেন হইয়া উদয়,
আনন্দে আসব পানে ঘন ঘন হাসে।
এই যে ক্ষণেক আগে কি ছিল প্রকৃতি;
আবার ক্ষণেক পরে নূতন আকৃতি!

২০

সহসা এমন কালে সুদূর অম্বরে
ঘোর রবে দেবশৃঙ্গ বাজিয়া উঠিল ;
নিমেষ না যেতে যেতে, সমীরণ ভরে
সে শৃঙ্গ-নিনাদ বেগে চৌদিকে ছুটিল।
“আজিকার এ দুর্যোগ—জেনো রে নিশ্চয়—
আমার পরম বন্ধু ‘সাহস’-মূরতি !
দৈববাণী যে কহিল—জেনো রে নিশ্চয়—
আমি সে ‘একতা’ নাম, খ্যাত ত্রিজগতি ”
সে শৃঙ্গ-নিনাদ সহ একটি বচন
শুনা গেল, ক্ষণ পরে নীরব গগন।

অগস্ত্য-গণ্ডূষ।

১

পৌরাণিক অতি অপূর্ব্ব কাহিনী ;—
অগস্ত্য তাপস ঋষিকুলমণি,
গর্ব্বী সাগরের যত জলরাশি
করিলেন পান অঞ্জলি প্রকাশি’।

২

ডাগর সাগর গেল শুখাইয়া ;
যাদোগণ যত মরে আছাড়িয়া !

হ'ল এক দৃশ্য অতি ভয়ঙ্কর,—
জল, জলজন্তু বিহীন সাগর !
ধরার মূরতি হইল নূতন,
সবি ভূমিময়, বিহীন জীবন ;

৩

সুধাই তোমারে, ওগো ঋষিবর,
করেছিলে যদি গণ্ডূষ সাগর ;
কেন তা'রে পুন করিলে বাহির ?
পারনি রাখিতে উদরে সে নীর ?
সাগরে যদি গো রাখিতে উদরে,
কত সুখ, আহা, ভারত ভিতরে
হইত ! উজল স্বাধীনতা-রবি
আজ' বিরাজিত প্রকাশিয়া ছবি !

৪

কিন্তু, কই, তা' ত হ'ল না হ'ল না !
অনাথিনী, হায়, ভারত ললনা !
ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?
নহিলে কি হেতু সাগর-সলিলে
পান করি' তুমি পুন উগারিলে ?

যদি না বাহির করিতে সাগরে,
তা হ'লে সোনার ভারত ভিতরে
বিদেশীর পদ-পরশ-কলঙ্ক
হ'ত না হ'ত না ; ভারতের অঙ্ক
ম্লেচ্ছ-কীট-দাঁতে দংশিত না হ'ত ;
বহিত না এই অধীনতা-স্রোত !

৫

ভারতের অরি ভাসাইয়া পোত,*
আসিত না স্রোত করি' প্রতিহত !
বিশাল জাহাজ কি কাজে লাগিত ?
জলরাশি বই কভু কি ভাসিত ?
সাগর-লহরী করি' বিদারিত
ভারতে জাহাজ কভু কি আসিত ?

---

* পুরাকালে ফিনিসীয়, গ্রীক, মৈশর প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা পোতারহণে সমুদ্র পথ দিয়া ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আসে। তাহারা ইহার অতুল ঐশ্বর্য্যাদি দর্শন করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রকাশ করে। তজ্জন্যই আলেক্‌জেণ্ডার (সেকেন্দর সা) প্রভৃতি পাশ্চাত্য রাজারা ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আসেন। সেই সময় হইতেই ইহার স্বাধীনতা উন্মূলিত হইবার সূত্রপাত হয়।

৬

স্বাধীনতা অরি-পদ-বিদলিত
হইয়া কি তবে হইত স্খলিত ?
রবি-চিহ্ন-আর্য্য-পতাকা পতিত
হ’ত কি ? হ’ত কি মস্তক নমিত
ভারত-বাসীর ? হ’ত কি পীড়িত
ভারত-হৃদয় ? হ’ত কি তাড়িত
উচ্চতম যশ ?—সকলি থাকিত,—
সাগরে জাহাজ যদি না ভাসিত !

৭

যদি না সাগরে ভাসিত জাহাজ,
স্বাধীনতা আজ’ করিত বিরাজ ;
পরাধীন হ’য়ে হিন্দুর সমাজ
খুলে কি ফেলিত মস্তকের তাজ ?
যদি না সাগরে পুন উগারিতে,
ঋষিবর, আজ’ তা’ হ’লে দেখিতে ;—
তোমার সময়ে ভারত যেমন
আছিল, এখন’ রয়েছে তেমন।
কিন্তু, কই, তাত’ হ’ল না হ’ল না ;
অনাথিনী, হায়, ভারত ললনা !

ভারতের সুখে বিধির ছলনা,
নহিলে এ দুখ কি হেতু গেল না ?

৮

হ'বে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !
যদি না সে দিন হইল আবার,
ভারতের বাঁচা বিফল, অসার !
পর পদাঘাতে পীড়িতা হইয়া
কাহার বাসনা থাকিতে বাঁচিয়া ?
এইহেতু, ঋষি, মিনতি তোমায়,
ভারতের কোন' কর সদুপায় !—
সে'বারে গণ্ডূষে সাগর সলিলে
অনা'সে নিমেষে পান ক'রেছিলে ;
জলনিধি জল এবারে আবার
করিবে কি পান ?—কাজ নাই আর !
এবার সাগর নিশ্বাসে বহাও
ভারত উপরে ; তাহাতে ডুবাও
অধীনী ভারতে ; যাতনা ঘুচিবে ;
'অধীনতা-পাপ' ঘুচিবে ঘুচিবে !

৯

হবে কি সে দিন আবার ভারতে ?
হায় রে, ভারত অভাগী জগতে !

বঙ্গ-বিধবা।

১

নিশি অবসান কালে,   যখন গগন-ভালে
প্রভাশূন্য চন্দ্রমার নিরখি বদন ;
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
শীতের সময় জলে বিকচ কমলদলে
মলিন দশায়, হায়, দেখি রে যখন ;
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন !
ধূতূরায় নিরখিয়া,   আঁখি দু'টি নিমীলিয়া,
তুলনা তাহার আমি খুঁজি রে যখন ;
বঙ্গ-বিধবারে মনে পড়ে রে তখন।

২

পূর্ণকলা শশধরে রাহু যবে গ্রাস করে,
সে কালের ছবি বঙ্গ-বিধবা রমণী
অথবা সে শশী রাকা   হইলে জলদে ঢাকা
যেমতি মলিন ; বঙ্গ-বিধবা তেমনি !

নিদাঘে লতিকাগুলি কুসুম-ভূষণ খুলি’,
রবি-করে শুখাইয়ে লুটায় ধরণী ;
বঙ্গের বিধবা নারী, সেই মত সারি সারি,
ভূষণ বিহীনা, মরি, মলিন বরণী !

৩

খনিতে মণির মত, বঙ্গের বিধবা যত
আকর মৃত্তিকা মাখা, নিষ্প্রভ বদন !
আবদ্ধ ঝিনুকে ঢাকা, জলজ শৈবাল মাখা,
বঙ্গের বিধবা নারী, মুকুতা মতন !
একটি কুসুম’পরে, বসে যদি থরে থরে
দশটি ভ্রমর, তা’রে দেখায় যেমন ,
কিম্বা কুহেলিকা মাঝে, গোলাপ যেমতি সাজে
আঁধারে ঢাকিয়া যায় সুচারু বরণ ;
বৈধব্য পীড়নে বঙ্গ-বিধবা তেমন !

৪

ভাঙ্গা নোঙা, শঙ্খ ভাঙ্গা, মাটীতে সিন্দূর রাঙ্গা
পড়ি’ আছে শ্মশানেতে, হেরিলে নয়নে,
বঙ্গ-বিধবার দশা জাগি’ উঠে মনে !
কত কথা জাগি’ উঠে; চিন্তার লহরী ছুটে,
কি যে ভাবি—কি যে দেখি—বলিব কেমনে
বঙ্গ-বিধবার দুঃখ কে শুনে শ্রবণে ?

যাহারে শুনা'তে যা'ব, তা'রি কাছে গালি খা'ব,
কাজ নাই, বলিব না নিরদয় জনে ;
নিবেদি কেবল সেই বিধির চরণে।

৫

হায় রে, যে ক্রূরজাতি, কাঁদাইতে দিবা রাতি,
করিল এ ক্রূর বিধি হইয়ে নিদয় ;
তা'রা যেন জন্মান্তরে, নারী হ'য়ে বঙ্গ-ঘরে,
অচিরে বিধবা হ'য়ে চিরকাল রয় !
তা' হ'লে জানিবে বেস্, যন্ত্রণার একশেষ,
বঙ্গের বিধবা নারী কত জ্বালা সয়।

অভিশাপ।

১

ত্রিপুর অসুরে বধিবার তরে,
আরক্ত নয়নে শূল ল'য়ে করে,
চলিলা শঙ্কর ভীম রোষভরে,
কাঁপিল কৈলাস অধীর হ'য়ে।
একে শিব-ভালে জ্বলি'ছে অনল,
ক্রোধানলে মিশি' হইল প্রবল ;

দহিল চৌদিক ; হুতাশ’-অচল*
যেমতি দহে রে নগরচয়ে।

২

বদ্ধ জটাজূট সহসা খুলিল ;
জটা-নিবাসিনী গঙ্গা উছলিল ;
ধৃত বাঘাম্বর সরিয়া পড়িল ;
কানের ধুতূরা পড়িল খুলি’ ;
চক্রসঙ্কোচিত ভুজঙ্গের মালা
দুলিতে লাগিল পেয়ে অঙ্গ-দোলা ;
সুপ্ত ফণিগণ তোলে ফণাগুলা,
ফোটে যেন পদ্ম-মুকুলগুলি।

* * * * * *

৩

দেব দেব হর রুদ্র অবতার ;
ত্রিপুর অসুরে করিতে সংহার,
তুলিলা ত্রিশূল, ভীষণ আকার,
কাঁপিয়া উঠিল ভুবনত্রয়।
ত্রিপুর অসুর হেরি’ ভূতনাথে,
জীবন বাঁচা’তে গদা নিল হাতে ;

---

* আগ্নেয় গিরি।

যেন গিরি-চূড়া ; কোটি ঘণ্টা তা'তে
বাজিল, গভীর শবদ হয়।

৪

উভয়ে বাধিল তুমূল সমর ;
অমরনগরে চকিত অমর !
কাঁপিল পবন, কাঁপিল তপন,
কাঁপে চরাচর পাইয়া ভয়।
ত্রিশূলে ত্রিশূলী ঘোর হুহুঙ্কারে,
অমরারি দৈত্যে যান বধিবারে ;
অসুর' আবার প্রাণ বাঁচা'বারে,
ঘুরাইয়া গদা দাঁড়া'য়ে রয়।

৫

শিব-শূল-ফলা, ভীষণ আকার,
অসুর গদারে বিঁধে বারম্বার ;
ভূধর-শেখরে অশনি-প্রহার
হ'তেছে যেন রে ভীষণ রবে।
হুহুঙ্কার ছাড়ে ভূত প্রেত দানা ;
হুহুঙ্কার ছাড়ে যত দৈত্য-সেনা ;
মিশিল দু'দলে, নাহি যায় চেনা ;
দূর্ বনে তরু কে চেনে কবে ?

৬

এমন সময়ে শিবের ত্রিশূল
বিঁধিয়া অসুরে করিল আকুল!
রুষি' দৈত্যপতি আর' মহাবলে
  ঘুরাইল গদা—গভীর ডাক!
কতগুলা ভূত, শিব-সেনাদলে,
দৈত্যে হেরি' ভয়ে পিছাইয়া চলে;
দেখি' তা' মহেশ ক্রোধ নেত্রে বলে;—
  "ওরে ভীরু, তোরা থাক্‌রে থাক্!

৭

"মোর সেনা হ'য়ে, আমারি সমুখে,
পালাইস্ তোরা ভয় পেয়ে বুকে?
ছি ছি, কি সরম; কি বলিবে লোকে!
  কি বলিবে এই ত্রিপুরাসুর!
এত ভীরু তোরা—এত কাপুরুষ?
রণে ভঙ্গ দিয়া বাড়া'লি পৌরুষ?
হাসিবে ভূলোক, হাসিবে ত্রিদশ;
  সমুখ হইতে হ'য়ে যা দূর!

৮

"যে কর্ম্ম করিলি, প্রতিফল তা'র
অচিরে পাইবি; ক্ষমা নাহি আর;

শিব-অভিশাপ লঙ্ঘে সাধ্য কা'র ?
বঙ্গেতে তোদের জনম হ'বে ;
বাঙ্গালী হইবি—হীনবল হ'বি—
নত হ'য়ে শত্রু-পদাঘাত স'বি—
অধীনতা-ভার শিরোপরে ব'বি—

* * *

ভীরু, কাপুরুষ, সকলে ক'বে !

ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

১

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

২

যদি বল, কেন বল হে এমন ?
কেন বলি ?—তা'র আছে যে কারণ ;
কোন্ জাতি বল, এদের মতন
অলসতা-পাঁকে ডুবিয়া রয় ?

কোন্ জাতি, ছাড়ি' বাণিজ্য ব্যবসা,
ঘৃণিত দাসত্বে করে রে ভরসা,
কাজেতে অলস, অকাজে বচসা,
শির পাতি' পর-পাদুকা বয় ?
৩
শত্রু দেয় গালি, লয় কর পাতি',
শত্রু মারে লাথি,—পাতি' দেয় ছাতি,
পর-পদ সেবা করি' দিবা রাতি
কোন্ জাতি করে জীবন ক্ষয় ?
কোন্ জাতি, বল, বাঙ্গালীর মত,
ভালবাসে হ'তে পর-পদানত,
কলুষিত করি' জীবনের ব্রত,
পাশব জীবনে সুখিত হয় ?
৪
বনের বরাহ সেও সুখে থাকে,
স্বাধীন করিয়া রাখে আপনাকে,
জীবন গেলেও তথাপি কাহাকে
হইতে দেয় না জীবন-প্রভু।
নব জিলণ্ডের অসভ্যজাতিরা,
(অসভ্য কে বলে ?—সুসভ্য তাহারা)

তা'দের জীবনে স্বাধীনতা-হীরা,
পর-পদ পূজা করে না কভু।

৫

কিন্তু, হায় হায়, কি লজ্জার কথা!
বাঙ্গালীরি সুধু দেহের ক্ষীণতা,
বাঙ্গালীরি সুধু মনের হীনতা,
বাঙ্গালী-জীবন কলঙ্কময়!
বাঙ্গালী জাতিই বিহীন ভরসা,
তা'ই ইহাদের এত দুরদশা;
এদের মতন কুকাজে লালসা
কা'দের? এহেতু বলিতে হয়;—

৬

রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি;
সবে উচ্চ রবে, য়া'রে তা'রে ক'বে;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি।

৭

একতা এদের অণুমাত্র নাই;
তা' যদি থাকিত, তা' হ'লে সদাই
এ জাতিরে কেন দেখিবারে পাই
গৃহ-বিসম্বাদে হইতে রত?

একতা না হ'লে কিছুই হয় না,
একতা না হ'লে শকতি রয় না,
একতা হইলে হৃদয় সয় না,
শত্রু-পদাঘাত হইয়া নত!

৮

একটা যবন যদি রেগে উঠে,
শতটা বাঙ্গালী প্রাণ-ভয়ে ছুটে;
ঘুসির প্রহারে ভূমিতলে লুটে,
'দেরে জল' বলি' কাতর হয়!
জনেক বাঙ্গালী যদি মার খায়।
শতেক বাঙ্গালী দেখি' হাসে তা'য়,
শত্রু-গালিগুলা লাগে সুধাপ্রায়,
চোকে কানে মনে অনা'সে সয়।

৯

এরাই আবার বড় হ'তে চায়।
জোনাকি যেন রে বিধু ছুঁতে ধায়!
এরাই আবার গলা ছেড়ে গায়;—
উন্নতি-সোপানে উন্নীত ব'লে!
এরাই আবার লেখনী চালায়।
এরাই আবার হুমুরি ফলায়!

এরাই আবার সুসভ্য বলায়।
গরবে ভূতল কাঁপা'য়ে চলে!

১০

সাধে কি বলি
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি!

১১

গিয়া দেখ দেখি অর্ণবের কূলে,
কত জলযানে শ্বেত পা'ল তুলে,
সাহসিক চিতে ভয় ডর ভুলে,
বিদেশীরা চলে ব্যবসা তরে।
অন্য দূরে যাক্ ; ভারত-গরিমা
বোম্বায়ের দেখ বাণিজ্য-মহিমা,
বাঙ্গালীরা তা'র ঘেঁসে না ত্রিসীমা,
অথচ উন্নতি-গরব করে!

১২

বিদ্যা কিছু বটে বাঙ্গালীর আছে,
অবিদ্যা এবে তা' বাণিজ্যের কাছে ;

অগ্রে ব্যবসায়, বিদ্যা তা'র পাছে,
বাঙ্গালা বোম্বাই প্রমাণ তা'র।
তবুও বাঙ্গালী—অসার বাঙ্গালী!
(সাধে নিন্দা করি?—সাধে দেই গালি?)
বাণিজ্যে অলস, কাটে চিরকালি
বৃথায় বহিয়া আলস্য-ভার!

১৩

চেয়ে দেখ দেখি ইংলণ্ডের পানে,
উঠেছে কেমন উন্নতি-সোপানে;
জয়ধ্বনি উঠে গগন-বিতানে,
ক্ষমতা প্রকাশে পৃথিবী যুড়ে;
ইংলণ্ড-শাসন দূরপ্রসারিত,
ক্ষণ তরে রবি হয় না স্তিমিত,
যশের প্রবাহ ধরা-প্রবাহিত,
বিজয়-নিশান আকাশে উড়ে।

১৪

কি ছিল ইংরাজ, জান ত সকলে,
ঢাকিত শরীর গাছের বাকলে,
অসভ্যের শেষ আছিল ভূতলে,
কাঁচা মাস খে'ত, পূজিত ভূত;

সেই জাতি এবে বাণিজ্যের বলে,
উঠেছে উন্নত উন্নতি-অচলে,
প্রকাশ করেছে খ্যাতি ধরাতলে,
   সাহসেতে যেন শমন-দূত।

১৫

বাণিজ্যের বলে, কে না জানে বল ?
করেছে ভারতে নিজ পদতল !
বাণিজ্যের বলে বাঙ্গালী সকল
   ‘নেটিব, নিগার’ ওদের কাছে।
বাণিজ্য-প্রসাদে, দেখ না চাহিয়া,
‘রুল বিটনীয়া’ গগন ছাইয়া,
ছাড়ি’ছে হুঙ্কার ঘোর গরজিয়া ;
   কি আর ক্ষমতা এ হ’তে আছে ?

১৬

অনুকৃতিপ্রিয় বাঙ্গালিরা নাকি ?
‘না কি’ কেন?—তা’র কিবা আছে বাকী ?
পিতৃপিতামহে দিয়াছে রে ফাঁকি !
   বিলাতি ব্যভারে উঠেছে মাতি’।
বিলাতি আসন, বিলাতি বাসন,
বিলাতি অশন, বিলাতি বসন,

সকলি বিলাতি, বাঙ্গালী এখন,—
খেতে ভালবাসে বিলাতি লাথি !!

১৭

অনুকরণেতে এত যদি আশ,
অনুকরণেতে কাটে বারমাস ;
অনুকরণেতে রক্ত হাড় মাস
বাঙ্গালী জাতির গিয়াছে মিশে !
তবে কেন আজ আছে ঘুমাইয়া ?
আলস্যশয়ন এখনি ত্যজিয়া,
ইংরাজ জাতির নিকটে যাইয়া,
বাণিজ্য ব্যাপারে কেন না পশে ?

১৮

হেন অনুকৃতি—অনুকৃতি-সার—
ত্যজিয়া বাঙ্গালী, অনুকৃতি ছার
ভালবাসে। ছি ছি, এ কি রে বিচার !
বাঙ্গালীর এ কি বিচিত্র মতি।
বিদ্যাশিক্ষা বুঝি দাসত্বের তরে ?
আজীবন বুঝি পূজিতে অপরে,
নিশি জাগি' মজ্জা আলোড়ন করে,
ছাড়িয়া স্বাধীন ব্যবসা-গতি ;

২০

রকির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

২১

বঙ্গবাসিগণ ! কঠোর বচন
যা' কিছু বলিনু—ভালরি কারণ,
ভাবি' দেখ মনে ; কর' না রাগ !
রাগ ত কর না দাসত্ব করিতে,
রাগ ত কর না 'নিগার' হইতে,
পাদুকা বহিতে, অধীন রহিতে
হৃদয়ে লেপিয়া কলঙ্কদাগ !

২২

এ সব করিতে রাগ যদি নাই !
আমার কথায় রেগো না—দোহাই !
বাড়িবে কলঙ্ক আর' তা' হ'লে !
যদি ভাল, চাও—বাণিজ্যেতে যাও,
ইংরাজের মত ক্ষমতা দেখাও,

বিদেশী বাণিজ্য বিদেশে তাড়াও,
দেশী জলযানে পতাকা উড়াও,
নিৰ্জ্জীব হৃদয়ে সাহস জড়াও,
মনোবিহগেরে একতা পড়াও,
তা' হ'লে দেখিবে—নিশ্চয় দেখিবে,
গণনীয় হ'বে ধরণীতলে।

২৩

নতুবা—
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
আঁধারে জ্বালিয়া মোমের বাতি,
সবে উচ্চ রবে যা'রে তা'রে ক'বে ;—
ভূতলে বাঙ্গালী অধম জাতি !

প্রিয়তমা হাসিল।

১

সঙ্গে ল'য়ে প্রেয়সীরে বসিনু সরসি-তীরে
নোঙা'য়ে বদন প্রিয়া সরোনীর দেখিল ;
সুবিমল জল'পরি মনোহর রূপ ধরি'
প্রেয়সীর আঁখি-ছায়া দুলি' দুলি' ভাসিল।

হেরি' সে ছায়ার কান্তি, হইল আমার ভ্রান্তি,
ভাবিলাম, ইন্দীবর দু'টি বুঝি ফুটিল ;
প্রেয়সীরে দিব তুলি', প্রেয়সী যাইবে ভুলি',
অন্তরে এ আশা-বীচি নাচি' নাচি' উঠিল !
করি' তা'য় দৃষ্টিপাত, সলিলে বাড়া'নু হাত,
কোথায় সে ইন্দীবর !—জলে হাত ডুবিল !
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল !

২

যেমন হাসিল প্রিয়া, অমনি বাহার দিয়া,
সুশুভ্র দশন-ছায়া পুন জলে ভাসিল ;
নব কুন্দফুলগুলি ভাসি' যায় দুলি' দুলি',
ভ্রমজাতচিন্তা হেন পুন মনে আসিল।
সাবধানে ধীরে ধীরে, আবার সরসি-নীরে
বাড়াইনু কর—পুন জলে হাত ডুবিল !
নিরখিয়া রঙ্গ মোর প্রিয়তমা হাসিল !

দুইখানি চিত্রপট।

১

কে রে সেই চিত্রকর, জান কি তাহায় ?
এ দু'খানি চিত্রপটে, যাহার ক্ষমতা রটে,
জান কি সে পটু পটো নিবসে কোথায় ?

এই দেখ, দুই খানি (মনে হেন অনুমানি)
ছবি সম ছবি আর নাহি রে ধরায়।
বাহবা সে চিত্রকরে, যাহার বিচিত্র করে
প্রসূত এ চিত্র দু'টি ;—সাবাসি তাহায় !

২

প্রথম আলেখ্যখানি দেখি' কান্না পায় !
একটি রমণী বসি' প্রভাতের পূর্ণশশী
যেন রে পড়েছে খসি' মলিন বিভায়।
রুখু রুখু কেশগুলি পড়েছে নিতম্বে ঝুলি'
চুম্বিয়া ধরণী-ধূলি চরণে লুটায় !
অবিরল অশ্রুবারি ঝরিতেছে সারি সারি,
হৃদয় প্লাবিত করি', গড়াইয়া যায় !
বদনে বিষাদ মাখা, রাকা বিধু যেন ঢাকা
বরষার গাঢ়তর জলদের গায় ;
অথবা কে যেন ভুলি', রাশি রাশি মসী গুলি',
প্রফুল্ল কমল তুলি', ডুবা'য়েছে তা'য় !
মলিন বসন-পরা, করেতে কপোল-ধরা,
যেন রে জীয়ন্তে মরা,—এমনি দেখায় !
বসি' অর্দ্ধহেলাভাবে, কত কি যেন রে ভাবে,
জানিয়াছি অনুভবে নিরখি' উহায় !

শরীরে নাহিক ভূষা, নিশি শেষে যেন উষা,
নক্ষত্রভূষণখসা আসিয়া দাঁড়ায়!
অথবা কুসুমগুলি লতিকা হইতে তুলি'
লইলে লতারে, হায়, যেমতি দেখায়।
রমণীর তিন ধারে, সফেন তরঙ্গহারে
চিত্রিত জলধি-জল উথলিয়া যায়;
রমণীর দুখে যেন (মনে অনুমানি হেন)
আকুল লহরীগুলি সলিলে গড়ায়!
ঐ দেখ আর পাশে, চূড়া তুলি' নীলাকাশে,
দাঁড়া'য়ে ভূধর এক, মেঘ সম কায়;
পড়ি'ছে তুষার ঝরি', কামিনীর দুখ স্মরি',
কাঁদিয়া অচল যেন লোচন ভাসায়।
কে রে সেই চিত্রকর, যাহার বিচিত্র কর
এ বিষাদময়ী ছবি আঁকিয়া কাঁদায়?
কি রকম রঙ দিয়ে, কি রকম তূলি নিয়ে,
এ রকম নারী আঁকি' বিষাদে ডুবায়?

৩

দ্বিতীয় আলেখ্যখানি দেখিতে নূতন।—
এখানিতে অন্যতর, সুসজ্জিত কলেবর,
হাসি'ছে হরষে এক রমণী রতন।

আগেকার আলেখ্যেতে, দেখিলাম নয়নেতে,
বিরস-বদন বালা করি'ছে রোদন ;
এখানিতে বিপরীত ; চিত্রকর হ'য়ে প্রীত,
দিয়াছে বদনে এর হাসি সুশোভন।
এঁকেছে যতন ক'রে ; রঙের তূলিকা ধ'রে,
রঙ্গিল করেছে এরে মনের মতন ;
উজ্জ্বল হীরার পারা রজনীর শুক-তারা
দিয়া যেন গঠিয়াছে যুগল নয়ন।
নিটোল কপোল দু'টি, কাশ্মীরী গোলাপ ফুটি'
আছে যেন ভুলাবারে অলিকুল-মন ;
সঙ্কোচিত কেশগুলি মৃদুল মৃদুল দুলি',
কপালে কপোলে খেলে, সোণার বরণ !
ফুলের মুকুট শিরে, কলিগুলি ধীরে ধীরে
টলে যেন ; পাশে অলি করে গুঞ্জরণ ;
করেতে গোলাপ ফুল, কাণে মুকুতার দুল,
গলে গজমতি-হার অমূল্য রতন।
গরবেতে দাঁড়াইয়া, নিজ রূপ নিরখিয়া,
আপনা আপনি যেন সুখে নিমগন !
বিরলে সে চিত্রকর হইয়া যতনপর,
এঁকেছে এ নারী-চিত্র—বিচিত্র—নূতন।

ঐ নারীর চারিপাশে, সাগরে বরফ ভাসে,
যেন রে জলধি হাসে, সুশুভ্র দশন!
চিত্রকর তুলি ধ'রে, এঁকেছে যতন ক'রে
ক্ষুদ্র দ্বীপ; তদুপরে এ নারী-রতন!
"আর আর অলঙ্কার দিয়াছে আলেখ্যকার
এ নারীর কলেবরে; তেমন ভূষণ
খুঁজিলে পৃথিবীময়, কোথাও পা'বার নয়,
এখন সে ভূষা এর শরীরশোভন।
আগের যে নারী ছবি, তা'রি এ ভূষণ সবি,
খুলি' চিত্রকর এরে করেছে অর্পণ!"
এ কথা কে যেন মোরে, অতীব কাতর স্বরে
বলিতেছে কানে কানে; নহে রে স্বপন।
এ নারী দেখিতে বেশ, নূতন ভূষণ বেশ—
নূতন গৌরবমাখা—নূতন যৌবন;
সকলি নূতন পেয়ে, নূতন চাহনি চেয়ে,
নূতন অমৃত-সরে যেন রে মগন!

৪

কিন্তু বড় দুঃখ হয়, প'টো কি রে নিরদয়,
একটি ছবির খুলি' অঙ্গ-আভরণ,

অন্যটিরে সযতনে, বিজনে অনন্যমনে,
নূতন নূতন করি' সাজায় এমন ?
প্রথম আলেখ্যটিরে হেরি' ভাসি অশ্রুনীরে,
চিত্তেরে বিষাদ আসি করে আক্রমণ ;
দ্বিতীয় রমণী মূর্ত্তি হেরি' কিছু হয় স্ফূর্ত্তি,
কিন্তু জ্বরবিকারীর গণ্ডূষ-জীবন!
প্রথম আলেখ্য থেকে, ভাল ভূষা দেখে দেখে,
একে একে চিত্রকর করিয়া মোচন,
যদিও দিয়েছে এরে, তবুও বলিবে কে রে
প্রথম ছবির চেয়ে এ ছবি শোভন ?
রবির কিরণ লয়ে, চন্দ্রমা উজ্জ্বল হ'য়ে,
রবিরে হারা'তে কই, পারে কি কখন্ ?
যে প'টোর এই ছবি, তাঁহারি চন্দ্রমা রবি,
তিনিই জানেন এর নিগূঢ় কারণ।
তাঁহারি সে কর হ'তে ভাসি'ছে কালের স্রোতে
এ দু'খানি চিত্রপট! জানিনু এখন ;—
ভারত প্রথম পটে, ইংলণ্ড দ্বিতীয়ে বটে,
কাঁদে এক, হাসে আর, প'টোর ঘটন।
আর' কি হইবে পরে, কে জানে কারণ ?

বৃটিশ কীর্ত্তি।

১

বৃটন! তোমার মনের বাসনা
ক্রমে পূরাই'ছ, বাকি কি বল না?
ভারতজননী স্বাধীনা ললনা!
তোমার শাসনে শাসিত ক্রমে।
ফিকিরে চতুর তোমার মতন
কে আছে জগতে? দেখি না তেমন;
ফাঁকি দিয়ে সুধু স্বকীয় শাসন
স্থাপিত করিলে ভারত-ভূমে!

২

পলাশীর কথা সকলেরি মনে
আঁকা আছে, নাহি যা'বে কোনক্রমে,
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে,
পলাশীর কথা জাগিয়া র'বে!
অযোধ্যাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
পঞ্জাবাভিনয় কেহ ভুলিবে না—
আর' কত কথা—কেহ ভুলিবে না,
চিরকাল মনে জাগিয়া র'বে!

৩

এবার আবার বরদাভিনয়
জগতবাসীর নয়নে উদয়,
ইংরাজের ইহা কীর্ত্তি সুনিশ্চয়,
যশের পতাকা উড়িল পুন!
জয় জয় জয়, বৃটনের জয়,
ন্যায়পরতার সূক্ষ্ম পরিচয়,
বিচিত্র বিচার, খ্যাতি দেশময়,
গাও সবে শ্বেতজাতির গুণ।

৪

মলহর রাও বরদা-ভূপাল,
এত দিনে তাঁ'র পুড়িল কপাল,
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে দেখি'ছে পাতাল,
চৌদিক ভীষণ আঁধারময়!
ইংরাজজাতির এ' এক সততা!
ভারতের প্রতি সরল মমতা!
এরি নাম বুঝি রাজার ক্ষমতা?
এরেই বুঝি রে মহত্ত্ব কয়?

৫

কোথা' সিংহাসন। কোথা' রাজ্যসুখ।
কোথা' প্রিয়জন পরিজন মুখ।

বিষাদিত মন, বিষম অসুখ
ঘেরিয়াছে এবে বরদানাথে!
ভাঙ্গিয়াছে চির সুখের স্বপন,
অস্তমিত রাজ-গৌরব-তপন,
সমুদিত শোক-জলদ ভীষণ,
অপমান-বাজ পড়েছে মাথে!

৬

বরদাপতির এ দশা নেহারি',
কোন্ ভারতীয় নয়নের বারি
নাহি ফেলে? হায়, হৃদয় বিদারি',
এ বিপদ-শেল বাজে না কা'য়?
ভারত-শোণিত যা'দের শরীরে
এখন' বহি'ছে অতি ধীরে ধীরে,
ওই দেখ, তা'রা নয়নের নীরে
ভাসিয়া ভাসিয়া কাঁদিয়া যায়!

৭

ভারত-কুমার বরদা-ভূপতি
বিদ্রোহী কভু কি শ্বেতাঙ্গের প্রতি?
তবে কেন তাঁ'র এ দুখ, দুর্গতি,
এত অপমান কিসের তরে?

অপরাধী রাও বিষদান-দোষে,
ধার্ম্মিক ফেয়ার এ কথা নির্ঘোষে।
তা'ই মলহর বৃটনের রোষে
পড়েছে, এ কথা সকল ঘরে।

৮

বিশ্বাস না হয় এ কথা শুনিলে,
কেন দিবে বিষ পানীয় সলিলে ?
নিদয় বিধাতা বিমুখ হইলে,
অপরাধী হয় নিরপরাধী।
তা' না হ'লে ক্রুশে যীশুর জীবন
বিনা দোষে কভু হ'ত কি নিধন ?
রাঘবের শরে বালীর পতন
বিনা দোষে ! পোড়া বিধির বিধি !

৯

বিনা দোষে নলে কলি দুরাচার
পাঠাইল বনে করি' কুবিচার,
দিল কত দুখ পিশাচ চামার !
এ ভারতী আছে ভারতে লেখা ;
ফেরেবী ফেয়ার (হেন বোধ হয়)
বিনা দোষে হ'য়ে নিদয়-হৃদয়,

একেবারে ভুলি' ধরমের ভয়,
  রসনারে করি' কলঙ্কমাখা,

১০

তেমতি নির্দ্দোষ বরদাপতিরে
ফেলিল অচিরে শোক-সিন্ধু-নীরে,
গেল সিংহাসন! গেল কীরিট রে!
  মহারাজ নাম গেল রে মুছে!
রাজত্ব বিশাল, সোণার সংসার,
সেনা অগণন, তুরঙ্গ-সোয়ার,
কমলা-নিবাস ধনের আগার,
  বরদা-রাজের গেল রে ঘুচে!

১১

সামান্য কয়েদী ভূপাল এখন,
এ হ'তে বিপদ কি আছে এমন?
রাখিত হৃদয়ে যাঁ'রে সিংহাসন,
  কারাবাসে বাস এখন তাঁ'র!
শত শত দেশ হুকুমে যাঁহার
নোঙাইত শির, করে তলবার,
তোপের আওয়াজ হ'ত বারংবার,
  হায় রে, সে সব নাহিক আর!

১২
যে জাতির করে স্কচ-কুল-রাণী
সুকুমারী মেরী, নিরপরাধিনী,
হইল নিহত।—দুখের কাহিনী!
শোকে অশ্রুধারা ঝরে না কা'র?
সে জাতির করে, বিচিত্র কি তা'য়,
বিনা দোষে, আহা, মলহর রায়,
এ হেন বিষম ভীষণ দশায়
হ'বেন পতিত, বাকী কি তা'র?
১৩
চিরপরাধীনি ভারত জননি,
পোহা'ল না তব দুখের রজনী!
আশা ছিল পুন সুখ-দিনমণি
উদয় হইবে উজল করে;
ছিল বড় সাধ,—ইংরাজের গুণে
উঠি' তুমি নব উন্নতি-সোপানে,
গণনীয়া হ'বে ধরা-নিকেতনে,
ভাসিয়া বেড়া'বে সুখের সরে।
১৪
সে আশা বিফল, কুফল ফলিল;
শ্বেতাঙ্গ জাতিরা * * * ,

* * * * *

* * * কলঙ্ক মাখা;
শতাধিক বর্ষ হ’য়ে গেল পার,
বাকী কি এখনো নিদর্শন তা’র?
হ’য়ে গেছে কত ভীষণ ব্যাপার,
ভারত-ললাটে আছে তা’ লেখা।

১৫

বরদার দশা সে লেখার গায়
লিখিত হইল গরল-লেখায়;
ইংরাজ জাতির সুবিচার তা’য়
প্রমাণ দিতেছে, বিশেষরূপে!
হা বরদা! তব অদোষ কপালে,
কে জানে এ দশা ঘটিবে অকালে!
কেই বা জানে গো তোমার ভূপালে
ডুবিতে হইবে দুখের কূপে!

১৬

মিত্ররাজ্যপতি মিত্ররাজ-প্রতি,
ইংরাজের কি এ মিত্রতার রীতি?
এ মিত্রতা কভু নিখিল জগতী
ক্ষণকাল তরে ভুলিবে নাই।

পাষাণ-অঙ্কিত দাগের মতন,
এ মিত্রতা আঁকা র'বে চিরন্তন,
যত দিন র'বে চন্দ্রমা তপন,
এ মিত্রতা কেহ ভুলিবে নাই।

১৭

ইংরাজ জাতিরে বরদা-রাজন,
সরল হৃদয়ে ভাবিত আপন ;
তাহারি উপরে এই আচরণ ?
বৃটিশ মহত্ত্ব এরেই বলে ?
অধীন ব'লে কি ভারতবাসিরা,
যা' খুসী তা' করে শ্বেতাঙ্গ জাতিরা ?
অনুগত জনে নিপীড়ন করা
মহিমা গরিমা ধরণীতলে ?

১৮

ইংলণ্ডেশ্বরি ! দূরে আছ তুমি,
তোমার অধীনী এ ভারতভূমি
কতই কাতর দিবস যামিনী,
তুমি ত, জননি, দেখ না চেয়ে।
* * * ইংরাজ নিকরে
পাঠাও, জননি, ভারত ভিতরে,

তা’দের পীড়নে কাঁদে উচ্চ স্বরে
ভারতবাসিরা ব্যাকুল হ’য়ে !

১৯

তোমা হেন রাণী থাকিতে, জননি,
ভারতের দুখ র’বে কি এমনি ?
আকাশ ভেদিয়া রোদনের ধ্বনি
ভারতবাসির আজ’ উঠিবে ?
* * * মত এক এক জন
এখন’ এসে কি করিবে পীড়ন ?
তোমার শাসিত ভারত-জীবন,
তবু দুখ তা’র নাহি ঘুচিবে ?

২০

এখন’ যদি না কৃপা-দৃষ্টে চাও,
এখন’ যদি মা * * * পাঠাও,
তা’ হ’লে বিদায় এখনি মা দাও
কাতর ভারতবাসী নিচয়ে !
তব রাজ্য ছাড়ি’ চ’লে যা’ক্ বনে,
পূর্ব্বসুখ স্মরি’ ভাসুক রোদনে,
এ হ’তে তা’ ভাল, কি ফল জীবনে ?
কি ফল নিয়ত পীড়ন স’য়ে ?

বিদায়।

১

সখা ব'লে মনে রে'খ, সখা হে আমায়।
তোমারি অধীন আমি, জানেন অন্তরযামী,
অধীনে ভুল না, ভাই, জানাই তোমায়!
দু'জনে শৈশব বেলা, মিলিয়ে ক'রেছি খেলা,
খে'য়েছি, শু'য়েছি দোঁহে আমোদে মাতিয়া,
কতই নেচেছি বিধু আকাশে দেখিয়া।

২

উপবনে দুই জনে করেছি ভ্রমণ।
বিবিধ কুসুম তুলি' করিয়াছি ফেলাফেলি,
গাঁথিয়া ললিত হার পরেছি দু'জন।
কত কথা ক'য়ে ক'য়ে, ভ্রমণে ক্লেশিত হ'য়ে,
অসুখনিবারী সেই অশোক-তলায়
বসিতাম, মনে আছে, ধরিয়া গলায়?

৩

প্রদোষে প্রকৃতি-শোভা হেরিবার তরে,
যেতাম তটিনী-তীরে, সহরসে ধীরে ধীরে,
দেখিতাম কত কি-যে দু'নয়ন ভ'রে।

কৌতুকে কখন’ মেতে, দু’জনে নিদাঘ-রেতে
ভ্রমিতাম, হেরিতাম স্থির চারিধার ;
কি-যে-সুখ হ’ত, মনে আছে কি তোমার?

৪

ক্ষীর নীর এক সাথে করি’ দরশন
ভাবিতাম মনে মনে,—চিরকাল দুই জনে
এইরূপে এক সাথে করিব যাপন।
কিন্তু ভাগ্যদোষে, হায়, এবে তা’ স্বপনপ্রায়,
বান্ধব-বিরহ এবে বিধির লিখন,
কে জানে এ অভাগার ঘটিবে এমন !

৫

আগের সে কথাগুলি মানসে আমার
জাগিতেছে একে একে, জ্বলিতেছে থেকে থেকে
ভাবি-বিরহের শিখা হৃদয় মাঝার !
ভ্রমে যা’ ভাবিনে, ভাই ঘটিল কপালে তা’ই,
আমারে ছাড়িয়া যা’বে জলধির পার ;
তুমি কোথা—আমি কোথা রহিব এবার।

৬

জীবনের প্রিয়সখা। আজ এই শেষ দেখা,
বেঁচে যদি থাকি, তবে দেখা পা’ব ফের ;

নতুবা জনমশোধ, হেন মনে হয় বোধ,—
এই দেখা—শেষ দেখা মম জনমের !
বিধি যদি করে’ পুন দয়া বরিষণ,
তব সনে হ’বে তবে আবার মিলন।

৭

কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয়,
কি ঘটিবে পরক্ষণে, কে পারে জানিতে মনে ?
কে জানে এমন হ’ব আমরা উভয় ?
কালের বিচিত্র গতি কখন্ কি হয় ;
বিশেষ প্রমাণ আজ পেলাম নিশ্চয় !

৮

যেমতি কুসুম দু’টি স্রোতে ভাসি’ যায়,
গায়ে গায়ে ঠেকাঠেকি, পুন পুন দেখাদেখি,
লহরী-লীলায় লীলা করে দু’জনায়।
মনে ভাবে,—দুই জনে, র’বে সদা একসনে,
কিন্তু তা’ বিফল, যবে রোষে প্রভঞ্জন,
বিষম বিরহ—ভাঙ্গে সুখের মিলন।

৯

তোমায় আমায়, সখা, তেমতি দু’জন
এতকাল একসাথে, ছিনু সুখে দিনে রাতে,
ভাবিতাম চির দিন রহিব এমন।

হায়, তা' হইল কই? সময়-সমীর ওই
অদৃশ্যে লহরী তুলি' দূরে ভাসাইল;
আশৈশব প্রণয়ের বিরহ ঘটিল।

১০

বিলাতে যাইবে তুমি বিদ্যার কারণ,
জনম-ভূমিরে ছাড়ি', প্রিয় পরিজন, বাড়ী,
সরল প্রণয়াধীন সখা যত জন।
কিছু তা'য় নাই ক্ষতি, বরঞ্চ আহ্লাদ অতি,
ঈশ্বর করুন, তুমি নিরাপদে যাও;
বিদ্বান্ হইয়া সুখে জীবন কাটাও।

১১

কিন্তু গোটাকত কথা কহিব তোমায়,
বান্ধবের কথা ব'লে, রেখো তা' মনের কোলে,
তুমি না হইলে, তাহা কহিব কাহায়?
সাগরেরে পরিহরি', পোত হ'তে অবতরি',
জনম-ভূমিরে যেন ভুলিও না, ভাই!
ভারতের দুঃখ মনে ভাবিও সদাই।

১২

অবিরত কয় দিন জাহাজ ভিতরে
অবিচ্ছেদে যা'বে তুমি, না পা'বে দেখিতে ভূমি,
দেখিবে কেবল সুধু অনন্ত সাগরে।

কিবা দিবা, কিবা নিশি, দেখিবে নীলাম্বুরাশি,
সে নীলাম্বু ভাবিও না সাধারণ জল,
ভারতের অশ্রু ব'লে ভে'ব অবিরল।

১৩

তা' হ'লে কতক তুমি বুঝিবে তখন,—
ভারতের দুঃখ কত, কত শোকে অশ্রু অত
গভীর সাগর-গর্ভ করেছে পূরণ।
বুঝিবে তখন তুমি,—অধীনী ভারতভূমি
কোমল হৃদয়ে, হায়, কত জ্বালা সয়!
দিবা রাতি হীনভাতি, ক্ষীণা অতিশয়!

১৪

বিলাতে যেতেছ তুমি, ভারত-তনয়,
দেখিও, ভুল না যেন, স্বচক্ষে দেখি'ছ হেন
জননীর মনোদুখ—মনে যেন রয়।
পুত্রের উচিত যাহা, অবশ্য করিও তাহা;
প্রাণ মন পণ করি' করিও পালন
পুত্রের উচিত কাজ, ক'র না হেলন।

১৫

মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরী,
অধুনা ভারত যাঁ'র সহি'ছে শাসন-ভার,
ভারতের দুঃখ তাঁ'রে কহিও বিবরি'।

অসংখ্য ভারতবাসী ফেলিতেছে অশ্রুরাশি,
পীড়নে পীড়িত হ'য়ে দিবস শর্ব্বরী।
কহিও তা'দেরো দুঃখ রাণীরে বিবরি'।

১৬

ভারতের প্রিয় বন্ধু ফসেট্ সুজন,
যিনি ভারতের তরে, প্রাণ মন পণ ক'রে,
করি'ছেন পরিশ্রম ; কে আছে তেমন ?
আমাদের দুঃখগুলি, ক'ও তাঁ'রে খোলাখুলি,
ভারত-মাএর এই যাতনা ভীষণ
ব'ল তাঁ'রে, প্রিয় সখা, ভুল না যেমন !

১৭

কেন এত বলিলাম ?—আছে হে কারণ ;
বন্ধু ব'লে এত কথা, নতুবা কি মাথাব্যথা ?
কেন বা বলিব এত ? কিবা প্রয়োজন ?
বন্ধু-অনুরোধ রে'খ, দে'খ, ভাই, দে'থ দে'খ,
ভুল না এ ক'টি কথা—ভুল না কখন ;
ভারত-দুর্দ্দশা যেন থাকে হে স্মরণ !

১৮

এদেশীয় যত জন বিলাতে গিয়াছে ;
যাইয়া আবার যা'রা ফিরি' আসিয়াছে ;

তা'দের হইতে, ভাই, কিছু লাভ হয় নাই,
যেমন ভারত, হায়, তা'ই রহিয়াছে!
কোথা তা'রা ফিরি' আসি' ভারতের দুঃখরাশি
নাশিতে করিবে ব্রত যতন সহিত;
তা' না হ'য়ে, এ কি হায়, দেখি বিপরীত!

১৯

বিলাতে যা'বার কালে করে তা'রা পণ,
নাশিবে দেশের দুখ, উজ্জ্বল করিবে মুখ
স্বজাতির, কভু তা'র হ'বে না লঙ্ঘন,
"শরীরপতন কিংবা প্রতিজ্ঞাপূরণ।"
কিন্তু দেশে ফিরে এসে, দেখা দেয় অন্য বেশে,
সে যেন সে নহে—নহে ভারত-কুমার!
বিলাতের হাওয়া লেগে বিলাতী ব্যভার।

২০

বিলাতের মাটী বুঝি ইন্দ্রজালময়!
এদেশীরা তথা গিয়ে, বিলাতী মৃত্তিকা ছুঁ'য়ে,
স্বজাতীর স্নেহ মায়া তা'ই ভুলে রয়!
দেখিয়া দেশের দুখ, তা'দের পাষাণ বুক
ক্ষণেকের তরে, হায়, নরম না হয়!
'বিলাতে শিক্ষার ফল' এরেই কি কয়?

২১

তা'ই বলি, দে'খ ভাই, তা'দের মতন,
যেন হে তোমারো মন, নাহি হয় কদাচন,
তা'র চেয়ে দেশে থাক দেশের রতন।
যাইয়া সাগর-পার, ভারতের দুঃখভার
কণামাত্র যদিও হে না কর মোচন,
তা' হ'লে কি লাভ করি' বিলাতগমন?
যদি বল, নিজে তুমি বিদ্বান্ হইবে;
তা'র চেয়ে মূর্খ ভাল, কেই না কহিবে?

স্মৃতি।

১

স্মৃতি গো, যখন আমি সংসার-ভাবনা
পরিহরি' নিরজনে নিবসি নিশ্চিন্ত মনে
করিতে তোমার, দেবি, মানসে অর্চ্চনা;
জাগাও তখন তুমি বিগত ঘটনা।
মনের নয়ন খুলি', দেখাও ঘটনাগুলি,
একে একে করি' যবে অঙ্গুলি-চালনা;
তখন আমার চিত কভু প্রীত, কভু ভীত,
কখন্' দুখিত, ভাবি' সে সব ঘটনা।

২

পিতৃমাতৃহীন আমি বিধিবিড়ম্বনে !
শৈশবে ছাড়িয়ে তাঁ'রা হ'ন মম আঁখিহারা ;
আকুল জীবন এবে শোকের জীবনে !
কি সুখ আমার, স্মৃতি এ ভব-ভবনে ?
বহুদিন গেল চ'লে, ভাসি' আমি নেত্রজলে,
তুমি পুন তাঁহাদিগে আনি' দরশনে,
কাঁদাও অধিকতর, হৃদয় ব্যাকুল কর,
উথলে শোকের সিন্ধু নিশ্বাস-গর্জ্জনে !

৩

স্নেহের মূরতি মোর জনক জননী,
তোমার মায়াতে, স্মৃতি, দেখা দেন নিতি নিতি,
প্রীতি-সহ শোক আসি' আবরে অমনি !
সে ভাব লিখিতে কভু পারে কি লেখনী ?
যতক্ষণ তুমি থাক, তাঁ'দিগেও কাছে রাখ,
কিন্তু হায়, মায়াবিনি, পালাও যেমনি,
তাঁ'রাও তোমার সনে, কি জানি,কি ভাবি' মনে,
চলি' যান ; কাঁদি একা—লুটাই ধরণী !

৪

আবার কখন' তুমি দেখাও আমায়,
'শৈশব জীবন মম, রবিতলে অনুপম,

কিছু নাই',—সত্য কথা, সন্দেহ কি তা'য় ?
পাইলে শৈশবে, বল, অমরা কে চায় ?
শৈশবে যে কত সুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
সে সুখ বর্ণনা তবু কভু করা যায় ?
মানব-জীবনে যদি সুখ লিখে থাকে বিধি,
তবে সেই সুখ সুধু শৈশর দশায়।

৫

সংসারের বিষময় ভাবি-চিন্তানল
জ্বলে না তখন হৃদে, সদাই আনন্দ-হ্রদে
সন্তরি, আনন্দময় নিখিল ভূতল।
সফল নয়নে হেরি সকলি সফল।
পিতা মাতা সে সময়ে, স্নেহভরে কোলে ল'য়ে,
মমতা করিয়ে মুখ চুম্বে' অবিরল।
বালবন্ধুগণ-সহ ধূলি খেলি' অহরহ,
ফোটে রে মানস-সরে আনন্দ-কমল !

৬

শৈশবে যে সুখ, আহা, সে সুখ সমান
কি সুখ জগতে আর ? রাজার রাজত্ব ছার,
কিবা সুখ লভে, ছাই বীরের পরাণ ?
শৈশবেই করে বিধি মহামণি দান।

শৈশবে যে সুখ আছে, সামান্য তাহার কাছে
যৌবনের সুখ—সে যে কলঙ্ক-নিশান!
সোণা-সহ পিতলের প্রভেদ যেমতি ঢের,
শৈশব-যৌবন-সুখে তথা ব্যবধান।

৭

স্মৃতি গো, এখন্ মোর এসেছে যৌবন।
বিচিত্র কালের খেলা, হারা'য়েছি ছেলেবেলা,
এ জনমে—জন্মশোধ—পা'ব না কখন!
পিতল সম্বল এবে হারা'য়ে কাঞ্চন!
জানিতাম যদি আগে, যৌবনে জীবনে লাগে
সংসারের বিষ-বাণ, তা' হ'লে তখন,
ছাড়'-ছাড়'-শৈশবেতে যত্ন করিতাম যেতে
অদৃশ্যে শৈশব যথা করে পলায়ন।

৮

এখন সে আশা করা নিশার স্বপন!
ছুটিলে ধনুর তীর, ফেরে কি ফিরা'য়ে শির?
ভাঁটার প্রবাহ করে উজানে গমন?
কালের সাগর-গর্ভে ডু'বেছে রতন!
কিন্তু, মায়াবিনি স্মৃতি, কেন তুমি নিতি নিতি,
হারান সে ধনে এবে কর প্রদর্শন?

শৈশব এখন, হায়, মরু-মরীচিকা প্রায়,
কেন দেখাইয়া কর অন্তর পীড়ন ?

৯

যা’ই হোক্, এক দিকে যেমন কাঁদাও,
তেমনি গো পক্ষান্তরে ভাসাও সুখের সরে,
হাসাও বিষণ্ণ মুখ, হৃদয় নাচাও,
ভবিষ্য-মুকুর যবে সম্মুখে দেখাও।
আশা রে লইয়ে সাথে, কত কি যে দেখি তা’তে,
তুমি পুন মাঝে মাঝে কটাক্ষেতে চাও।
রঙ্গ আরো বাড়ি’ উঠে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
হোক্ বা না হোক্, কিন্তু দেখা’য়ে ভুলাও।

১০

স্মৃতি গো, আবার বলি, যদিও আমায়
ভাবি-সুখ জলধিতে পার তুমি ভাসাইতে,
তবুও তাহাতে পুন দুখ দেখা যায়!
সুখ দুঃখ দুই জনে দোঁহার সহায়।
ভাবি অন্ধকারময়, সুখ দুঃখ দুই রয়,
প্রকৃতির বিধি ইহা, অন্যথা কোথায় ?
একই জলধি-জল সুধা আর হলাহল
ধ’রেছিল ; শশী অই কলঙ্ক সুধায় !

১১
চমকে হৃদয়, স্মৃতি, আবার যখন,
দেখাও আমায় তুমি ভীষণ-নরক-ভূমি—
অনন্ত শোণিত-সিন্ধু করি'ছে গর্জ্জন;
তদুপরি দীপ্তশিখ ক্ষিপ্ত হুতাশন।
শাণিত প্রখর ধার অস্ত্ররাশি সারে সার
ঝকি'ছে অনলে, রক্তে লোহিত বরণ!
রক্তে ডুবি' পাপী যত, অস্ত্রেতে হ'য়ে আহত,
পুড়িয়া হুতাশে করে হতাশে রোদন!—
১২
'পরিত্রাহি পরিত্রাহি!' শব্দ শোনা যায়,
কিন্তু কে করিবে ত্রাণ, পাতকীরে দয়া দান,
যমের নিয়মে হেন বিধান কোথায়?
অনন্ত জীবনে শাজা অনন্ত তথায়।
ব্রহ্মাণ্ড হইবে ধ্বংস, মরিবে জান্তব বংশ
কোটি কোটি কোটি বার অসংখ্য সংখ্যায়;
পুন কোটি কোটি বার, সৃষ্টি হ'বে সবাকার;
কিন্তু রে পাপীর শাস্তি অনন্ত অক্ষয়।
১৩
পাপী দণ্ডিবার সেই নরক ভীষণ
দেখাও আমারে যবে, অতীব কাতর রবে

কেঁদে উঠি—আশঙ্কায় শশঙ্কিত মন!
পাপভক্ত, স্মৃতি, আমি—কে আছে তেমন?
যা' হৌক্, যদিও তুমি দেখা'য়ে নিরয়-ভূমি,
আমারে আকুল কর; তা' হ'তে ভীষণ
অধীনতা-যন্ত্রণায় যেরূপ জ্বলি'ছি, হায়,
তা' সহ নরক-জ্বালা হয় কি তুলন?

১৪

অর্ব্বুদ নরক-ক্লেশ যদি এক হয়,
কিন্তু পর-অধীনতা যেরূপ ধরে ক্ষমতা,
অর্ব্বুদ নরক জ্বালা কোথা পাড়' রয়!
শূল সহ ক্ষুদ্র কাঁটা তুলিত কি হয়?
অয়ি স্মৃতি, দেখ ভেবে, ভারতবাসিরা এবে
পরাধীন হ'য়ে, হায়, কত জ্বালা সয়।
অসংখ্য নরক-ভূমি হ'য়েছে ভারতভূমি,
শমন-নিরয় ভাল এ হ'তে নিশ্চয়!

১৫

কি লাভ ধরিয়া তবে অধীন জীবন?
খেতে শু'তে,দিনে রেতে আশা কা'র দুখ পেতে,
পরের পাদুকা শিরে করিয়া বহন?
এ হ'তে নরক, স্মৃতি, সুখের ভবন।

যাহারা পাতকী হয়, তা’রাই নরকে রয়,
প্রতি পলে সয় বটে অসহ্য পীড়ন ;
তা’ হ’তে পাতকী যা’রা, এ ভারতে এবে ত’’রা
পরাধীন হ’তে করে জনম গ্রহণ !

১৬

তবে আর কিবা সুখ থাকিয়া হেথায় ?
বরঞ্চ নরকে র’ব, শমন-পীড়ন স’ব,
ডুবিব শোণিতে, দগ্ধি’ অনল-শিখায় ;
সেও ভাল, এ যাতনা সহা নাহি যায় !
তুমিও তা’ হ’লে, স্মৃতি, পরাধীনতার ভীতি
দেখা’য়ে কি পারিবে গো, কাঁদা’তে আমায় ?
ভুলিব তোমায় আমি, ভুলিব ভারতভূমি,
অধীনতা-নিষ্পীড়ন ভুলিব তথায়।

নলিনী।

১

নবীন প্রভাত ; বিমল গগন ;
বিমল শীতল সরসী-জল ;
কুসুম-সুরভি-পূরিত পবন ;
শিশির-রসিত কুসুমদল।

২

তরুণ অরুণ অরুণ কিরণে
পূরব আকাশে বিকাশে ধীরে ;
অমনি সরসী উজল বরণে
হাসিয়া উঠি'ছে লহরী-শিরে।

৩

প্রভাত নেহারি' প্রভাতী গায়িল
আঁখি উনমীলি' বিহগচয় ;
সে স্বরলহরী সমীর বহিল ;
'উঠ,—জাগ' রব ভুবনময়।

৪

মিলিনু নয়ন ; তবু ঘুম-ঘোরে
আবার শুইতে বাসনা হয় ;
কিন্তু ধনী নই, কাজে কাজে মোরে
উঠিতে হইল ;—না হ'লে নয়।

৫

ত্যজিয়া শয়ন, চলিনু বাহিরে,
মুছিতে মুছিতে নয়ন দু'টি।
দেখিনু খিড়কি-সরোবর-নীরে
র'য়েছে একটি নলিনী ফুটি'।

৬

এক দিন' আমি এ সরসী-জলে
  দেখিনি ফুটিতে কমল ফুল ;
বিধাতার গুণে, সুভাগ্যের বলে
  আজি হেরিলাম ;—শোভার মূল !

৭

পূর্ণিমার চাঁদে পাইলে যেমন
  সুনীল গগন মধুর হয় ;
নবীন নলিনী পাইয়া তেমন
  সরসী-সলিল মাধুরীময় !

৮

বাড়িল আমোদ—সরসী-নিকটে
  সবেগে চলিনু—বাসনা মনে—
তুলিয়া নলিনী হৃদয়ের পটে
  রাখিব সাদরে যতন-সনে।

৯

কাছে গিয়া দেখি, সাধের আমার
  স্থলকমলিনী ফুটেছে জলে ;
(আকণ্ঠ-সলিলে বদন-বাহার।)
  ভ্রমে ভ্রমরেরা ভ্রমে স্বদলে।

১০

হাসিয়া প্রিয়ারে কহিনু তখন ;
"সাবাস্, অয়ি লো নলিনি প্রিয়ে।"
প্রেয়সী আমারো হাসিল তখন,
ঝরিল অমৃত অধর দিয়ে !

অভাগার বিধাতা।

১

রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে ;
সে কালে সকল লোকে পুলকিত হয় রে !
ফিরাই যে দিকে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে থাকি,
দেখিয়া সবারে, আহা, সদা সুখময় রে ?
রজনী প্রভাতে যবে তপন উদয় রে।
কেন তা'রা মোর মত, হয় নাই ভাগ্যহত,
কেন তা'রা দিবানিশি এত সুখে রয় রে ?
তা'দের বিধাতা যে রে নিরদয় নয় রে !

২

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে !
লোহায় শিলায় গড়া তাঁহার হৃদয় রে !

আমার বিধাতা যিনি, আমারে বিমুখ তিনি,
ভুলেও আমার প্রতি হ'ন না সদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে !
বিশাল জগতিতলে, সুখ যে কাহারে বলে,
জানিতে নারিনু আজ', বড় খেদ হয় রে,
চিরকাল দুখানলে এ পরাণ দয় রে !

৩

যা' কিছু কোমল হেরি এ ভুবনময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে !
ললিত কুসুমদল, বিমল তরল জল,
জগত-ললাম নারী কোমলতাময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে !
চাঁদের কিরণ-সুধা, প্রেমিজন-প্রেম-ক্ষুধা,
সুরবি-বিহগ-বুলি চিরমধুময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে।

৪

সাধুর সরল চিত করুণা-নিলয় রে ;
শিশুর মধুর মুখে হাসি মধুময় রে ;
স্নেহ প্রেম দয়া মায়া, গুণবতী সতী জায়া,
অঋণী নিরোগকায়া মানব নিচয় রে, !
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!

কুসুমে সুতার মধু, সরল প্রণয়ী বঁধু,
সঙ্গীত-লহরী, মরি, চিরসুধাময় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!

৫

সরসী-লহরী-করে মৃণাল-বলয় রে,
সরসী-ললাটে ফোঁটা ফোটা কুবলয় রে;
হরিণীর বাঁকা আঁখি, লতিকাজড়িত শাখী,
জলহীন মরুভূমে পূর্ণজলাশয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!
প্রভাতে নিশির শেষে, শিশির-মুকুতা বেশে
সাজিয়া কুসুমকুল দিশি উজলয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে!

৬

তা' ছাড়া যা' কিছু আর' ভাল বোধ হয় রে,
আমার বিধাতা তা'র রচয়িতা নয় রে।
কি তবে, বিধাতা মম—নিদারুণ নিরমম—
করেছে সৃজন, বল, এ জগতময় রে?
কি ক'ব সে কথা, হায়, দুখে বুক দয় রে!
যা' কিছু হেরিলে পরে, অথবা শুনিলে পরে,
হৃদয় দুখিত সদা—ভয়ের উদয় রে!
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে!

৭

প্রচণ্ড অনল, বজ্র ভীষণতাময় রে ;
মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে ;
ভানূদয়ে কুহেলিকা, মরুভূমে মরীচিকা,
জলপোতে অবস্থানে ঝটিকা উদয় রে !
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে !
কঠিন পাষাণময় উন্নত ভূধরচয়,
শোণিত-লোলুপ যত শ্বাপদ নিচয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে !

৮

লোভ হিংসা দ্বেষ রোষ নিষ্ঠুর-হৃদয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে !
প্রাণনাশী হলাহল, সাগরের লোণা জল,
খল নর, খল সর্প কালকূটময় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে !
চিন্তা জ্বরা শোক রোগ, দরিদ্রতা দুঃখভোগ,
জীবনসংহারকারী মৃত্যু দুর্জয় রে,
তা'রি রচয়িতা মোর বিধাতা নিদয় রে।

৯

সাধে কি এ কথা বলি ? না বলিলে নয় রে ?
আমায় বিধির বড় কঠিন হৃদয় রে !

তা' নহিলে মোরে কেন সৃজন করিয়া হেন,
কেন মোরে আজীবন দুখানলে দয় রে।
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
শৈশবে অনাথ হ'য়ে, দারিদ্র্যের বশে র'য়ে,
কি-যে দশা আজ' মোর। হেন কার' নয় রে!
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!

১০

একটি দিনের' তরে এ পোড়া হৃদয় রে,
জানিতে নারিল, হায়, সুখ কা'রে কয় রে!
দারুণ রোগের জ্বালা দিবানিশি ঝালাপালা
করিতেছে মোরে, এতে সুখ কভু হয় রে?
আমার সুখেতে মোর বিধি সুখী নয় রে!
উদর-অন্নের তরে, প্রাণ যে কেমন করে,
কোন' দিন অর্দ্ধাশন, কভু তা'ও নয় রে!
ভিক্ষা করি আশা, কিন্তু সরমের ভয় রে!

১১

আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!
নিমিষের' তরে, হায়, হয় না সদয় রে!
পূরাণ মলিন বাস, ছিন্ন তা'র চারি পাশ,
কি করি' পরিয়া লজ্জা ঢাকিবারে হয় রে,
আমার বিধাতা মোরে বড়ই নিদয় রে!

দয়ালু যা'দের বিধি, সে বিধির ভাল বিধি,
তাঁহার সৃজিত যা'রা, সদা সুখে রয় রে,
আমার বিধির বিধি ঠিক বিপর্য্যয় রে।

১২

কাঁদা'তে কেবল মোরে—হেন বোধ হয় রে—
জ্বালাইতে রোগে শোকে দুখে এ হৃদয় রে,
আমার বিধাতা মোরে, অভাগা দরিদ্র ক'রে,
সৃজিল, সুধু তা' নয়,—পুন নিরাশ্রয় রে!
সাধে বলি বিধি মোর বড়ই নিদয় রে?
আমার যে কত দুখ, পাই যদি কোটি মুখ,
পাই যদি কোটি যুগ—গণনা-সময় রে,
নির্ণয় তথাপি এর হ'বে না নিশ্চয় রে!

১৩

কার' কার' মতে বিশ্ব সুখের আলয় রে,
সুখী যা'রা, এই কথা তাহারাই কয় রে।
আমার তা' বলা মিছে, বিধি মোর আগে পিছে
জ্বালিয়াছে দুঃখানল, নিভিবার নয় রে।
কাজে কাজে মোর মতে—বিশ্ব দুখময় রে!
তবে এ বিশাল ভবে, বাঁচিয়া কি লাভ হ'বে?
কি লাভ যন্ত্রণা স'য়ে? মৃত্যু যদি হয় রে,
তা' হ'লে এখনি বাঁচি—জুড়ায় হৃদয় রে!

১৪

মোর যদি মৃত্যু হয়, হ'বে সুখোদয় রে,
জীবিত-যন্ত্রণা-জ্বালা হইবে বিলয় রে ;
তা' হ'লে বিধির মোর র'বে না দুখের ওর,
তা'ই বুঝি অভাগার মৃত্যুও না হয় রে !
সাধে কি বলি রে মোর বিধাতা নিদয় রে ?
রোগের দারুণ ক্লেশ, দারিদ্র্যের একশেষ,
নয়নের জলে সদা ভাসি'ছে হৃদয় রে,
অভাগা আমার মত আর কেউ নয় রে !

১৫

ধরিলে কুসুমে কীট সুষমা কি রয় রে ?
রোগে দুখে সেই মত আমার হৃদয় রে !
কমলা আবার, হায়, আমারে না ফিরে চায়,
নাহিক রক্ষক কেউ, নাহিক আশ্রয় রে,
আমার বিধির গুণে শমন' নিদয় রে !
হায়, আর কত কাল, সহিব এ দুখজাল,
হ'বে না কি অভাগার সুখের উদয় রে ?
কেমনে হইবে ?—মোর বিধি যে নিদয় রে।
সাবাস্ বিধাতা, তোর কঠিন হৃদয় রে।

শূন্যকৌটা।

১

একদা বিরক্ত হ'য়ে জন-কোলাহলে
চলিলাম শান্তি লাভে বিজন কাননে ;
নিবিড় পাদপশ্রেণী, দৃষ্টি নাহি চলে ;
বসিলাম স্থির হ'য়ে হরষিত মনে।
ব'সে আছি ; অকস্মাৎ করিলাম দৃষ্টিপাত
পিছনে—অনতিদূরে পড়িল নয়নে
একটি সুচারু কৌটা বিজন কাননে।

২

নিরজন বনে কৌটা! বিচিত্র ব্যাপার!
কুতূহলী হ'য়ে সে'টি কুড়া'য়ে নিলাম।
খুলিলাম তাড়াতাড়ি ভিতরে তাহার
কি আছে, দেখিতে আশা, শেষে দেখিলাম
কিছু নাই—শূন্যময় ; কিন্তু হেন বোধ হয়,
আছিল রতন তা'য়, দেখি জানিলাম,
যেহেতু রতন-চিহ্ন লক্ষ্য করিলাম।

৩

নারকী কলুষী চোরে করিয়া হরণ
এ কৌটারে, আনি' এই অটবী মাঝার,

আত্মসাৎ করিয়াছে কৌটার রতন,
খালি কৌটা ফেলি' গেছে আঁটিয়া আবার!
বিবিধরঞ্জনে আঁকা কৌটা এবে ধূলিমাখা,
রতন হারা'য়ে যেন মলিন আকার;
বাসী ফোটা ফুল যথা পল্লব মাঝার।

৪

নিরখি' কৌটায়, মনে হইল উদয়
ভারতভূমির দশা, দুখের কাহিনী!—
স্বাধীনতা-রত্ন-হারা—এবে শূন্যময়—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!
চিত হ'ল ব্যাকুলিত, নানা চিন্তা সমুদিত
হইল মানসে; হায়, দুখের কাহিনী,—
ভারত এ কৌটা সহ অদৃষ্টভাগিনী!

একটি চিন্তা।

স্থান—বঙ্গ-রঙ্গভূমি ও তৎপার্শ্বস্থ সরোবর।

সময়—মেঘনাদবধাভিনয়ের রজনী, ৩০এ ফাল্গুন—১২৮১

১

সপ্তমীর চাঁদ সুনীল গগনে
হাসি'ছে উজল মধুর কিরণে;

বসন্তসমীর বহি'ছে মৃদুল ;
প্রকৃতির মুখে মধুর হাসি।
নাট্যশালা পাশে সরোবর জলে
শশীর মূরতি দুলিয়া উজলে ;
বায়ুপথগামী জলদের ছায়া
সরসী-সলিলে যাই'ছে ভাসি'।

২

দেখিলাম আমি সে সর-মূরতি
ক্ষণ পরে পুনঃ স্থিরভাব অতি ;
নাহিক লহরী, নাহি বিধুনন,
অচল, অনড় সলিল রাশি।
কিন্তু, পাশে, হায়, নাট্য-গৃহ মাজে,
অভিনেতৃগণ সাজিয়া সুসাজে,
করে অভিনয়, রঙ্গ করে কত ;
কাঁদিয়া কাঁদায়—হাসায় হাসি'!

৩

দেখি' সরোবরে, দেখি' নাট্যাগারে,
সহসা তখনি মনের মাঝারে
চিন্তা এক আসি' হইল উদিত,
কহিলাম আমি আপন মনে ;—

ওরে বঙ্গবাসী, ছাড় রে বিলাস,
আসি' দেখ চেয়ে সরসী-সকাশ,
গভীর মূরতি নৈশ সরোবরে
বারেকের তরে দেখ নয়নে!

৪

মেতেছ তোমরা নাট্য-অভিনয়ে;
দেখে দর্শকেরা পুলকহৃদয়ে।
অভিনেতৃগণ, দর্শকের দল,
এস একবার সরসী-তটে!
উঠে তোমাদের আনন্দ-লহরী,
কিন্তু সরোবরে নাহি রে লহরী,
সরোবরে আজি আদর্শ করিয়া,
দেখ দেখি ভাবি' মানস-পটে;—

৫

সুখের ভারত ছিল রে যখন,
সুখের সময় ছিল রে তখন;
এখন্ গিয়াছে সে দিন ঘুচিয়া,
পরের অধীন ভারত এবে।
সাজে কি এখন আমোদ, বিলাস?
এখনি আসিয়া সরসী-সকাশ,

সরসীর মত হও রে সকলে,
সরসীর ছবি দেখ রে ভেবে !

৬

ভারতের দুখে যেন রে সরসী
ভাসা'য়ে ধরেছে দুখের আরসী ;
প্রতিবিম্ব দেখি' পারিবি জানিতে ;—
উচিত তোদের কিরূপ হওয়া ।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া ।

৭

মজেছ সকলে অভিনয়-সুখে,
কিন্তু একবার চাও রে সম্মুখে ;
কি যে অভিনয় হয় অবিরত,
ঘৃণা লজ্জা দুখ কেবলি তা'য় ।
চাপা'য়ে পাদুকা তোদের মাথায়,
দাসত্ব-শৃঙ্খল পরা'য়ে গলায়,
বানরের মত নাচা'য়ে নাচা'য়ে
বিদেশীরা ঘুঁসি মারে মাথায় !

৮

তথাপি রে তোরা, ওরে বঙ্গবাসী,
আমোদ বিলাসে র'বি দিবানিশি ?
বারেকের তরে কর রে স্মরণ ;—
উচিত এখন কিরূপ হওয়া।
হইতে উচিত সরসীর মত,
ছাড়িতে উচিত রঙ্গ রস যত,
করিতে উচিত অশ্রু বরিষণ,
উচিত আনন্দে বিদায় দেওয়া।

পূর্ব্বরাগ।

১

শরদপূর্ণিম চন্দ পহিলে মনোহর
মুঝে, সই, ভেইত জ্বেয়ান ;
অব শশী কছু নহু, অব সোই নটবর
শতশশিহসিত বয়ান !
যো দিন যমুনাতট কেলি-কদম-মূলে
প্রথম দরশ হরি-সাথ,
সো দিন অবধি হম সো যমুনা-কূলে,
আশ করুঁ রহুঁ দিন রাত।
পুন পুন হেরুঁ প্রাণনাথ।

২

নধর অধরে ধরু মধুর মুরলী যব,
নিশীথে পুলিনে বঁধু মোর,
বীণা-ঝনকার জিনি' বরখে মধুর রব,
শুনি' মোর চিত হোয় ভোর !
সো রব লখই হম ত্যজই শয়ন, সই,
অনুরাগে ইতি-উতি ধাই ;
পুন সো মুরলী-রব শুনই না পাওই,
শয়নে শয়নে ফিরি' যাই ।
স্বপনে বঁধুরে পুন পাই ।

৩

নূতন পীরিতি মোর নূতন কুসুম সম,
মাধব মধুকর তায় ;
নূতন সুরস মধু উছলয়ে অনুপম,
অব কঁহা নাগর রায় ?
নিশি দিন বঁধু লিয়ে, দহত দগধ হিয়ে,
গুরুদুরজন-ডর-শেল !
পেখই না পায়নু সো নবজলদতনু,
আঁখি তিরপিত নাহি ভেল ।
রমণী-জনম মিছা গেল !

৪

সহি রে, ভেইল কাহে কামিনী জনম মম ?
কাহে না ভেইনু বন-ফুল ?
গাঁথই রেসম-ডোরে হমার সে প্রিয়তম
ভুলায়ত ; ভ্রমর আকুল !
নূপুর জনম মম কাহে সহি ভেল, নহি ?
বাজতুঁ কানুক পায় ;
অগুরু চন্দন চুয়া কাহে না ভেইনু, সহি ?
সাজতুঁ কানুক-গায়।
রমণী-জনম মিছা, হায় !

৫

যদি লো পরাণ-সহি,কালিয়া কোকিলা হম
ভেইতুঁ, কানুক-গুণ
গান করু তরুপরু, কুহুকুহু রব করু,
চিতসুখ লভতুঁ দ্বিগুণ !
ইহ ব্রজরজ, সহি, কাহে না ভেইনু হম,
যাওয়ে বঁধু যব গোঠে ;
চরণ পরশি' তারু, ঘুচত রে দুখভারু,
যৈসে ভেখজে রোগ ছুটে !

রমণী-জনম মহাপাপ!
রমণী-জনমে অভিশাপ!

বিজয়া-দশমী।

স্থান—ভাগীরথী-তট। সময়—সন্ধ্যার প্রাক্কাল।

১

পুণ্যতোয়া ভাগীরথি, আজি মা তোমার
কি হেতু সুষমা এত? কেন দু' নয়ন
নিরখি' তোমায় আজি আনন্দ অপার
লভিতেছে? হ্যাঁ মা, এর আছে কি কারণ?
আছে—আছে, তা' নহিলে কেন সুখোদয়?
শশী না উদিলে কভু চন্দ্রিকার ভাস
খেলে কি ধরণী-হৃদে? কারণ নিশ্চয়
আছে—আছে—এতক্ষণে হ'য়েছে বিশ্বাস।

২

বিজয়া-দশমী তিথি আজি বঙ্গালয়ে,
শারদীয় উৎসবের শেষ-সুখ-দিন,—
স্বর্গীয় আনন্দরাজি বাঙ্গালী-হৃদয়ে
সমুদিত আজি,—সবে অসুখ বিহীন।

ত্রিদিনপূজিত দশভুজার মূরতি
তোমার গভীর গর্ভে দিতে বিসর্জ্জন,
আড়ম্বরে আসে সবে, ধীরি ধীরি গতি ;
বিজয়া-বাজনা বাজি' জাগায় শ্রবণ।

৩

নানাদিগাগত লোক মূর্ত্তিবিসর্জ্জন
দেখিতে, তোমার তটে সবে উপনীত ;
অলোকসামান্য সুখে সকলে মগন,
সকলেরি আঁখি আজি হর্ষবিকসিত।
সুলোহিত বীততাপ উজ্জ্বল তপন
অস্তাচল-অভিমুখী হ'য়েও সুন্দর
হাসেন হরিষে, যেন করি' দরশন
আজিকার মহোৎসব বঙ্গের ভিতর।

৪

ক্ষণকাল রহ, রবি, ক্ষণকাল তরে
দাঁড়াও, একটি মম আছে নিবেদন ;—
যাইতেছ তুমি এবে পশ্চিম-সাগরে ;
ভাল হ'ল, সেই দিকে করিয়ে গমন,
যা'রে পা'বে, তা'রে ক'বে স্মরণ করিয়ে,
অধীন হ'য়েও বঙ্গ এখন' কেমন

সুখ লভে সনাতন ধর্ম্ম আচরিয়ে ;
ধর্ম্মই এখন তা'র একমাত্র ধন।

৫

গিয়াছে বঙ্গের, হায়, গিয়াছে সকল!
তথাপি 'এখন' তা'র হৃদয়-আগারে
সনাতনধর্ম্মরূপ রতন উজ্জ্বল
সদা বিরাজিত, যেন সরসী মাঝারে
করি-পদ-বিদলিত-কমল-নিচয়
ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে রয়, কিন্তু এক পাশে
হয়ত একটি পদ্ম বিকসিত রয়
অপীড়নে, ধর্ম্ম তথা এ বঙ্গ-আবাসে।

৬

পরাধীন হ'য়ে থাকা যন্ত্রণা কেমন
কে না জানে? তুমিও তা' জান দিবাকর!
বিভীষণ মেঘজাল যবে আবরণ
করে তোমা, সেই কালে তোমার অন্তর
পীড়িত কিরূপ হয়; দীপ্ত মুখ-ছবি
মলিন—অদৃশ্য—যেন সে তপন নহ,
কত দুঃখ সে সময়ে, কহ দেখি, রবি!
কতই বেদনা, হায়, হৃদয়েতে সহ!

৭

তোমার সে দশা সম বঙ্গ অনাথিনী
পরকরে প্রপীড়িতা, হের আজি তবু,
বিজয়া-উৎসব-সুখ লভি' সীমন্তিনী
সুখিনী কেমন, হেন হয় নাই কভু।
জ্বলন্ত অনলে জল ঢালিলে যেমন
নিভে যায়, সেইরূপ বঙ্গের হৃদয়—
অধীনতানলাদগ্ধ মলিন বরণ—
আনন্দ-সলিলে আজি শীতলতাময়।

৮

ভাগীরথি, তব অই সরল প্রবাহ
শীতলিয়া বক্ষ তব যেতেছে বহিয়া;
পরাধীনী বাঙ্গালার অন্তর-প্রদাহ
শীতল হ'য়েছে আজি, দেখ গো চাহিয়া,
বিজয়া-দশমী-সুখ-প্রবাহ-বহনে।
জীবনের যত জ্বালা বঙ্গসুতগণ
ভুলিয়াছে আজি, সবে হরষিত মনে
তোমার পবিত্র তটে করে বিচরণ।

৯

সকলেরি মুখে হাসি, সবার নয়ন,
দেখ দেখ, মহানন্দ-রসে সুরসিত।

যা'রি মুখপানে চাই, করি দরশন
কি এক স্বর্গীয় শোভা বর্ণন-অতীত !
বহুদিন হ'তে তুমি, হিমাদ্রি-নন্দিনি,
বঙ্গেরে পবিত্র করি' যেতেছ বহিয়া,
কহ মোরে আজি, কলরব-নিনাদিনি,
জুড়াও শ্রবণযুগ সে কথা কহিয়া ;—

১০

কত শত যুগ গত ; ভারত যখন
স্বাধীনতা-হেমময়-মুকুট-ভূষণে
ছিলেন ভূষিতা, যত ভারত-নন্দন
স্বাধীনতা-জয়-গান, হরষিত মনে,
গায়িত, বাজিত বাদ্য, সমর-ভূমিতে
"জয় স্বাধীনতা জয় !—ভারতের জয় !"
বেদবাক্য সম এই ধূয়ার ধ্বনিতে
ধ্বনিত হইত শূন্য আকাশ-হৃদয়।

১১

সে সুখের শুভ দিন করি' দরশন
সুখিনী তুমিও, দেবি, কত হ'য়েছিলে ;
দিবানিশি কুলুকুলু অস্ফুট বাদন
প্রবাহের করতালে বাজাইয়াছিলে।

আজ' তা' বাজাও বটে, কিন্তু গো তেমন
মনোহর নহে, এ যে নহে সে সময়।
এবে ভারতের চিতে চিতা-হুতাশন
প্রজ্বলিত, তা'ই, হায়, সবি বিষময়।

১২

তা'র পর পুণ্য-ভূমি ভারতে যবন
যবে প্রবেশিল হ'য়ে লোভের অধীন,
ভারতের স্বাধীনতা অমূল্য রতন
(কোথা স্বর্গ-সুখ তা'র কাছে সমীচীন ?)
সেই দিনে—কাল দিনে—বিধি-বিড়ম্বনে
অপহৃত হইয়াছে! তুমি তা' তখন
হেরেছ, হিমাদ্রি-সুতে! কিছু সুখ মনে
ভারতের তা'র পর করেছ দর্শন ?

১৩

ভারত বা ভারতের অঙ্ক-সুশোভিনী
বঙ্গভূমি আজ', হায়, পরের পালিতা!
পূর্ব্বের সে দিন ভাবি' দিবস যামিনী
অশ্রুমুখী—মুক্তকেশা—শোক-বিষাদিতা!
তা'ও, নদি, চক্ষে তুমি সদা নিরীক্ষণ
করিতেছ, সত্য কও, ক'র না ছলনা,

সে দিন এ দিন সহ করিলে তুলন,
নয় কি স্বর্গের সহ নরক-তুলনা ?

১৪

যা' হোক্, তথাপি আজ বঙ্গ-সুতচয়
বিজয়া দশমী সুখে মেতেছে, এমনি,
অধীনতা কা'রে বলে ভুলেছে নিশ্চয় ;
স্বাধীনা আজি গো যেন ভারত-জননী।
পূর্ব্বের সে সুখ-দিন আজি সমাগত ;
দশদিশি সুপ্রসন্ন ; যা' হেরি নয়নে,
তা'তেই মাধুরী হাসে, যেন বিরাজিত
স্বাধীনতা আজি এই বঙ্গ-নিকেতনে।

১৫

তোমার প্রবাহ, নদি, আজি মনোহর ;
আজি তব কলধ্বনি বীণার ঝঙ্কার ;
আজি তব ছবিখানি সুষমা-আকর ;
উন্নমিত বীচি আজি শোভার আধার ;
তোমার দু'কূল আজি, অয়ি কূলবতি,
কত যে ধরেছে শোভা, ক'ব তা' কেমনে ?
ইন্দ্রের অমরাবতী, যথা শচীপতি
বিরাজেন, তা'ই বুঝি এ বঙ্গভবনে।

১৬
রক্তছবি রবি অই পশ্চিম গগনে,
হেরি' তাঁ'রে আজি চিত অতি হরষিত।
প্রত্যহ রবিরে বটে নিরখি নয়নে,
আজিকার মত কিন্তু নহে কদাচিত।
অস্তগামী রবি-করে তোমার হৃদয়
উজ্জ্বল লোহিত রঙে সাজি'ছে কেমন !
অন্য দিন দেখিয়াছি, কিন্তু কভু নয়
আজিকার মত চিত-আঁখি-বিমোহন !

১৭
কতবার তব তটে সান্ধ্য সমীরণ
সেবিবারে আসিয়াছি, দেখেছি তোমায়
পলক বিহীন নেত্রে, কিন্তু গো নয়ন
জুড়া'ল যেমতি আজি—কি ক'ব কথায় ?
দিনেকের তরে কভু হয়নি তেমন।
পুরাণ-বর্ণিত তব মহিমা অপার
প্রত্যক্ষ নিরখি আজি ; চারু দরশন,
তটিনি, তুমি গো আজি নয়নে আমার !

১৮
আজি বঙ্গবাসী, দেবি, দেখ গো নয়নে,
মৃণ্ময়ী উমারে তব অগাধ সলিলে

বিসর্জ্জি'ছে বাদ্য সহ—বিষাদিত মনে,
অনিচ্ছায়—বোধ হয়, তাঁ'দেরে দেখিলে
কিন্তু তুমি হৃষ্টচিতে, হসিতবদনে,
কোমল-লহরী-কর করি' প্রসারণ,
তব সপত্নীরে সুখে দৃঢ় আলিঙ্গনে
করিতেছ তাঁ'র সহ প্রিয় সম্ভাষণ।

১৯

মৃণ্ময়ী প্রতিমা ক্রমে বিসর্জ্জন করি',
বিসর্জ্জন-বাদ্য-সহ ফিরিল সকলে
গৃহমুখে, গঙ্গাজল ঘটপাত্রে ভরি'
লইল লভিতে শান্তি সে শান্তির জলে।
কৃপণ যেমতি তা'র রজত কাঞ্চন
মৃত্তিকা খনন করি' রাখে লুকাইয়া,
তেমতি গঙ্গার গর্ভে বঙ্গ-সুতগণ
প্রতিমা রাখিয়া গেল যেন ডুবাইয়া।

২০

দিবাকর অস্তমিত ; প্রদোষ উদয় ;
অপ্রগাঢ় অন্ধকারে ভাগীরথী-তীর
ডুবিল ক্ষণেক তরে ; পুন আলোময়
হইল চৌদিক, গঙ্গা-সুশীতল নীর।

সারি সারি দীপালোক, আকাশে আবার
শরতের দীপ্ত শশী দশকলা-জালে
উজলিল হাসি' হাসি', বাহা কি বাহার !
উজ্জ্বল হীরক যেন ভূপালের ভালে।

·
·

[সময়—সন্ধ্যা।]

২১

জনশ্রুতি এইরূপ ;—রঘুকুল-মণি
রামচন্দ্র ভগবতী-পদ পূজা করি'
বধিলেন রাবণেরে, যেমতি অশনি
উচ্চশিরা তালতরু ফেলয়ে বিদারি'।
আজিকার তিথি সেই—বিজয়া-দশমী ;
এই দিনে দশানন হইল নিধন,
হরিষে রাঘব-সেনা করি' জয়ধ্বনি,
পরস্পরে ক'রেছিল দৃঢ় আলিঙ্গন।

২২

আজিও ভারতে তা'ই—বঙ্গে বিশেষতঃ
বিজয়া-দশমী-তিথি সমাগত হ'লে,
আর্য্যধর্ম্মপরায়ণ হিন্দুগণ যত
পরস্পরে আলিঙ্গন করে কুতূহলে।

বহু যুগ গত হ'ল, তবুও এখন,
রামের গৌরব তরে হরষিত মনে
হিন্দুজাতি পরস্পরে করে আলিঙ্গন ;
বিজয়া-দশমী ধন্য ভারত-ভবনে।

২৩

গুরুজনে প্রণিপাত, বান্ধবের সনে
প্রীতিময়ী কোলাকুলি করি'ছে সকলে ;
সিদ্ধিজল পান করি', মিষ্টান্ন বদনে
দিতেছে, ভাসি'ছে সবে আনন্দের জলে।
ভাগ্যে, সীতাপতি, তুমি রাবণে বধিলে,
বর্ষে বর্ষে দেখি তা'ই এ সুখ-উৎসব ;
এ হেন উৎসব-সুখ ধরণী খুঁজিলে
মিলিবে না ; ভারতের এ এক গৌরব।

২৪

শৈশবের সখাগণ ! এস এস আজি,
কোলাকুলি করি, ভাই, পেয়েছি সময় ;
বিজয়া-দশমী-সন্ধ্যা শশি-করে সাজি'
হাসি'ছে কেমন অই, চারু শোভাময় !
এ হেন সুখের সন্ধ্যা, বাসনা অন্তরে,
হয় যেন প্রতিদিন, তা' হ'লে সকলে

হৃদয় জুড়াই সুখে কোলাকুলি ক’রে,
মগন সকলে হই আনন্দের জলে !

২৫

শত্রু মিত্র সকলেই আজি রে সমান,
বিজয়া-দশমী-গুণ বিচিত্র এমনি !
শত্রু যা’রা, এস তা’রা, করিব প্রদান
মিত্রভাবে আলিঙ্গন আত্ম সম জানি’।
বৌদ্ধ, খৃষ্টান, ব্রাহ্ম, নাস্তিক, যবন,
যদিও তোমরা দ্বেষী হিন্দুধর্ম্ম প্রতি,
এস এস, কিন্তু আজি সুখ-আলিঙ্গন
পরস্পরে করি সবে, এ মোর মিনতি।

২৬

শরতের শশধর, তুমিও হরষে
শীতল কিরণ-কর বাড়াইয়া দাও,
আলিঙ্গন তব সহ প্রফুল্ল মানসে
করি এস, ভালবাসা দেখাও দেখাও।
চিরদিন সুধামাখা কর বরিষণে
কতই করেছ মোর আনন্দ উদ্রেক,
এস এস আজি, শশী, তা’ই তব সনে
আলিঙ্গন-সুখ পুন লভি হে ক্ষণেক !

২৭

আহা কি সুখের সন্ধ্যা!—আনন্দ অপার!—
আজি সন্ধ্যাকালে বঙ্গ অমর-ভুবন!
অপূর্ব্ব সুন্দর ভাবে আজি রে আমার
ভুলিল হৃদয়, দেহ, মানস, নয়ন!
আজিকার নিশি, বিধি, প্রভাত ক'র না;
স্বর্গীয় এ সুখে, আহা, তা' হ'লে কেমন
আর' সুখা হ'ব; কিন্তু বৃথা সে বাসনা,
বিজয়া-দশমী হ'বে নিশার স্বপন!

চিত্র।

১

তাই ত,
কখন দেখিনি যাহা, আজি রে দেখিনু তাহা,
সহসা ও ছবিখানি কে দেয়ালে আঁকিল?
সে যে হোক্; কিন্তু তা'রে,ধন্য বলি বারে বারে,
চির-জীবনের তরে কিনে মোরে রাখিল।
রসিক সে চিত্রকর, হেন রস শিখিল।

কত ছবি দেখিয়াছি, কত ছবি লিখিয়াছি,
কখন ক্ষণেক তরে চিত নাহি ভুলিল ;
কিন্তু ভুলাইল আজি, ও ছবি যে তুলিল।

২

কি বাকী ? দেখিছি সবি, দেখেছি বিলাতী ছবি
কত শত প্রতিদিন কে পারিবে গণিতে ?
বিলাতী রমণীগুলি রূপের বাজার খুলি'
ব'সে আছে,রূপে ভুলি' ক্রেতা ধায় কিনিতে।
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে !
বিলাতী রমণী-রূপে যে ডুবে রসের কূপে,
সে ডুবে লবণ-জলে সুধা রাশি থাকিতে।
আঁখিহীন ক্রেতা রূপ নাহি জানে চিনিতে !

৩

ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,
অচলা বিজলী যেন—মনে অনুমানি হেন—
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !
উথলি'ছে রূপরাশি, ঝরে মন-ভোলা হাসি,
ও ছবিটি মনোহরা, মনোমত হ'য়েছে,
উজলি' দেয়াল, গৃহ শোভা ক'রে র'য়েছে !

৪

ধন্য সেই চিত্রকর, ও ছবি যে লিখেছে !
ধন্য পরিশ্রম তা'র, এত ক'রে শিখেছে !
ভাগ্যবলে একবার দেখা যদি পাই তা'র,
এখনি হইব চেলা, আশা বড় হ'য়েছে।
তাই ত,কোথায় যা'ব, কোথা গেলে দেখা পা'ব
রত্ন রেখে চিত্রকর কোন্ খানে গিয়েছে ?
প্রশংসা শুনিবে ব'লে লুকা'য়ে কি র'য়েছে ?

৫

কিংবা সেই চিত্রকর, বিশেষ জ্যোতিষপর,
আমার মনের আশা মনে মনে জানিয়ে,
আমার অলক্ষ্যে আসি', এঁকেছে এ রূপরাশি,
সাক্ষাৎ শোভারে যেন রেখে গেছে আনিয়ে।
এ রতন-মূল্য দিয়ে রাখিল সে কিনিয়ে।
দুখী মোরে বলে কে রে ? যেই বলে দুখী সে রে
যত সুখী এবে আমি, ত্রিজগতে খুঁজিয়ে
পা'বে কি তেমন কা'রে, দেখ দেখি ভাবিয়ে

৬

প্রচণ্ড নিদাঘ কালে জল যথা দেখিলে,
তৃষিত পথিক ছুটে, পান করি' আশা মিটে,
আনন্দে হৃদয় তা'র তৃপ্তি সহ উথলে ;

আমার তেমনতর ভাগ্যে আজ ঘটিল ;
সংসারপীড়িত চিত করিলাম তিরপিত,
ও ছবির রূপ হেরি' আঁখি দু'টি মজিল।
অচিন্ত্য রতন আজ দরিদ্রের যুটিল।

৭

কিন্তু ভয় হয় মনে, পাছে যদি অন্য জনে
সন্ধান পাইয়ে আসি' দরিদ্রের কুটীরে
গোপনে কর্দ্দম কালি ছবি-দেহে দেয় ঢালি,
তা' হলেই সর্ব্বনাশ !—মরিব রে অচিরে !
অতএব এই বেলা ছবি পাশে যাইয়ে,
সুপুরু বসন দিয়ে, ছবিটিরে ঢাকি গিয়ে,
কি আছে এখানে কেউ জানিবে না আসিয়ে,
এ যুকতি বড় ভাল—করি তাই যাইয়ে।

৮

প্রবেশ করিনু ঘরে ভাবি এই মানসে,
কাছাকাছি হ'ব হ'ব, অমনি মধুর রব
বরষি' প্রেয়সী মোরে আলিঙ্গিল হরষে !
বিস্মিত হ'লেম আমি নেহারি' এ ঘটনা !
প্রেমের প্রতিমা মোর উজলিয়ে ঘর দ্বোর,
দেয়ালে ঠেসান দিয়ে করিল এ ছলনা।
সাবস্ চতুরা মোর প্রেমময়ী ললনা।

ভরত-বিলাপ-গীতিকা।

[স্থান—সমুদ্র-তট। সময়—প্রভাত।]

দাঁড়া'য়ে সাগর-তটে দেখিলাম চাহিয়া,—
সুদূর সুনীল নীরে, তরী বাহি' ধীরে ধীরে,
একটি দুখিনী নারী যাইতেছে কাঁদিয়া ;—

ভৈরবী—আড়াঠেকা।

"হা বিধি, হা বিধি! এই ছিল কি তোমার মনে ;
নিদয়-হৃদয় তুমি জানিলাম এতদিনে।
যা'রে ভালবাসে যেই, তা'রেই কাঁদায় সেই,
প্রত্যক্ষ প্রমাণ তা'র তোমার আমার সনে।
এক দিন তুমি মোরে বিশেষ যতন ক'রে
সাজাইয়াছিলে, বিধি, বিচিত্র ভূষায় ;—
দেখাইতে কারু কাজ, অতুল অমূল সাজ
কতই আমারে দিলে, গঠি' হরষিত মনে।
তুষিতে যতেক সুর, সৃজিলে অমর-পুর,
তুষিতে মানবচয়ে, ভূতলে আমায় ;—
দ্বিতীয় অমরা করি', প্রকাশিয়া কারিগরি,
সাজাইলে চারুতর প্রাকৃতিক বিভূষণে।
এবে নিরদয় হ'য়ে, পর-করে অরপিয়ে,
কি দশা করিলে মোর, কহিব কাহায় ;—

ভুলেও যা' ভাবি নাই ; কপালে ঘটিল তা'ই,
টুটিল সে সুগৌরব, বিধি, তব বিড়ম্বনে !
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেই ক্ষণে
করিলে না মরুময়ী তুমি গো আমায় ;—
তা' হ'লে পরের হাতে হ'ত নাই দুখ পেতে,
ঝরিত না অক্ষি-জল বিদেশীয় কুশাসনে !
পৃথিবী-ঈশ্বরী ক'রে, কিঙ্করী কেমনে মোরে
করিলে, নিদয় বিধি, সুধাই তোমায় ;—
সুবর্ণ পিতল হ'ল, এই তব মনে ছিল !
আচম্বিতে হলাহল ঢালিলে মম বদনে।
তব দত্ত সাজে সাজি', মনের আনন্দে মজি',
বিরাজিতেছিনু চির অতুল শোভায় ;—
হেনকালে অকস্মাৎ, শিরসে অশনিপাত
করিলে অযুত বলে, সুগভীর গরজনে !
মস্তক হ'য়েছে চুর, আনন্দ হ'য়েছে দুর,
অসহ্য অসীম ভীম যাতনা-শিখায় ;—
দহিতেছি দিবারাতি ; অশনি-অনল-বাতি
মনের ভিতরে মোর জ্বলিতেছে প্রতিক্ষণে।
জ্বলিতেছি যাতনায়, তবুও জীবন, হায়,
কেন নাহি বাহিরায় ? কহিব কাহায় ?—

যে যাতনা মোর চিতে, সে যাতনা প্রকাশিতে
রসনা যাতনা পায়, নিজে ভেবে দেখ মনে।
বিধাতা, তোমার চিত, কিসে বল, নিরমিত ;
লৌহ শিলা কুলিশেতে, অনল-শিখায়?
তা' যদি না হ'বে, তবে কেন তুমি বাম হ'বে
তব দীনা তনয়ারে বাম দৃষ্টি বরিষণে ?
মরুভূমে তরু-ছায়া সহিত তুলিত দয়া,
সে দয়া সৃজিত তব নিখিল ধরায় ;—
না জানি স্বয়ং তুমি কত কোটি দয়া ভূমি ;
কিন্তু কেন বাম মোরে কি পাপের বিড়ম্বনে ?
দয়াময় নাম ধর, দয়া দান নিরন্তর
কর তুমি, শুনি আমি, সকল জনায় ;—
আমারে সে দয়া-ধন দিতে দিতে, কি কারণ
নিদয় হইলে পুন বল, কহি শ্রীচরণে ?
আমার মুকুট নিয়ে, কাহার শিরসে দিয়ে,
করিলে হরিষ লাভ, কহ গো আমায় ;—
মানুষের মত কি হে, দেবের' চঞ্চল হিয়ে ?
পক্ষপাত, অবিচার স্থান পেলে দেব-মনে ?
বিশেষ, জনক তুমি, তনয়া তোমার আমি ;
উচিত তোমার সদা পালিতে আমায় ;—

তা' না হ'য়ে নর মত,   তনয়ারে অবিরত
হইলে বিমুখ, পিত, এই কি গো ছিল মনে !
কেঁদেছি কতই বার,   কাঁদিতেছি অনিবার,
আর' কি কাঁদিব পরে যাতনার দায় ;—
বুঝি, কাঁদিবার তরে   ঘৃণায় সৃজিলে মোরে,
প্রাণ যে কেমন করে হা-হতাশ-হুতাশনে।
কর দয়া দয়াময়,   নারী-হৃদে কত সয় ?
অবিরল অক্ষি-জলে বক্ষ ভেসে যায় ;—
পর-অধীনতা হ'তে   কি যাতনা ত্রিজগতে ?
সে জ্বালায় জ্ব'লে মরি, রক্ষ দয়া বরিষণে।
হও পিত, অনুকূল,   তোমার দৌহিত্রকুল
সরোদনে অবিরল ভূতলে গড়ায় ;—
চেয়ে দেখ একবার,   কি যে দুখ সে সবার ;
নাসাগত প্রাণ-বায়ু বিদেশীর প্রপীড়নে !
তুমি গো নিদয় মোরে,   আমি গো কেমন ক'রে
নিদয়-হৃদয় হ'ব সে সব জনায় ;—
যতক্ষণ আছে প্রাণ,   থাকিবে স্নেহের টান ;
জড়া'য়ে রাখিব কোলে প্রাণাধিক সযতনে।
কিন্তু, হায়, তা' বিফল ;   ক্রমে দেহ অবিচল,
অবলার কত বল ক্ষীণতর কায় ;—

এত দিন ম'রে ম'রে   রাখিনু হৃদয়ে ধ'রে,
পারি না পারি না আর, পারি না যে কোনক্রমে!
এইবার তুমি চাও,   এ ভয়ে অভয় দাও,
বাঁচাও তনয়গণে অপার দয়ায় ;—
দীনহীন পরাধীন,   জীবন্মৃত বহুদিন ;
এ হেন শঙ্কট ঘোরে তাকাও তা'দের পানে।
পিত গো, কি ক'ব আর,   প্রতীচীশাসনভার
এত ভারি, এত দৃঢ়, কি ক'ব তোমায় ;—
হিমাদ্রি ভূধররাজ   আমার শিরস-সাজ,—
সোলা সম ; বজ্র শত তুচ্ছ অতি মম জ্ঞানে।
অই দেখ, পদ্মযোনি,   জগত-নয়ন মণি
দিননাথ হাসে পূর্ব্ব আকাশের গায় ;—
এক দিন অই হাসি   আমার মানসে পশি',
আমারে হাসায়ে'ছিল ; আজ' তাহা জাগে মনে।
কিন্তু আজ দিবাকরে   হেরি' পূর্ব্বনীলাম্বরে,
হাসির বদলে অশ্রু বক্ষ বহি' যায় ;—
দেখেছি স্বপন যেন,   মনে অনুমানি হেন ;
তোমারি বিচার-দোষে মিথ্যা ভাবি সত্য ধনে।
কও গো জগত-স্বামী,   এতই মায়াবী তুমি ?
তোমার এ ছায়াবাজী বুঝে উঠা দায় ;—

পিতার এ কাজ নয়—শাত্রব আচারময়—
নিজ জনে এ ছলনা, কলঙ্ক রাখিলে কিনে !
যদি নাহি চাও, তবে
অভাগা সন্তান দলে বাঁধিয়ে আপন গলে,
মরিব, নারিব আর তিষ্ঠিতে ধরায় ;—
তোমারি অযশ র'বে, তোমারি জগত ক'বে—
'বিধাতা নির্দ্দয়তম এ সমগ্র ত্রিভুবনে !'
যদি ভালবাস তা'ই, তবে আর কাজ নাই ;
আপনার প্রিয় সাধ, চেও না আমায় ;
ভেসেছি সাগরে আজ, ডুবিয়ে মরিব আজ
এ অতল নীল জলে ; কিবা লাভ এ জীবনে ?

একটি কুসুম।

১

বিশাল উরসে বিশাল ধরণী
বিধির সৃজিত বিবিধ কানন
ধরিয়া শোভি'ছে দিবস রজনী ;
দেখিব বাসনা—জু'ড়াব নয়ন।
ত্যজিয়া ভবন চলিনু দেখিতে ;
দেখিনু সুচারু কানন নিচয় ;

বিবিধ পাদপ, কে পারে গণিতে ?
সুরভিত ফুলে চির শোভাময়।

২

পূরব কাননে ফিরা'য়ে নয়ন,
দেখিলাম এক পাদপ-শাখায়
একটি কুসুম, নয়ন-মোহন,
ফুটিয়া তুলি'ছে রূপের ছটায়।
এ হেন সুন্দর কুসুম রতন
হেরিনি কখন' ধরণী-কাননে ;
মরুভূমি ধরা কি রূপে এমন
শোভিত হইল অমর-ভূষণে ?

৩

শুনেছি কবির সুধামাখা গলে,—
অমর-সেবিত অমর-ভুবনে
নন্দন-কাননে চির-পরিমলে
ফোটে পারিজাত অমর-কিরণে ;
অমর-বাঞ্ছিত অমৃত-শীকর
সে ফুল হইতে পড়য়ে ঝরিয়া,
হেম-পাত্র ভরি' অমর নিকর
মিটায় পিপাসা সেবন করিয়া।

৪

কবি-মুখে শুনি, কভু দেখি নাই,
কবি-তেজস্বিনী কল্পনার গুণে
বিবরণ তা'র যত টুকু পাই,
মনোনেত্রে দেখি, শ্রবণেতে শুনে।
কবির কল্পনা সফল হইল,
মনোঽক্ষিদর্শিত দেবের রতন
পারিজাত ফুল মরতে ফুটিল,
কি আছে কুসুম ইহার মতন ?

৫

আপন মনেতে আপনা আপনি,
সুখ-সেব্য-ধীর-সমীর-হিল্লোলে
দুলি'ছে কুসুম, মধুর নাচনি,
হরি-বক্ষে যেন কৌস্তুভ দোলে।
আর' কত ফুল কাননে হাসি'ছে,
লাবণ্যের ছটা পড়ি'ছে উছলি';
সকলেরি রূপ এ ফুল নাশি'ছে,
শশি-রূপে যথা তারকা-মণ্ডলী।

৬

দেখিতে দেখিতে সুধীর সমীর
পশ্চিম প্রবাহে অধীর হইয়া

বহিল ; কুসুম হইল অথির,
ইতি উতি করে হেলিয়া দুলিয়া।
প্রতীচী হইতে এমন সময়ে
বায়ুর তাড়নে মধুমাছিগণ—
বিষময় মুখ—পিপাসিত হ'য়ে
বসি' ফুলে সুধা করিল শোষণ ;

৭

যেন রে সহসা পীড়া পরিচয়
লাবণ্য-ললাম ললনা-শরীরে
সবলে প্রবেশি' করিল বিলয়
নয়ন-রঞ্জন মাধুরী অচিরে।
শুখা'ল কুসুম, হইল মলিন
রূপরাশি ; হাসি গেল মিশাইয়া ;
সোণার প্রতিমা হইল নীলিম
মধুমক্ষি-বিষে জর্জ্জর হইয়া।

৮

নীরস কুসুম বিষাদ অন্তরে
শোক-চিহ্ন ধরি' রহিল ঝুলিয়া।
নিরখি' আমার হৃদয় ভিতরে
শত দুখ-শিখা উঠিল জ্বলিয়া।

মনে মনে, পুন ফুকারি' ফুকারি',
হৃদয়ের সহ মধুমক্ষিদলে
দিনু অভিশাপ, ফেলি' অক্ষি-বারি ;
অসীম বিষাদে বসিনু ভূতলে !

৯

কভু নেত্র মুদি, কভু ফুল পানে
চাহিয়া, নিরখি সে দশা তাহার,
কহিনু ধাতায় আকুল পরাণে ;—
এই কি, বিধাতা, বিচার তোমার ?
দুরন্ত নিঠুর ক্ষুদ্র নীচ প্রাণী
মধুমক্ষিকুল, তা'দেরে সৃজিলে
এই কি করিতে ? বল, পদ্মযোনি,
নির্মধু করিতে পদ্ম নিরমিলে ?

১০

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?—
কেন এ কৃতঘ্ন মক্ষিরে সৃজিলে ?
মধু ল'য়ে, দেয় হলাহল ভার,
জর্জ্জরিত করে যন্ত্রণা-অনলে !
এরাই আবার 'মধুমক্ষি' নামে—
কি লজ্জার কথা !—গৌরব করিয়া,

তব পুণ্যময় এ মেদিনী-ধামে
ক্ষুদ্র পাখা নাড়ি' বেড়ায় উড়িয়া।

১১

এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?—
হৃদয়-দহন, জীবন-শোষণ
বিষময় মাছী বিষের আধার
মধুর কুসুমে করে জ্বালাতন ?
এই কি বিধাত, বিচার তোমার ?
ক্ষণ পূর্ব্বে হেরি' যে কুসুম-কায়
নেচে উঠেছিল অন্তর আমার,
এবে দুখে কাঁদি নিরখি' তাহায় !

১২

অতল বিষাদ-সলিলে ডুবিয়া
রহিনু বসিয়া ভূতল উপরে ;
উদ্যান-পালকে নিকটে হেরিয়া,
ফুল-পরিচয় কহিনু তাহারে।
উদ্যানের মালী অতীব প্রাচীন,
কত শত বার দেখেছে তপনে
উঠিতে গগনে ; কত শত দিন
কেটেছে, জানিনু নেহারি' বদনে

১৩

কহিনু তাহারে, কি নাম তোমার ?
কহ বর্ষীয়ান, জানিতে বাসনা,—
কি কুসুম এ'টি, কি নাম ইহার ?
জান যদি, কহ ইহার ঘটনা।
বিষণ্ণ অন্তরে, অতীব কাতরে
উদ্যান-পালক কহিল আমায় ;—
"'ইতিহাস' নামে জানিও আমারে ;
'ভারত-নামেতে' জানিও ইহায় !"

কোন নববিবাহিত বন্ধুর প্রতি।

১

এই যে খানিক আগে শ্রবণ বিবরে, সখে,
মধুর মুরলী বীণা সেতার-নিক্বণ
স্বর্গীয় সুধার পারা
ঢালিয়া মধুর ধারা,
তিরপিতেছিল চির পিপাসিত মন।
ক্ষণ পরে অকস্মাৎ কেন হে এমন ?

২

এ অমৃত কেন আর ভাল নাহি লাগে, সখে,
এ হতে' সুধার আস্বাদন

কি পুন শ্রবণে মোর
পশিয়া করিল ভোর
হৃদয়, মানস, জিনি' সঙ্গীত-স্বনন ?
সঙ্গীত' মানিল হা'র!—অপূর্ব্ব ঘটন!

৩

বুঝেছি—কেন যে মোর মানস মাতিল, সখে,
বুঝেছি বুঝেছি এতক্ষণে ;—
তব নব পরিণয়
(অতুল অমৃতময়!)
বিরসি' সঙ্গীত-রসে, নব আস্বাদনে
মাতাইল চিত মোর, ক'ব তা' কেমনে ?

৪

নূতন বিবাহ তব শুনিয়া শ্রবণে, সখে,
কি যে সুখী, কহিব কেমনে ?
সে সুখ বিশেষি' কই
এমন ক্ষমতা কই ?
রসনা অবশ আজি বচন রচনে ;
জিহ্বাও সুখের ভারে সুখী মোর সনে।

৫

এত দিন ছিলে তুমি সংসার বাহিরে, সখে,
যথা বন-ধারে তরুবর

একাকী দাঁড়া'য়ে রয়,
কেহ তা'র সঙ্গী নয় ;
বনজ পাদপ, লতা সবাই অপর,
কেহ তা'র কেহ নয়, অন্তরে অন্তর।

৬

কিন্তু যবে ভাগ্য তা'র ফিরিয়া দাঁড়ায়, সখে,
নিশাগতে প্রভাত মতন ;
বন-লতা ধীরে ধীরে
অবলম্বি' ধরণীরে,
জড়া'য়ে সে তরুবরে করে আলিঙ্গন ;
সোণার লতিকা আজি তোমাতে তেমন !

৭

সাদরে যুগল ভুজ করিয়া প্রসার, সখে,
ধর ধর এ নব রতন ;
হৃদয়-আসন'পরি
সযতনে রাখ ধরি',
নতু অযতনে ভূমে করিবে লুণ্ঠন
প্রেমের প্রতিমা তব, হেমের বরণ !

৮

এ দেশ—এ বঙ্গ দেশ অতি ভয়ময়, সখে,
অভাগিনী হেথায় রমণী।

পুরুষ কঠিন-চিত,
সে হেতু সদাই ভীত
অবলা সরলা নারী দিবস রজনী ;
পাষাণ উরসে লতা নীরস যেমনি !

৯

সেই হেতু ভয়ে ভয়ে তোমারে সুধাই, সখে,
এ দেশীয় পুরুষ মতন,—
ভুলেও ক্ষণেক তরে,
প্রেমের পুতুলী'পরে
হয়ো না, হয়ো না, সখে, কঠিন কখন,
কঠিন উপলময় ভূধর যেমন।

১০

তা' হ'লে তোমার অই কমলবদনী, সখে,
কোমলতাময় সুমূরতি
পাইবে যাতনা ভারি,
হৃদিবিদারণকারী
বাজিবে দুখের শেল ; বসি' দিবারাতি
কাঁদিবে নীরবে, যেন নিদাঘে ব্রততী !

১১

নূতন যৌবনে তুমি সুখে পশিয়াছ, সখে,
(প্রেমরাজ্য !) আজি সে কারণ,

বিধাতা সদয় হ'য়ে,
প্রেমের আধার ল'য়ে
সযতনে তব করে করিলা অর্পণ ;
স্বর্গীয় এ মহাদান !—কি আছে এমন ?—

১২

অযুত মুকুতা মণি কনক রজত, সখে,
এর সহ তুলনা কি হয় ?
বসন্ত কুসুম রাশি,
শরতের পূর্ণ শশী,
এ হেন দানের পাশে মানে পরাজয় ;
যা' কিছু সুন্দর, কিন্তু এর সম নয় !

১৩

যত কিছু প্রজাপতি মনোহর করি', সখে,
গড়েছেন জগত মাঝার ;
সেই বিধি নিরজনে
বসিয়া অনন্যমনে,
মনের মতন করি'—রচনার সার !—
গঠিলা রমণী-নিধি, রাখিতে সংসার।

১৪

বিধি-গুণে সেই নিধি পাইলে সময়ে, সখে,
এবে তুমি সুভাগ্য-অধীন !

ফুটিল সুখের ফুল,
দাম্পত্য-প্রণয়-মূল
অক্ষয় হইয়া দৃঢ় হৌক্ দিন দিন ;
নবীন প্রণয়, ভাই, থাকুক নবীন।

১৫

নিখুঁত প্রণয়-বশে নিখুঁত হৃদয়ে, সখে,
অবিরল সুরসিত হও।
প্রেমের পুতুলী সনে
প্রেম-ভাষ-সম্ভাষণে,
বিশ্বজয়ী প্রেম-গুণ শতগুণে গাও !
প্রেমের অমর ভাব আঁকিয়া দেখাও।

১৬

শর্করা মিশিলে যথা পায়সের সনে, সখে,
কিবা মধুরতা ধরে তা'য়।
পুরুষের সনে তথা
পরিণয়-সূত্রে গাঁথা
হইলে রমণী, তাহে উথলি' বেড়ায়
প্রণয়-মাধুরী! সুধা কে আর সুধায় ?

১৭

এত দিনে সে মাধুরী তোমা দুই জনে, সখে,
সূত্রপাত হ'ল উঠিবার ;

হৃদয় খুলিয়া দিয়ে,
নব প্রণয়িণী ল'য়ে,
নব-প্রেম-সুধা-হ্রদে দাও হে সাঁতার ;
প্রেমের জগতে কর প্রেমের বিস্তার।

১৮

আর' দুটো কথা বলি, অভিন্ন-হৃদয়, সখে,
প্রেম-শিক্ষা শিখ হে যতনে ;—
প্রবেশিয়া উপবনে,
সহকার তরু সনে
সুজড়িত লতিকায় দেখিও নয়নে,
দাম্পত্য-প্রণয়-শিক্ষা আছে সে দর্পণে।

১৯

প্রভাতে অরুণ রবি উঠিলে গগনে, সখে,
দে'খ তুমি চাহিয়া তখন
একবার দিনকরে,
আরবার সরোবরে
নব বিকসিত চারু নলিনী-বদন,
দাম্পত্য-প্রেমের তাহে আছে দরপণ।

২০

পূর্ণিমার নিশাকালে গিয়া সর-তীরে, সখে,
ভাল ক'রে বারেক দেখিও ;

শশী পেয়ে কুমুদিনী
কত দূর আমোদিনী,
দাম্পত্য-প্রণয় তা'র যতনে শিখিও ;
ভোল পাছে, সেই হেতু হৃদয়ে লিখিও।

২১

এরূপে প্রণয়-শিক্ষা শিখিলে, প্রণয়ী সখে,
কি যে প্রেম জানিবে বিশেষ ;
চিরকাল সুখে র'বে,
প্রকৃত প্রণয়ী হ'বে,
দুখের সংসারে সুখী হইবে অশেষ ;
পঙ্কেও কমল ফুল দেখায় সরেস।

২২

আর' দুটো কথা বলি, ওহে ও প্রাণের সখে,
যে পুরুষ বিমুখ জায়ায়,
চিরজীবনের প্রিয়া,
তা'রে দূরে তেয়াগিয়া,—
(মণিরে ফণীর সম) লাম্পট্য-আশায়
লক্ষ্যে বা অলক্ষ্যে ভ্রমে ; কখন' তাহায়

২৩

দিও না এখন আর নিকটে আসিতে, সখে,
বিষ সম ভাবিও তাহায় ;

তোমার নবীন প্রেম
কষিত অমল হেম,—
লম্পট পুরুষ তাহে কলঙ্কের প্রায়!
গোরসে গোচনা,—বিষ মিশিবে সুধায়।

২৪

ভাল কথা মনে হ'ল ; মনে যেন রয়, সখে,
বিচ্ছেদ-অরাতি নিরদয়
প্রণয়ের পাছে পাছে
অলক্ষ্যে নিয়ত আছে,
ঘেঁসিতে দিও না কাছে, মনে যেন রয়।
প্রণয়িণী ছাড়া হ'লে ঘটিবে সে ভয়।

২৫

যা' কিছু বলিনু আমি, ভুল না ভুল না, সখে,
সখা তুমি, তা'ই হে তোমায়
বলিনু এ ক'টি কথা ;
নতুবা কি মাথা ব্যথা
পর জনে বলিবারে ? কি লাভ তাহায় ?
অপরে পরের কথা কে রাখে কোথায় ?

২৬

শেষ কথা এই বার বলি বাক্সনে, সখে,
আজি তুমি যাঁহার কৃপায়

লভিলে অমূল্য নিধি ;
নিরবধি সেই বিধি
রাখুন নীরোগে সুখে তোমা দু'জনায় ;
বিবাহের মুখ্য ফল ফলুক ত্বরায়।

কালের শৃঙ্গবাদন।

১

"যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক্ বাতাস ;
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হতাশ ;
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন।"

২

এত বলি' কাল করাল বদনে
রাখিল সে শৃঙ্গ অতীব যতনে ;
বাজিয়া উঠিল গভীর নিক্বণে,
ছুটিল নিনাদ সমীর মিলনে ;

পূরিল আকাশ, কাঁপিল ভূতল,
কাঁপিয়া উঠিল হিমাদ্রি অচল ;
কোটি কোটি বার প্রতিধ্বনি উঠে,
দিগদশ ব্যাপি' চারিদিগে ছুটে ;
চমকিত-চিত জগতবাসী !
কালের সে শৃঙ্গ অতি ভয়ঙ্কর,
অযুত কুলিশ তাহার কিঙ্কর !
সহসা প্রলয়, হেন বোধ হয়,
জগত-নিবাসী আকুল-হৃদয় !
ভূধর সাগর উঠিল কাঁপিয়া,
তরু পড়ে ভূমে হৃদয় চাপিয়া ;
তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত হয় ;
আবার তরঙ্গ উঠে হয় লয় ;
অফেন সাগর সফেন হইল,
তূলারাশি যেন সলিলে ভাসিল ;
কেশরি-নিনাদে অপর কেশরী
উঠে লাফাইয়া হুহুঙ্কার করি' ;
কালশৃঙ্গ-রবে গর্জ্জিল সাগর ;
তা' সহ সমীর ছাড়ে ভীম স্বর ;
বুঝি রে প্রলয় জগতনাশী !

৩

প্রেমের আদর্শ বনের ভিতরে ;—
জড়িত লতিকা তরু কলেবরে,
হায় রে, সে নাদে পৃথক হইল,
প্রণয়-বন্ধন ছিঁড়িয়া পড়িল !
সোহাগিনী লতা ভূতলে গড়ায়,
বিরহে পাদপ শাখা আছড়ায়,
অবশেষে সেও পড়িল ভূমে !
তরুলতা-ভূষা কুসুম নিকর
বৃন্তহীন হ'য়ে পড়ে ঝর ঝর ;
দস্যু-গরজনে গৃহস্থ যেমন
ভয়ে জড়সড়, লুকায় রতন !
স্তন্যপায়ী শিশু ছাড়ে স্তনপান,
ভয়েতে জননী ব্যাকুল পরাণ !
শয়িত দম্পতী সহসা জাগিল,
কুস্বপনে যেন সুনিদ্রা ভাঙ্গিল !
গ্রীবা বাঁকাইয়া দয়িত-গ্রীবায়
ছিল বিহঙ্গিনী প্রেম-প্রতীক্ষায়,
সহসা শুনিয়া কাল-শৃঙ্গ-রব
বিহঙ্গ সহিত উড়িল ব্যোমে ।

৪

“যতনের শৃঙ্গ বাজ ঘোর রবে,
চেতুক, জাগুক, জগতজন ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস ;
নীরবে থে'ক না—হয়ো না হতাশ,
ছাড় হুহুঙ্কার, কাঁপাও আকাশ,
চেতুক, জাগুক, জগতজন।”

৫

এত বলি' কাল গভীর আওয়াজে
বাজাইল শৃঙ্গ, সুগভীর বাজে ;—
“জয় জয় কাল ! অসীম অক্ষয়,
অতুল ক্ষমতা তব বিশ্বময় ;
তুলনায় কেহ তব তুল্য নয়,
পরাক্রম তব বিশ্ব করে জয়।
কত আখণ্ডল, কত পঞ্চানন,
কত চতুর্ম্মুখ, কত নারায়ণ,
কত কত শশী, কত কত ভানু,
কত গ্রহপতি কতই কৃশানু,

অসংখ্য জগৎ, তারা অগণন,
অসংখ্য জলধি, ভূধর, কানন ;
পশু পক্ষী কীট মানব নিচয়
তোমার প্রতাপে হ'তেছে বিলয়।
তোমারি প্রতাপে সকলি আবার
হ'তেছে সৃজিত কত শত বার ;
গড়িতে ভাঙ্গিতে—ভাঙ্গিতে গড়িতে
তব সম, বল, কে আছে জগতে ?
  কে ধরে ক্ষমতা তোমার মত ?
জগত কিরূপ আছিল প্রথমে,
এবে বা কিরূপ তব পরাক্রমে।
ছিল যে'টি কাল নয়নরঞ্জন,
কেন আজ তা'রে দেখি না তেমন ?
ছিল যে'টি কাল অতি কদাকার,
কেন আজ সে'টি শোভার আধার ?
তব ইন্দ্রজালে এইরূপ হয়,
'চির দিন কভু সমান না রয়।,
এই মহামন্ত্র কোথা শিখেছিলে ?
এই মহামন্ত্র কে তোমারে দিলে ?
  এ মন্ত্র লভিলে ক'রে কি ব্রত ?

৬

“প্রাচীন মিসর গৌরব-আগার ;
প্রাচীন পারস্য রতন-ভাণ্ডার ;
পুরাতন রোম, গ্রীশ, বাবিলন
কি ছিল, হায় রে, এবে বা কেমন !
শুধু আছে নাম, সে ভাব কোথায় ?
কেন হেন হ’ল ? কা’র ক্ষমতায় ?
তোমারি ক্ষমতা এই কথা কয়,
‘চিরদিন কভু সমান না রয়।’
কালের ক্ষমতা অপ্রতিহত।
সোণার ভারত পার্থিব অমরা
যশে গুণে ধনে পূরেছিল ধরা ;
চঞ্চলা কমলা অচলা হইয়া,
ছিলা বিরাজিত, কমলে ভূষিয়া ;
অসংখ্য-রসনা-ধরা সসাগরা
‘সোণার ভারত ভূতল-অমরা’
এ কথা নিয়ত সঘনে গায়িত,
প্রতিধ্বনি উহা বহিয়া ধাইত ;
দেব-কল্লোলিনী তুলিয়া লহরী,
ইহাই গায়িত সুছাঁদে বিবরি’ ;

প্রণয়িনী সহ বিহঙ্গের দল
কল-কণ্ঠে ইহা গায়িত কেবল ;
শীকর-রসিত শীতল পবন
ইহাই গায়িত ছাইয়া গগন ;
প্রভাতে—নিশীথে—গোধূলি সময়ে
নব নব বেশে প্রকৃতি সাজিয়ে,
গায়িত বাজা'য়ে যন্ত্র সপ্তস্বরা ;—
'সোণার ভারত ভূতল-অমরা ;
কে বল, ভূতলে ভারত মত ?'

৭

"ভারতের কবি, প্রকৃতি-পালিত,
বাজাইয়া বীণা বিপিনে গায়িত ;
কবির কল্পনা নন্দনকানন ;
কবির কল্পনা অমর-ভুবন ;
স্বর্গ-মন্দাকিনী সুধা-প্রবাহিণী
কবির কল্পনা, অলীক কাহিনী ;
দেব-কল্পতরু ; পারিজাত ফুল ;
চির-সুখময় স্বরগ অতুল—
কবির কল্পনা ; নতুবা সে সবে
কে ভাবে প্রকৃত ? কে দেখেছে কবে ?

প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে ;
স্থির করি' দেখ নয়নের তারা ;—
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
পবিত্র ভূধর দেব হিমালয়
তুষার-মণ্ডিত চিরশোভাময় ;
পুণ্যতোয়ময়ী জাহ্নবী তটিনী,
পুণ্যতোয়ময়ী কলিন্দ-নন্দিনী
হিমাদ্রি সম্ভূতা, ভারতের হিয়া
অমৃতের ধারে শীতল করিয়া,
অবিরাম গতি—ধাই'ছে সাগরে ;
বাহু প্রসারিয়া সাগর' আদরে।
নটন-নিপুণ তরঙ্গ নিকর
উঠি'ছে—পড়ি'ছে—ধ্বনি তর তর।
কুসুমিত বন, পাদপের শ্রেণী,
শাখায় শাখায় বিনাইয়া বেণী,
ডগায় ধরিয়া, কুসুম-রতন,
দেখ রে চাহিয়া, শোভি'ছে কেমন!
বীরত্বের ভুমি ভারত-ভবন,
ভারত-সন্তান বীরত্ব-জীবন ;

স্বাধীনত্ব-রবি ভারত-গগনে,
দেখ রে চাহিয়া, অযুত কিরণে
দশদিশি সদা করি'ছে উজ্জ্বল,
প্রতিভাত তাহে আকাশ ভূতল,
আকাশের রবি কত তেজ ধরে?
শত শত রবি এ রবি-গোচরে
মানে পরাজয়, ধরার পিছনে
লুকায় সলাজে লোহিত বদনে!
প্রকৃত স্বরগ যদি দেখিবারে
আশা কর, এস ভারত মাঝারে;
স্থির করি' দেখ নয়নের তারা;
'সোণার ভারত মরতে অমরা।'
কে বল, ভূতলে ভারত মত?"
এই গীত গেয়ে, ক্ষণেকের তরে
নীরবে সে শৃঙ্গ রাখিয়া অধরে,
বিরাম লভিলা অবিনাশী কাল,
পুন বাজাইলা—গভীর—বিশাল;
গর্জ্জিত জলদ যথা ক্ষণতরে
নীরবিয়া পুন ডাকে ভীম স্বরে।
'সোণার ভারত' হ'য়েছে বিলয়,

এবে রে ভারত যমের নিরয়!
অবিনাশী কাল! তোমার শকতি,
করেছে ইহার এ হেন দুর্গতি!
সে দিন যাহারে অনন্ত যতনে
সাজাইয়াছিলে অতুল রতনে,
ভুবনের সুখ একীভূত ক'রে
রেখেছিলে যা'র হৃদয়-কন্দরে;
দেব-তূলি ধরি' হরষিত চিতে,
রূপরাশি যা'র নিয়ত আঁকিতে,
তব কূট-চক্রে সে ভারতভূমি
এবে বা কিরূপে ঘূরিতেছে ভ্রমি'!
অস্থিচর্ম্মসার তব পদাঘাতে,
অধীনতা-পাশ বাঁধা দুই হাতে!
অবিরল অশ্রু ঝরি'ছে নয়নে,
মলিনতা মাখা অমল বদনে,
তব অস্ত্রাঘাতে অক্ষত শরীর
বিক্ষত হ'য়েছে—বহি'ছে রুধির!
যে জাতির তেজে সমগ্র ভূতল
প্রতি লহমায় হইত চঞ্চল;
সেই জাতি এবে শবের মতন

পড়িয়া ভূতলে করি'ছে লুণ্ঠন।
সেই এক দিন এ জাতির ছিল,
তোমার ভ্রূভঙ্গি তাহা ঘুচাইল,
উন্নত শিরস হয়ে'ছে নত।"

৮

এত বলি' কাল, ক্ষণেকের তরে,
কি জানি, কি স্মরি' ব্যাকুল অন্তরে
নীরবিয়া, শৃঙ্গ পুন বাজাইল,
এই ক'টি কথা আকাশ ছাইল;
মাভৈর্মাভৈঃ ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসী!
কাল-চক্র ঘোর পরিবর্ত্তনীয়,
রবিশশিসম চিরগতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘূরিয়া, হইবে বিলীন
যতেক যাতনা বিপদ রাশি।"

শুকপক্ষী।

১

ভাগ্য আজি আসিলাম সুরধুনী-তীরে রে,
ওরে পাখি, তাই তোরে দেখিনু শাখায়।
কি হেতু নীরব হ'লি ? গাও ফিরে ফিরে রে,
কেন ভয় ? ভালবাসি আমি যে তোমায়।
জুড়া'তে তোমার গানে, কতবার এই খানে
আসিয়াছি, দেখিয়াছি শাখায় শাখায়,
কিন্তু, হায়, একদিন' দেখিনি তোমায়।

২

আজি পাইয়াছি তোরে বিহঙ্গ-ভূষণ রে,
অমিয় জিনিত গলে বারেক শুনাও
সেই গান, যেই গানে পূরাও গগন রে,
যেই গানে জগতের পিপাসা মিটাও।
কোনক্রমে ছাড়িব না, এক পাও নড়িব না,
গাও গান, না গায়িলে মোর মাথা খাও,
শাখি-শাখে ব'সে পাখী একবার গাও।

৩

স্থলে জলে ধীরি ধীরি বহি'ছে পবন রে,
ঝুরু ঝুরু রব হয় পাতায় পাতায় ;

কলরবে কল্লোলিনী করি’ছে গমন রে,
চঞ্চল লহরী-কোলে লহরী খেলায় ;
নব কিসলয়-কোলে বিকচ কুসুম দোলে ;
সমীর অধীর হ’য়ে চুমিয়া তাহায়,
উড়া’য়ে সুরভি রাশি আকাশে ছড়ায়।

৪

অরুণবরণময় তরুণ অরুণ রে,
ঐ দ্যাখ্, উঁকি পাড়ে পূরব গগনে ;
নয়ন-বিভায় তাঁ’র পল্লব তরুণ রে
সবুজে লোহিতে শোভে নবীন বরণে।
ডাল পালা ব্যবচ্ছেদে, পরিসর ভেদাভেদে,
পড়ি’ছে ভানুর কর জাহ্নবী-জীবনে ;
সে জানে এ শোভা, যেই দেখেছে নয়নে।

৫

এমন সুখের স্থলে—সুখের সময় রে,
যে আশা করিয়া আমি আসিয়াছি আজ ;
সে আশা পূরাও, পাখি, হয়ো না নিদয় রে !
পর-উপকার করা দয়ালুরি কাজ।
বনের বিহঙ্গবর, ছাড়িয়া মধুর স্বর
আশা তিরপিত কর, জুড়াও শ্রবণ,
তৃষা নাশ রস-ধারা করিয়া সিঞ্চন।

৬
বহু দিন মধুময় গান শুনি নাই রে,
তাই সে তোমার কাছে মিনতি আমার ;
নরের সাধিত কণ্ঠে, শুনিতে না চাই রে,
কৃত্রিম সঙ্গীত, গুণ কি আছে তাহার ?
স্বভাবের পাখী তুমি, তাই ভালবাসি আমি
শুনিতে তোমার গলে সুধার ঝঙ্কার ;
গাও, রে গায়কবর, গাও একবার।

৭
পুরুষের কণ্ঠরব বিষ বোধ হয় রে,
আমারে লাগে না ভাল, আসিয়াছি তাই
শুনিতে তোমার, শুক, স্বর মধুময় রে,
শুনাও,—শুনিয়া ফের ঘরে ফিরে যাই।
যদি, পাখি, বল তুমি,—'সঙ্গীতে ভারতভূমি
অদ্বিতীয়া ধরাতলে, তুলনাই নাই।'
বাস্তবিক ছিল আগে ;—এখন বড়াই।

৮
রমণীর কণ্ঠ, পাখি, জানি সুধাময় রে,
কিন্তু এবে কোন্ নারী সে সুধা বিলায় ?
খেমটা-বাই'র গলে—শুনে ঘৃণা হয় রে!
যদিও রমণী-কণ্ঠ—কে শুনিতে চায় ?

যে শুনিতে চায় চা'ক্, সে সুধা যে খায় খা'ক্!
আমি তা' চাহি না, পাখি, তুমিই আমায়
শুনাও; তোমারি গান মধুর শুনায়।

৯

এবে রে, বিহগবর, এ বঙ্গভবনে রে,
অই দ্যাখ্, ঘরে ঘরে বিবাহ, পূজায়,
খেম্‌টা বাই'রে ল'য়ে বঙ্গসুতগণে রে,
মাতি'ছে রসিত হ'য়ে সবিষ সুরায়!
মন খুলে লাল জলে, উঠি'ছে রমণী-গলে
গীত-ছটা! শ্রোতৃগণ সাবাসে তাহায়!
নরকে ভূতের দল পেতিনী নাচায়।

১০

ভারতের সে সুদিন ঘুচিয়া গিয়াছে রে,
পুরনারী গীত-ধারা বরুষে না আর!
উত্তরা বিরাট-সুতা এবে কেউ আছে রে,
শুনা'তে বিশুদ্ধ গান ভারত মাঝার?
বারনারী গায় গান, লম্পটেরা ধরে তান,
মদিরার গন্ধ উঠে!—উঠে রে উদ্গার!
ভারত ডুবেছে এবে নরক মাঝার!

১১

তাই রে, বিহগ, তোর মনভোলা গান রে
শুনিতে এসেছি আজ ত্যজিয়া ভবন;
গাও সুখে একবার, জুড়া'ক্ পরাণ রে,
মিটুক্ বাসনা—সুখী হউক শ্রবণ!
বালমীকি, বেদব্যাস, ভবভূতি, কালিদাস,
শ্রীহর্ষ, ভারবি, মাঘ যত কবিগণ
গেয়ে গেছে কত গীত জগতমোহন।

১২

তা'র পর জয়দেব কবিতা-কাননে রে
'রাধাকৃষ্ণ' বুলি—চিরমিশ্রিত সুধায়!—
ঢুলি' ঢুলি' ঢেলেছেন বঙ্গের শ্রবণে রে,
নিদাঘ-তৃষিত কণ্ঠে অমৃতের প্রায়।
বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কাশীদাস, কৃত্তিবাস,
ভারত, মুকুন্দরাম, প্রসাদ*, ঈশ্বর
গায়িলেন কত গীত বঙ্গের ভিতর।

১৩

আর এক পাখী, পাখি, কি ক'ব তোমায় রে,
সে পাখীর নাম ছিল 'শ্রীমধুসূদন';

---

* রামপ্রসাদ সেন।

ডুবা'য়ে গিয়াছে বঙ্গ অক্ষয় সুধায় রে,
সে সুধায় বসুধায় সুখী যত জন ;
কি যে মধুরিম গান, কি যে মধুরিম তান
ছাড়িত সে কলকণ্ঠী, হ'বে কি তেমন ?
সে পাখী গিয়াছে উড়ি' ছাড়িয়া কানন !

১৪

সেই পাখী—শেষ পাখী বঙ্গের কাননে রে,
গায়িতে গায়িতে গান পালা'ল যে দিন ;
সে দিন হইতে সুধা পশে না শ্রবণে রে !
তেজাল বাসনা মোর হ'য়েছে মলিন !
আধুনিক কবি যা'রা, ছাতারে, বায়স তা'রা,
নীরস কর্কশ রবে গায় প্রতিদিন !
শ্রুতিমূলে বাজে যেন তন্ত্রহীন বীণ !

১৫

এসেছি সে হেতু তোর গান শুনিবারে রে,
তোমারি মধুর গান শ্রবণরঞ্জন !
কেন দেরি, ওরে পাখি ? সুমধুর ধারে রে
নীরস মানসে রস কর বরিষণ।
প্রেয়সী-বিরহে কেহ ত্যজিয়া সংসার গেহ,
আসিয়া তোমার কাছে করে আকিঞ্চন
শুনিতে তোমার গান ভুবনমোহন !

১৬

জুড়াও তাহারে তুমি সুধা বরিষণে রে,
নিদাঘে নীরস গাছে যেন জলধর
মধুর শীতলতর সলিল সিঞ্চনে রে
নবীন পল্লবময় করে কলেবর।
যতক্ষণ তুই তা'রে ভিজা'স্ সঙ্গীত-ধারে,
বিরহ-যাতনা তা'র হয় রে অন্তর ;
দুখের জগতে তুই সুখের আকর।

১৭

কিন্তু, পাখি, বিরহের যাতনা কেমন রে,
(প্রেয়সী-বিরহ !) আজ' জানি না তাহায় !
বিরহ-শান্তির গানে নাহি প্রয়োজন রে ;
যা'র যা' বাসনা যায়—তা'রেই সে চায়।
অতএব যে আশায় এসেছি, পূরাও তা'য়
সঙ্গীত-মাধুরী ঢালি' ; নিবেদি তোমায়,
তুমি বই সে সঙ্গীত কে আর শুনায় ?

১৮

জগতে স্বাধীন জীব তুমি, শুকবর রে,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও ;
সেই গান ভাল বাসে আমার অন্তর রে,
বারেক সে গান গেয়ে হৃদয় জুড়াও।

সে গান তুমি না হ'লে ভাল লাগে কা'র গলে ?
তা'ই বলি, বন-মণি, একবার চাও,
'স্বাধীনতা' কি যে ধন, সেই গান গাও।

১৯

ভারত এখন, পাখি, পরের অধীনী রে,
অধীনী মায়ের কোলে, ওরে শুকবর,
অধীন' আমরা ! ওই দুখ-নিশিথিনী রে
করেছে আঁধার, হায়, হৃদয়-অম্বর !
দেখ্, পাখি, পলে পলে, নয়ন ভাসি'ছে জলে,
অধীনতা-হলাহলে অন্তর কাতর।
বড় দুখী, পাখি, মোরা জগত ভিতর !

২০

আমাদের প্রতি বিধি বড়ই নিদয় রে,
পরের পাদুকা তা'ই শির পাতি' বই !
পর-পদাঘাতে চূর্ণ হ'য়েছে হৃদয় রে,
না পারি সহিতে, তবু ম'রে ম'রে সই !
খেতে, শুতে, দিনে রেতে, বিষম যাতনা পেতে
আমাদের মত জাতি এ জগতে কই ?
সবাই স্বাধীন, সুখী ;—আমরাই নই !

২১
এ ভারত একদিন, বিহঙ্গ-রতন রে,
ভূতলে স্বরগ ছিল ; কে ছিল তেমন ?
পশ্চিমে দক্ষিণে পূর্ব্বে জলধি-বেস্টন রে ;
উত্তরেতে হিমালয় ভূধর-রাজন ;
বাঁধা ছিল আট ঘাট, দুই দিকে দুই ঘাট,
শত্রু-বল-অবরোধী প্রাচীর মতন,
তিন ধারে জলধির পরিখা-বেস্টন।

২২
যমুনা জাহ্নবী আদি তটিনী নিচয় রে,
রজত জিনিত হার ভারত-গলায় ;
সুবিশাল দেহ খানি মণি-খনিময় রে,
কবরী শোভিত নব লতিকা-মালায় ;
সুবাস কুসুম-বাস, পূর্ণেন্দু মধুর হাস,
পরাজিত সর্ব্ব দেশ ভারত-বিভায় ;
শশাঙ্ক খদ্যোত-ভাতি যেমতি নিভায়।

২৩
হায় রে, বিহঙ্গবর, বিধি-বিড়ম্বনে রে,
ভারতের সে মুরতি মলিন হ'য়েছে।
নিয়ত পীড়িতা হ'য়ে বিজাতী শাসনে রে,
সে রূপ ঘুচিয়া গিয়া কঙ্কাল র'য়েছে !

আজিও সাগর নাচে, আজ' ফুল ফুটে গাছে,
আজিও হিমাদ্রি বটে উন্নত র'য়েছে ;
কিন্তু সে অমর-ভাব ঘুচিয়ে গিয়েছে !

২৪

আজিও ধাই'ছে ঐ জাহ্নবী যমুনা রে,
ঢুলা'য়ে লহরীমালা অস্ফুট বাদনে ;
আজিও লতিকাকুল কুসুম-ভূষণা রে ;
আজিও আকর পূর্ণ বিবিধ রতনে ;
কিন্তু রে তেমনতর হৃদয়শীতলকর
দৈবভাব নাহি আর ভারত-ভবনে !
'অধীনতা' গ্রাসিয়াছে করাল বদনে।

২৫

মধুর পূর্ণিমা রেতে জলদ উদয় রে,
কিম্বা চির অমানিশি হ'য়েছে বিস্তার ;
অথবা অবুত দীপ পূর্ণালোকময় রে,
নিবেছে ভারত-মুখ করিয়া আঁধার !
নিশাচরী অধীনতা ভারত কনকলতা
বিশাল বিষাল দাঁতে চর্ব্বি' অনিবার,
করেছে কি দশা—হায়—অস্থিচর্ম্ম সার।

২৬

ত্যজিয়া ভারত-লক্ষ্মী ভারত-ভবন রে
অপার জলধি-পারে করেছে গমন ;
ত্যজিয়া চন্দ্রমা যেন সুনীল গগন রে,
দৃষ্টি-অবরোধী জলে হ'য়েছে মগন !
অন্ধকার চারি ধার, অন্ন বিনা হাহাকার,
পীড়নে ভারতবাসী করি'ছে রোদন !
ভারত-সন্তান এবে মলিন বদন !

২৭

পাখি রে, হ'বে কি পুন সুদিন উদয় রে ?
পুন কি ভারতে, পাখি, আনন্দ ছুটিবে ?
পুন কি ভারত-দুখ হইবে বিলয় রে ?
স্বাধীনতা-জয় গান পুন কি উঠিবে ?
পুন কি গৌরব-রবি দেখা'য়ে উজ্জ্বল ছবি,
এ আঁধার বিনাশিয়া গগনে ফুটিবে ?
বোধ হয়, সে সুদিন আর না ঘটিবে !

২৮

তাই ত হতাশ হ'য়ে তোমার নিকটে রে
এসেছি ; গাও রে গান—গাও একবার ;
স্বাধীনতা এ কপালে যদিও না ঘটে রে,
তবুও সে গানে সুখ হইবে সঞ্চার ।

স্বাধীনতা-গান বই, কোন' গানে সুখী নই;
তাই রে, স্বাধীন পাখি, মিনতি আমার,
অধীনের কাণে কর সে গীত আসার।

সারস্বত সম্মিলন।*

১

দেবী সরস্বতী বঙ্গ-নিকেতনে
বিভূষিত হ'য়ে কমল ভূষণে
বিরাজেন আজ কিসের কারণ?
কিসের কারণ বঙ্গ-সুতগণ
পূজি'ছে দেবীরে কুসুমদলে?
কিসের কারণ দেবীপদপাশে
বঙ্গবাসিগণ গললগ্নবাসে,
নয়ন মুদিয়া ধ্যানে নিমগন,
স্তবের নিনাদে পূরি'ছে গগন,
'জয় মা ভারতি!' সকলে বলে?

২

এ কি সেই বঙ্গ? সে দিন যেখানে
ভারতী বসিয়া হৃদয়াসনে,

---

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ্ রিয়ুনিয়ন্' উপলক্ষে রচিত

সুখে দেব-বীণা বাজা'য়ে যতনে
হাসিতেন সদা হরিষ মনে ?
এই—সেই বঙ্গ ; কিন্তু, হায় হায়,
সে হৃদয় আর এখানে নাই ;
নীরস কুসুম নীরস শাখায়
দুলি'ছে বিষাদে, দেখিতে পাই !

৩

তবে কেন আজ দেবী সরস্বতী
বিরাজেন ?—আজ শ্রীপঞ্চমী তিথি ;
তাই ভারতীর শুভ আগমন ;
তাই ভারতীর ভজন পূজন
   আজি বঙ্গভূমে করি'ছে সবে।
পুরুষানুগত-প্রথা-অনুসারে
এই এক দিন বঙ্গের মাঝারে ;
বাঙ্গালির দগ্ধ হৃদয়-কন্দরে
দেব-ভাব কিছু আজিই সঞ্চরে,
   যা'র কাছে যাও, সেই রে ক'বে।

৪

   নতুবা তা' ছাড়া
নিরানন্দ-ভূমি বঙ্গের ভিতরে

যন্ত্রণার স্রোত নিয়ত বহে!
পীড়িত বাঙ্গালি হৃদয়-কন্দরে
সেই স্রোতাঘাত নিয়ত সহে!
পরাজিত জাতি বাঙ্গালি নিচয়
জেতৃজাতি-পাশে কীটের মত!
হায় রে, সে কথা কহিতে হৃদয়
পুড়ে যায়, সুধু অসুখ যত!

৫

কেন, হে বিধাত, বাঙ্গালি গড়িলে?
যশ তরে? কিন্তু কুযশ রাখিলে;
বল বল, বিধি, এ জগতী তলে
বাঙ্গালির মত কে আছে দুখী?
বল হে বিধাত! বল একবার,
বাঙ্গালির প্রতি এ কোন্ বিচার?
এই কি, বিধাত, করুণা তোমার?
বাঙ্গালির দুখে তুমি হে সুখী?

৬

তুমিই, বিধাত, গড়েছ হৃদয়;
কাহার হৃদয় সুখের ভূমি;

বাঙ্গালি-হৃদয় চির-দুখ সয় ;
এই কি, বিধাত, দয়ালু তুমি ?
মানবে মানবে পক্ষপাতী হয়,
দেবতাও কি হে তাহার মত ?
কেহ ভুঞ্জে সুখ ; কেহ দুখ সয়,
এই কি, তোমার আমর ব্রত ?

৭

দেখ পদ্মযোনি, এ মহীমণ্ডলে
বাঙ্গালেরে ভীরু কাপুরুষ বলে
কেন হে সকলে ? কি পাপের ফলে
এত অপমান সহিতে হয় ?
কি কুক্ষণে, বিধি, গড়িলে বাঙ্গালি,
বহন করা'তে কলঙ্কের ডালি
এ জাতির সৃষ্টি ; নতু চিরকালি
এত বিড়ম্বনা কি হেতু সয় ?

৮

যা' হ'বার হ'ল ; পরে যেন আর
এ কলঙ্করাশি যা'তে না ঘটে,
সেইরূপ বিধি, বিধি হে, তোমার
অবশ্য করাই উচিত বটে।

বাঙ্গালির পানে মুখ তুলে চাও,
পিপাসা মিটাও করুণা দানে ;
কৃপায় যন্ত্রণা-অনল নিবাও,
হরষ বরষ বিরস প্রাণে।

৯

এই 'বিদ্যালয়-পুনঃ-সম্মিলনে'
অনেক বাঙ্গালি এসেছে এখানে ;
চাও আজি, দেব, তাহাদের পানে,
তোমা বই, বল কে আছে আর ?
যদিও ইহারা মানসে পীড়িত ;
তবুও সকলে আজি হরষিত
প্রিয় সম্মিলনে ; কর আপ্যায়িত
বরষি', সরস করুণা-ধার।

১০

ভাই ভাই যদি রহে ঠাঁই ঠাঁই,
তা'র চেয়ে দুখ কি আছে ভবে ?
ভাই ভাই যদি রহে এক ঠাঁই,
তা'র চেয়ে সুখ কি আর হ'বে ?
আজি এ উদ্যানে বঙ্গ-সুতগণ,
একত্রে মিলিত ; কি আছে আর

এর চেয়ে সুখ ? বিষাদিত মন
প্রিয়-সম্মিলনে সুখী সবার।

১১

এ হেন সুযোগে যেন এইখানে,
হে বিধাত, তব দয়ার বিধানে
ভাবী কুশলের সূত্রপাত হয় ;
কলঙ্কের কালি যেন ধু'য়ে যায় ;
যেন সবে হয় সুযশোভাগী ;
একতা-বন্ধন, জাতীয় উন্নতি,
মনের মিলন, শুভ কার্য্যে মতি,
পঞ্জরে পঞ্জরে স্বদেশের মায়া
থাকে যেন, যথা শরীরের ছায়া,
হৌক্ সবে স্বীয় ভাষানুরাগী।

১২

আকরে যেমতি হীরকাদি মণি
জনমে তোমার মহিমা-বলে ;
সাগর যেমতি মুকুতার খনি ;
পাদপ যেমতি ভূষিত ফলে ;
এই 'বিদ্যালয়-পুনঃ-সম্মিলনে'
তেমতি তোমার করুণা-বলে

সুভাগ্য-হীরক, সুখ্যাতি-মুকুতা,
একতা-সুফল যেন হে ফলে।

১৩

নির্ঝরের জল বিন্দু বিন্দু হ'য়ে
স্রোতের আকারে যথা যায় ব'য়ে;
বাঙ্গালির তথা হৃদয়-নির্ঝরে
যে সব সুচিন্তা-জল বিন্দু ঝরে,
তব গুণে যেন প্রবল বেগে
বাধা-কূল ভাঙ্গি', স্রোতের আকারে
ব'য়ে যায় এই ভূতল মাঝারে;
সেই স্রোত-জলে অলীক কলঙ্ক,
সেই স্রোত-জলে অপযশ-পঙ্ক,
ধু'য়ে যায় যেন, থাকে না লেগে।

১৪

বাঙ্গালি-হৃদয়ে যে দুখ-অনল
জ্বলে দিবানিশি প্রবল হ'য়ে;
নিবা'বে তাহারে সেই স্রোত-জল
প্রতি লোম-কূপে বাহিত হ'য়ে।
নিবিবে আগুন, জুড়া'বে হৃদয়;
শীতল হইবে তাপিত মন;

মূর্ত্তিমতী শান্তি হইবে উদয়
সেই স্রোত-জলে ধু'য়ে চরণ।

১৫

দেখিব সে দিন বাঙ্গালির যশ
গায়িবে সকলে পূরি' দিগ্‌দশ ;
দেখিব সে দিন বঙ্গের তমস
হইবে বিলীন ; সুখ-তামরস
  ফুটিবে সে দিন এ বঙ্গ-সরে ;
সেই দিন, বিধি, আমরা তোমারে
'আমাদের বিধি' ক'ব বারে বারে ;
সেই দিন সবে মানসে জানিব
'বিধি দয়াময়' ; অবশ্য মানিব
  'বিধাতার দয়া বাঙ্গালি'পরে'।

প্রতিধ্বনি।

১

কে লো অয়ি বিজনবাসিনি ?
যে কথাটি কহি আমি, সে কথাটি কেন তুমি,
জড়িত ভাষায় কও, জড়িতভাষিণি,
কে লো অয়ি বিজনবাসিনি ?

২

বিশেষ বিনতি করি, সমীরণ-সহচরি,
কহ তুমি, শূন্যময়ি, কহ লো আমায়,
তৃপ্ত কর কুতূহল, ত্যজি জন-কোলাহল,
বিরলে বিহর তুমি, কিসের আশায় ?
যেখানে কেহই নাই, সেখানে তোমায় পাই,
বিশাল খিলান-গৃহে, ভূধর-গুহায়
সদাই তোমার, ধনি, ধ্বনি শোনা যায় !

৩

সরল বাঁশরী করে, সরল সরল স্বরে,
সরল কৃষক যুবা সরল অন্তরে
অই যে বিটপি-মূলে, কি গাই'ছে মন খুলে,
তুমি সে মধুর ধ্বনি ধ্বনি'ছ সাদরে।
বিহগী বিহগ সনে, কূজি'ছে আনন্দ মনে,
গায়ি'ছে প্রেমের গান গাছের উপরে ;
ধ্বনি'ছ সে ধ্বনি, তুমি, হরিষ অন্তরে !

৪

বল, লো পবনপ্রাণা, বল বল স্ববচনা,
যদিও বদন তব দেখিনি নয়নে,
কিন্তু যে নিয়ত শুনি যে কথাটি কও তুমি,
পরের কথায় কথা তোমার বদনে।

পরের প্রত্যাশী হ'য়ে, পর-কথা ক'য়ে ক'য়ে,
কেন লো, অলক্ষে ভ্রম ? ভেবে দেখ মনে,
কোথায় গৌরব পর-প্রত্যাশি-জীবনে ?

৫

পরের উপরে ভর, করে লো সমান্য নর,
অমর-কামিনী তুমি, তুমিও তেমন ?
না না, তা' কি কভু হয় ? তোমার রসনা কয়
যে ভাবে পরের কথা—নিঃস্বার্থ বচন।
অহৃদয় নীচমনা এ জগতে যত জনা,
বিদ্রূপকারিণী তোমা কহে অনুক্ষণ,
আমি তা' নারিব মুখে আনিতে কখন।

৬

পরের দুখেতে দুখী, পরের সুখেতে সুখী
তুমি লো অমর-বালা, এ বিজন স্থলে।
কাঁদি যদি, কাঁদ তুমি, হাসি যদি, হাস তুমি,
গাই যদি, গাও তুমি মজি' কুতূহলে।
নাহিক তোমার কায়া, নাহিক তোমার ছায়া,
কেবল বচন-সুধা বদন-কমলে ;
বচন-রূপিণী তুমি এ মহীমণ্ডলে।

৭

আকাশ-বাণীর মত, শূন্য হ'তে কত মত
ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা কও, গভীর-নাদিনি!
বড় আশা মনে মনে, কহ কহ, সুবদনে,
কে তুমি আকাশে ফির, আকাশ-নন্দিনি?
কত বার কত লোকে পড়ি' নানা দুখ শোকে,
বিজনে আসিয়া কাঁদি' ভাসায় মেদিনী;
আশ্বাস তাহারে তুমি, আশ্বাস-বাদিনি!

৮

জানিনু তোমায় আমি, 'প্রতিধ্বনি' নামে তুমি,
একাকিনী, কিন্তু হ'য়ে কথক-সঙ্গিনী,
মনোমত যেই স্থান, কর তথা অবস্থান
অলক্ষে, অথচ হ'য়ে পবন-বাহিনী।
ভাল, আজি ভাল হ'ল, ঘন ঘন বল বল,
যেই কথা বলি আমি, দুখের কাহিনী;
মোর সনে সেই কথা কহ, সুনাদিনি!

৯

কি কথা কহিব আর, কিবা আছে কহিবার?
আনন্দের কথা মোর কিছুই ত নাই।
কাঁদিবার কথা আছে, তাহাই তোমার কাছে
অশ্রুপাত সহকারে আজি ক'য়ে যাই।

এমনি দারুণ কথা, কহিতে দারুণ ব্যথা
হৃদয়ের অন্তস্তলে যদিও লো পাই ;
তবুও তোমার কাছে আজি ক'য়ে যাই।

১০

মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মগ্ন নরক ভিতরে !
যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি' আশাম্বর,
একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে ;
পলাশীতে তা'ও মগ্ন চিরকাল তরে !

১১

প্রতিধ্বনি অমনি তখনি,
আমার হৃদয় ব্যথা মিলিত দুখের কথা
(নর-জীবনের, হায়, বিষাদের খনি !)
কহিলেক জড়িতভাষিণী ;—

১২

'মহাপাপী সাবুদ্দিন রাহুগ্রাসে যেই দিন
ভারতের সুখ-শশী, অন্যায় সমরে,
গরাসিল চির তরে ; ভারত সে দিন ধ'রে
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে মগ্ন নরক ভিতরে !

যদিও তাহার পর, ক্ষণে ঝকি' আশাম্বর,
একটি নক্ষত্র ছিল দূরদূরান্তরে ;
পলাশীতে তা'ও মগ্ন চিরকাল তরে !'

নিয়তি।

হায় রে !
নিয়তির বল কার্য্যে অবিচল ;
আজ, নয় কাল ফলিবেই ফল।
কে তা'রে নিবারে ? কাহর শকতি
ফিরাইতে পারে নিয়তির গতি ?
ধন্য রে নিয়তি ! শকতি তোমার ;
তুমি বিশ্ব মাঝে শক্তি-মূলাধার !
ঐ যে প্রচণ্ড দীপ্ত দিবাকর,
—অগ্নিময়ী মূর্ত্তি, তেজ ভয়ঙ্কর !—
রাহুরূপে তা'রে ক্ষণে কর গ্রাস ;
ক্ষণে পুন ছাড়ি' প্রবল নিশ্বাস,
নির্ব্বাত জগতে সিংহনাদ ছাড়ি'
সাগরে আছাড় পাদপ উপাড়ি' ;
নিমেষে অনা'সে কত কি বিনাশ,
অট্ট অট্ট হাসি—বিভ্রম বিলাস !—

বাজা'য়ে বগল দাও রসাতলে
স্বরগ মেদিনী ; করাল কবলে
ধ'রে ধ'রে গিল বিশ্ব কোটি কোটি ;
কত বিশ্ব ভাঙ্গ উলটি' পালটি' !
লো-লো রসনা, করাল বদনা,
অশনি-গঠিত-অটুট-রদনা,
ঘোর উন্মাদিনি, গম্ভীরনাদিনি,
ভয়ঙ্করী-রূপা সর্ব্ব-উৎসাদিনি,
রুধিরপায়িনি, সমররঙ্গিণি,
সর্ব্বসংহারিণি, চির-উলঙ্গিনি,
রণ-রঙ্গ-ভূমে প্রবেশ যখন,
ঘটাও তখন কি যে কুঘটন,—
এক এক বার বিকট হাসিয়া,
থমকে ঠমকে দমকে নাচিয়া,
অযুত অযুত বিনাশ মানবে ;
পিয়ি' রক্তধারা, গর্জ্জ ভীম রবে !
কি যে বিভীষণ সে দৃশ্য তখন,
অনন্তও নারে করিতে বর্ণন।
কত পদাতিক, কত সেনাপতি,
কত হাতী ঘোড়া, কত নরপতি

তিরপিতে তব রুধির-পিপাসা,
অস্ত্রে অস্ত্রে ছাড়ে জীবনের আশা!
অয়ি রে নিয়তি! বল বল বল,
জীবনের ব্রত এই কি কেবল?
না না না, তা' নয়, ব্রত উদ্‌যাপন
কর শেষে নাশি' অসংখ্য জীবন!
প্রবেশ করিয়া শান্তিময় স্থানে,
বিকট বদনে, আরক্ত নয়ানে
'মহামারী' রূপে বলি 'মার মার'
কোটি কোটি জীবে কর রে সংহার!
দয়ারে ঠেলিয়া বাম পদাঘাতে,
নিষ্ঠুরতা সহ খড়্গ ল'য়ে হাতে,
ছিন্ন ভিন্ন কর জনপদ গ্রাম,
নষ্ট কর কত মূরতি সুঠাম!
হুহুঙ্কারে তব উঠে হাহাকার,
তরঙ্গিত হয় শান্ত পারাবার;
'পালা রে—পালা রে' শব্দ চারি ধারে,
'গেল রে সকলি, গেল ছারখারে!'
কত পিতা মাতা, স্নেহের আধার,
প্রাণাহুতি দেয় কবলে তোমার!

বালক বালিকা—কে করে গণন ?—
ও তোর কবলে অরপে জীবন !
নবীন-প্রণয়-অঙ্কুর ভাঙ্গিয়া
কত দম্পতীরে ফেলিস্ গিলিয়া !
হৃদয়-কবাট ও তোর দপেটে
কতক্ষণ থাকে ?—ফটাফট্ ফাটে !
নিশিত দশনে পেষিত হইয়া,
অস্থি রাশি রাশি যায় গুঁড়াইয়া।
শনির দৃষ্টিতে যেইমাত্র চা'স্,
দেহ হ'তে কত মস্তক উড়া'স্ !
লোকে লোকারণ্য বিশাল নগর
তোর দৃষ্টিপাতে হয় জর জর,—
জনপ্রাণীশূন্য মরুভূমি প্রায়
তোর নেত্রানলে দগ্ধ হ'য়ে যায় !
অয়ি রে নিদয়ে ! ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন ?
কখনই নয়—কখনই নয়,—
অকূল সাগরে ঝটিকা সময়
উগ্রচণ্ডা বেশে, অট্ট অট্ট হেসে,
উন্মত্তার মত এলায়িত কেশে,

অসংখ্য তরণী ঘূরা’য়ে ঘূরা’য়ে,
পাকসাটে দিস্ সলিলে ডুবা’য়ে ;
শত শত প্রাণী জলে ডুবে মরে!
সহায় বিহীন, কেবা খোঁজ করে ?
অয়ি রে নিদয়ে! ব্রত উদ্‌যাপন
এতেই কি তোর হয় সমাপন ?
কখনই নয়—কখনই নয়—
ও তোর পাষাণ কঠিন হৃদয়
জিঘাংসা আচারে দ্রবে কি কখন ?
রক্তে অসি-ধার হয় কি নরম ?
অয়ি রে পিশাচি!—রাক্ষসি!—ডাকিনি!-
পাপবৃত্তিময়ি!—ক্রূরা!—মায়াবিনি।
পাপফল-প্রদ ব্রত উদ্‌যাপন—
ক’রে পুণ্যফল লভিতে মনন ?
কোন্ শাস্ত্রে লেখে ?—কোন্ বিজ্ঞ বলে
পাপময় কাজে পুণ্যফল ফলে ?
কোন্ পুরোহিত এ প্রবৃত্তি তোরে
দিয়েছে, নির্দ্দয়ে, বল্ সত্য ক’রে ?
আসুরিক মন্ত্রে—আসুরিক ব্রতে,
রে নিয়তি। ব্রতী হইলি কি মতে ?

তোর ধর্ম্ম দেখে ঘৃণা মনে হয়,
তোর কর্ম্ম দেখে ক্রোধে হৃদি দয়।
রে সর্ব্বনাশিনি! ধর্ম্মভয় ছেড়ে,
অধর্ম্মের পথে ধাও তেড়ে তেড়ে।—
সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে ব্রত উদ্‌যাপন
করিতে কে তোরে করিল সৃজন?
এত ক'রে তোর পূরে না বাসনা?
এত ক'রে তোর রসে না রসনা?
দেখ্ রে পিশাচি! কি জঘন্য কাজ
ক'রেছিস্, পরি' পিশাচের সাজ!
দেখ্ নিশাচরি! দেখ্ রে নয়নে,
যদি দৃষ্টি থাকে—থাকিবে না কেনে?
অন্ধ যদি তুই হ'তিস্, পামরি!
শান্তি বিরাজিত দিবস শর্ব্বরী।
দেখ্, নিশাচরি! দেখ্ একবার
শোচনীয় দৃশ্য সমুখে আমার;—
'সোণার ভারত' ভস্মে পরিণত!
সৌভাগ্য-তপন চির অস্তগত।
করুণা, মমতা, ধর্ম্মভয় ভুলি'
সমুদ্যতা দিতে ভারতেরে বলি?

রমণী হইয়া রমণীর প্রতি
এত অত্যাচার ? ধিক্ রে নিয়তি !
সরোবর-জলে দিবাকর-করে
বিকচ নলিনী আসব-অধরে,
সমীরণ-ভরে হাসিয়া হাসিয়া,
হেলিয়া দুলিয়া, ভাসিয়া ভাসিয়া,
আপন মনেতে আপনা আপনি
সুখী হ'তেছিল ; তুই রে অমনি
প্রকাশিয়া বল, ছিঁড়ি' সে কমলে
ফেলিলি আছাড়ি' দৃঢ় শিলাতলে।
শুখা'য়ে গিয়েছে, মলিন হ'য়েছে,
আসব সুরভি সুষমা গিয়েছে !
কি বিচারে তুই ছিঁড়িলি কমল,
বল রে নিয়তি, বল মোরে বল ?
নিয়তি রে, ওরে স্বার্থপরায়ণা,
বল বল, তোর এ কি বিবেচনা,—
কামিনীকুলের কলঙ্ককারিণি,
বল একবার, বল মায়াবিনি,
'রমণী-হৃদয় দয়ামায়াময়'
সকলেই কয় ; ও তোর হৃদয়

কেন হেন নয়? কেন লৌহ-সম?
নিয়তি-হৃদয় এত নিরমম?
দেববালা হ'য়ে রাক্ষসীর মত
সর্ব্বনাশ-ব্রতে হইলি নিরত?
কেন তোরে বিধি অমরতা দিল?
নশ্বরের মত কেন না সৃজিল?
তোর গ্রাসে হয় সকলি বিনাশ;
কিন্তু, নিশাচরি, তোরে করে গ্রাস—
কেউ কি এমন' কোনখানে নাই?
তোর মৃত্যু বিধি কেন লিখে নাই?
অনার্য্য-পরশে আর্য্য-নিকেতন
তোরি তরে হ'ল নরকে পতন!

গীতচতুষ্টয়।*

১ম গীত।

মেঘনাদের উক্তি।

খাম্বাজ—চৌতাল।

(আস্থায়ী)

কনক-ভূষণ-ভূষিত সুন্দর
লঙ্কাপুর সুর-মনোহর;
হায় রে, তা'রে হীনবল নর
মরুভূ করি'ছে বানর-সঙ্গে!

(অন্তরা)

এখনি যাইয়ে সমরে পশিব,
অচিরে বানর নর নাশিব;
কেশরী হ'য়ে কি শৃগালে ডরিব?
রাক্ষস-বল নাহি কি অঙ্গে?

(সঞ্চারী)

রক্ষকুল ক্ষয় রমণীর তরে,
ছি ছি, তবে আমি এখন' কি ক'রে

---

* দ্বিতীয় সাম্বৎসরিক 'কলেজ রিয়ুনিয়ন্' উপলক্ষে 'ট্যাব্‌লিউ ভিবান্ট' অর্থাৎ সজীব প্রতিমূর্ত্তি প্রদর্শনাভিনয়ে গীত হইয়াছিল।

ভ্রমি উপবনে বামা-কর ধ'রে,
মজিয়ে মাতিয়ে প্রণয়-রঙ্গে ?

(আভোগ)

এক নারী হ'তে শত শত নারী
পতি সুত-শোকে ফেলে আঁখি-বারি ;
হায় ! আমি তা'য় কিছু না বিচারি',
রমণীরি সনে পূজি অনঙ্গে !

(সঞ্চারী)

এখনি ত্যজিয়ে রমণী-সঙ্গ,
এখনি ভুলিয়ে প্রণয়-রঙ্গ,
এখনি ঢাকিয়ে কবচে অঙ্গ,
পশিব সমরে চড়ি' তুরঙ্গে ?

(আভোগ)

ত্রিভুবন কাঁপে হুঙ্কারে যা'র,
মানব কি ছার নিকটে তা'র ;
নিমেষে কাটিয়ে শির সবার,
ভাসা'ব জলধি-নীল-তরঙ্গে।

২য় গীত।

কন্দর্পের প্রতি ভগবতী।

সুরট-খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কেন রতিপতি, এত ভীতমতি, ছাড় আশুগতি
কুসুম-বাণ।
কর মোরে প্রীত, কর সুর-হিত, ভাঙি' ফুল-শরে
শিবের ধ্যান।

(অন্তরা)

যোগেশের যোগ ভাঙি' একবার,
ভস্মীভূত বটে হ'য়েছিলে, মার!
এবে আমি আছি, সে ভয়ে তোমার
ব্যাকুল করিতে হ'বে না প্রাণ।

(সঞ্চারী)

যেই পঞ্চবাণে ভুবন কাঁপাও,
সেই পঞ্চবাণ চাপেতে চাপাও,
পঞ্চদশ আঁখি পঞ্চমুখ হরে
জাগাও, অভয় করি রে দান ;—

(আভোগ)

আদেশে আমার ঋতুরাজ হাসে;
মলয় সমীর বহে চারি পাশে;
কোকিল কোকিলা কুহু কুহু ভাষে;
এই বেলা দাও ধনুকে টান।

৩য় গীত।

সরমার ক্রোড়ে সীতা মূর্চ্ছিতা।

(কবি-উক্তি)

সুরঠ—আড়াঠেকা।

(আস্থায়ী)

রক্ষপুর-পঙ্ক সরে মলিনী হেম-নলিনী।
রাহুগ্রস্ত শশী সীতা সরমা-কোল-শায়িনী!

(অন্তরা)

হারাইয়ে পতিধন,
আজি সতী অচেতন;
মুদিয়ে যুগল আঁখি,
নীরব বীণা-নাদিনী।

(সঞ্চারী)

শুখা'য়ে গিয়েছে কায়,
চিকুর লুটি'ছে পায়,

নিশ্বাস মৃদুল বয়,
হায় রে কপাল!—

(আভোগ)

মুদিত নয়ন দিয়ে
অশ্রু যায় প্রবাহিয়ে;
ধুক ধুক করে হিয়ে;
মূর্চ্ছিতা রাম-মোহিনী।

৪র্থ গীত।

লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক মেঘনাদবধ।

(কবি-উক্তি)

পরজ—ঝাঁপতাল।

(আস্থায়ী)

সুরপতি ইন্দ্র ভীত যা'র বলে,
হুঙ্কারে যা'র ধরা থরহরি টলে।

(অন্তরা)

যাহার নিশিত শর
ছিন্ন করে চরাচর,
আজি সেই বীরবর
মরে রে অকালে।

(সঞ্চারী)

প্রাণাধিকা প্রিয়তমা,
বামাকুলে নিরুপমা,
প্রমীলা বিধবা হ'ল
কুভাগ্য ফলে ;—

(আভোগ)

হায়, এ কি কুঘটনা,
বিধির কি বিড়ম্বনা ;
রক্ষোবধূ অনাথিনী
ভাসে অক্ষি-জলে।

(সঞ্চারী)

যত দিন আয়ু যা'র,
কে তা'রে করে সংহার ?
কিন্তু তৃণাঘাতে মরে
সময় হলে ;—

(আভোগ)

প্রমাণ তা'র, দেখ রে,
বালক লক্ষ্মণ-করে
"লঙ্কার পঙ্কজ-রবি
গেলা অস্তাচলে।"

খুল্লনা।*

স্থান—অরণ্য।

সময়—বসন্ত প্রভাত।

১

(ঊর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)—

পোড়া বিধি রে !
পাষাণ সমান করে, কেন মোরে নারী ক'রে
স্বজিলি জগতীতলে, কি বাসনা করিয়ে ?
গড়িবারে পার ব'লে, তা'রি পরিচয় দিলে
অভাগিনী খুল্লনারে কাঁদাবারে স্বজিয়ে ?
হায় রে, নিদয় বিধি, এই মনে ছিল যদি,
কেন তবে সেই কালে—স্বজনের সময়ে
আঁকিয়ে লেখনী ডোর, লিখনি কপালে মোর
'অকাল-মরণ', হায়, নিরদয়-হৃদয়ে ?
তা' হ'লে যতেক দুখ কবে যে'ত ফুরা'য়ে !
আছে তোর ভাল শেখা অকাল-মরণ লেখা,
নবজাত কত শিশু ভূমিষ্ঠের সময়ে,

---

* ইনি ধনপতি সওদাগরের স্ত্রী ও শ্রীমন্ত সওদাগরের মাতা। কবিকঙ্কণ-কৃত চণ্ডী মহাকাব্য দ্রষ্টব্য। মহাকবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ বঙ্গদেশের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি। তিনি প্রকৃত কাব্যরসামোদীদিগের নিকট বঙ্গদেশের সেক্ষপীর (Shakspere)।

গর্ভ ছাড়ি' মাটী ছুঁ'য়ে, ক্ষণে বিশ্ব পানে চেয়ে,
দেহ রাখি' চলি' যায়, জননীরে কাঁদা'য়ে !
যথা প্রতিপদ-শশী অতি ক্ষীণতর হাসি
ক্ষণেক হাসিয়ে, হায়, পুন যায় মিশা'য়ে,
বিশাল ধরণীতল অন্ধকারে ডুবা'য়ে !

২

পোড়া বিধি রে।
কেন তবে শিশুকালে, চরণ চাপা'য়ে গলে
বিনাশ করনি মোরে ? ঘুচে যে'ত যাতনা।
নারী-জনমের জ্বালা করিত না ঝালাপালা ;
প্রতিক্ষণে হা হতাশ করিতেও হ'ত না।
পোড়া বক্ষ প্রতি পলে ভাসিত না অক্ষি জলে,
ভাবা'ত কি মোরে আর ফলহীনা বাসনা ?
বিজনে বসা'য়ে মোরে, বৃথায় ব্যাকুল স্বরে
কাঁদিত কি বিনাইয়ে রসহীনা রসনা ?
ঘুচে যে'ত সতীনের দুর্ব্বচন-বেদনা।
সপত্নী-গঞ্জনা হ'তে, কিবা আছে এ জগতে
ঘোর কালকূটময়, ওরে বিধি, বল না ?
কালভুজঙ্গীর মত দংশিবারে অবিরত
অভাগীরে, করে তোর সৃষ্ট হ'ল লহনা ?

তা'ই বলি, শিশুকালে   চরণ চাপা'য়ে গলে,
কেন মোরে বধ নাই ? ঘুচে যে'ত যন্ত্রণা।
সতীনের জ্বালা হ'তে প্রাণ পে'ত খুল্লনা।

৩

পোড়া বিধি রে।
ক্ষুধিতা বাঘিনী যথা, বিষমাখা যা'র কথা,
আনায়াসে তুমি তথা অরপিলে আমারে।
গাঁ গাঁ ক'রে কথা কয়, শুনে বড় ভয় হয়,
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে।
উঠিতে বসিতে মোরে, কতই পীড়ন করে,
নিজে দোষ করি' মোরে বিনা দোষে প্রহারে।
কে আছ ? কহিব কা'রে ? প্রাণনাথ দেশান্তরে,
অভাগীর দুখ-কথা কে কহিবে তাঁহারে ?
পতি বই 'নিজ' বলি কে ভাবিবে আমারে ?
ওরে নিরদয় বিধি, হৃদয়েশ যে অবধি
প্রবাসে গেছেন চলি', সে অবধি কাহারে
আমারে সদয় হ'তে দেখি নাই নয়নেতে,
তুমিও বিষম শত্রু মহীতল মাঝারে।
তা'ই বলি অবিরত, শত্রু হ'য়ে শত্রু মত

দেখা'য়ে ব্যভার, বধ এ দুখিনী বালারে ;
সরলা হরিণী আমি বাঘিনীর দুয়ারে !

৪

পোড়া বিধি রে !
তোরি কুবিচারে, হায়, এবে আমি অসহায়,
একা কাঁদি ঘোর বনে কাঙ্গালিনী মতন !
এমনি বিচার তোর, ধনপতি পতি মোর,
আমি কিন্তু ভিখারিণী, সার মাত্র রোদন !
মুহূর্ত্তেকে পতি যা'র দান করে ধনভার,
আজি রে রমণী তাঁ'র নাহি পায় অশন ;
রে নির্দ্দয়, দেখ্ চেয়ে, কত দিন নাহি খেয়ে,
শরীর অবশ, হায়, নাহি চলে চরণ।
বাঁচি রে এখনি, যদি দেখা দেয় মরণ !
বেদে নাকি আছে লেখা ;—'বিধাতাই অন্নদাতা,
বিধাতারি অন্নজলে বাঁচে এই ভুবন ?'
এ যদি রে সত্য হয়, তবে সে ত বেদ নয়,
অবিলম্বে ছিঁড়ে তা'রে জলে কর ক্ষেপণ !
হিন্দু বটি, কিন্তু তবু, সে বেদ না মানি কভু,
কসাই বিধির গুণ সে বেদের জীবন !
এখনি অনল-মুখে কর তা'রে অর্পণ।

৫

পোড়া বিধি রে !
তুই বড় পক্ষপাতী, কা'রে তুষ দিবা রাতি,
চিরকাল কা'রে কর দুখার্ণবে মগন ;
কা'রে দাও সিংহাসন, কা'র ভাগ্যে নির্ব্বাসন,
কেহ শোয় স্বর্ণ খাটে, ভূমে কা'র' শয়ন !
ক্ষীর ছানা কা'র' পাতে, কেহ মরে শুষ্ক আঁতে,
কেহ কা'র' কাঁধে চড়ে, কেহ করে বহন ।
কেহ কথা কয় সুখে, কেহ রে বিষণ্ণ মুখে
দিবানিশি অশ্রুজলে ভূমে করে লুণ্ঠন !
তুমিই বেদের বিধি দুখ-শোক-ভঞ্জন ?
তুমিই বেদের বিধি সর্ব্ববাদী মতে যদি,
আমারে নির্দ্দয় কেন ? আছে কিছু কারণ ?
কি কারণ ?—কিছু নাই, সেই হেতু ভাবি তা'ই,
হায়, পোড়া বিধি, তোর এ বিচার কেমন ?
অবলা সরলা আমি, না জানি ব্যতীত স্বামী,
পতির চরণযুগ সদা করি চিন্তন ।
এই কি আমার দোষ—কপালের লিখন ?

৬

এ যদি রে দোষ হয়, নারী-ধর্ম্ম কা'রে কয় ?
পুণ্য-কর্ম্ম কা'রে বলে, বল দেখি আমারে ?

নূতন বিবাহ হ'ল, দিনেক না সুখে গেল ;
প্রবাসী হ'লেন পতি ; আমি ভাসি পাথারে !
সতিনী বিষম অরি, তা'র অত্যাচারে মরি ;
এই কি আমার দোষ, বিধি, তব বিচারে ?
বিধাতা, ক'র না রোষ, এ যদি আমার দোষ,
কে, বল, কহিবে তবে দোষশূন্য তোমারে ?
দোষের আকর তুমি এ বিশ্বের মাঝারে।
তুই রে পরম দোষী, তুই ত আঁতুড়ে পশি',
কপালে লিখিলি দুঃখ, কি জানি—কি বিচারে।
তা'ই বলি, মোর মতে, সুবিশাল ত্রিজগতে
কে বল, কহিবে তবে দোষ শূন্য তোমারে ?
য'দিন বাঁচিয়ে র'ব, যা'রে পা'ব তা'রে ক'ব,—
'পরম নির্দ্দয় বিধি তাঁহারই সংসারে।'
যে যা' বলে এ কথায়—বলুক্ সে আমারে।

৭

(অধোমুখে সাশ্রুনয়নে)—

হায়, লো লহনা সতা, তুই লো বিষের লতা,
বিষের অন্তর তোর, বিষময় হৃদয় ;
নাহি মোর অপরাধ তবু লো সাধিস্ বাদ,
অভাগীরে দুখিনীরে কেন হ'লি নিদয় ?

সোদরা ভগিনী মত ভাবি তোরে অবিরত,
  অভেদাত্ম বলি' তোরে সদা ভাবি মানসে ;
কিন্তু হায়, তা' বিফল, ভালবেসে অশ্রুজল
  গড়াই'ছে এবে, হায়, অভাগীর উরসে।
হীরক-মণ্ডিত কোষে অভাগীর ভাগ্য-দোষে
  র'য়েছে শাণিত অসি, কাটিবারে আমারে ;
আগে জানিতাম যদি, থাকিতাম নিরবধি
  অনূঢ়া কুমারী হ'য়ে জনকের আগারে।
তা' হ'লে এ দুখভার, তা' হ'লে এ অশ্রুধার,
  তা' হ'লে এ হা হতাশ কিছুই না থাকিত ;
সতা সহ ঘর করা—স্বকরে সাপিনী ধরা—
  আজন্ম জীয়ন্তে মরা—কিছুই না ঘটিত।

৮

কোটি কোটি জন্মান্তরে যে রমণী পাপ করে,
  মুখরা প্রখরা সতা ভাগ্যে তা'র ঘটে লো ;
সতিনী যাহার সাথী, গঞ্জনা জ্বলন্ত বাতি
  দগ্ধে তা'রে দিবারাতি ; দুখ-শেল ফোটে লো!
সতিনী যাহার আছে, কভু কি তাহার কাছে—
  এ বিশাল ধরা-ধাম আরামের হয় লো ?

দিবসেতে অন্ধকার ; অন্ধকারে যমাগার ;
  সুখের জিনিষ মাত্র চিরদুখময় লো।
যে রমণী পুণ্যবতী, বিধি যা'রে স্নেহী অতি,
  সতিনী বিহীনা সতী এ জগতে সেই লো ;
ভূমে তা'র স্বর্গবাস নির্ব্বিবাদে বারমাস ,
  জীয়ন্তে নরকবাস ভাগ্যে তা'র নেই লো।
এ হেন রমণী যদি কপালে মিলায় বিধি,
  প্রণিপাত ক'রে তা'রে যোড়করে ক'ব লো ;—
কি হেন পুণ্যের ফলে জনমিল ধরাতলে,
  সে পুণ্য অরজি আমি, তা'র সম হ'ব লো।
  যে মন্ত্রে সে সতাহীনা, সেই মন্ত্র ল'ব লো।

৯

(অঞ্চল হইতে পত্র খুলিয়া)—

স্ত্রীশিক্ষায় বিষ বই, সুধা লাভ হয় কই ?
  তুই লো লহনা তা'র নিদর্শন দেখা'লি !
এত লেখা পড়া শিখে, শেষে জাল-চিঠি লিখে,
  অকূল-সাগর-জলে দুখিনীরে ভাসা'লি।
এখন' আমার কাছে তোর সেই পত্র আছে,
  লীলাবতী সনে, হায়, এ ঘটনা ঘটা'লি ;

স্বামীর স্বাক্ষর মত লেখনীতে নিরগত
করিয়ে তাঁহার নাম, অভাগীরে মজা'লি!
এই পত্র অনুসারে অজাকুল চরাবারে,
নিরাহারে ভ্রমি আমি সুনিবিড় কাননে ;
এই পত্র অনুসারে, সদা ভাসি অশ্রুধারে,
নিরাহারে মরি, দেহ ঢাকি' ছিন্ন বসনে!
সহসা স্বরগ হ'তে নরক-বিষের স্রোতে
একেবারে প'ড়েছি লো, এ পত্রের কারণে!
তোর এই পত্রে ধিক্, তোকে ধিক্ ততোধিক্,
ধিক্ তোর লেখনীরে, ধিক্ তোর জীবনে!

১০

বুঝি লো দারুণ বিধি তোরে ক'রে প্রতিনিধি,
আমার অদৃষ্ট-ফল এই পত্রে লেখা'লে ?
দণ্ডিবারে অভাগীরে, তোরে দিয়ে লেখনীরে,
খুল্লনার বনবাস বিধি তোরে শেখা'লে ?
যদিও বিশেষ আমি জানি যে আমার স্বামী
এই বিষময় পত্রে করে' নাই স্বাক্ষর ;
কিন্তু,হায়, ভাগ্য-দোষে, লহনা লো, তোর রোষে,
অনিচ্ছায় স্বীকারিনু স্বামীর এ অক্ষর!

কিছু দোষ নাহি মম তবে পতি নিরমম
কেন লো হইবে মোরে? পতিগত খুল্লনা;
তা'রে পতি কি কারণে এ দারুণ কুলিখনে
বনবাসে পাঠা'বেন ভুগিবারে যন্ত্রণা?
এ সকল তোরি ছল, স্ত্রীশিক্ষার বিষফল
ফলিল মানসে তোর; লাভে হ'তে দুখিনী
বনবাস-দুখে প'ড়ে, হতাশ-আগুনে পোড়ে;
খুল্লনার সর্ব্বনাশ—লহনাই সুখিনী।

১১

(বৃক্ষশাখায় কোকিলের প্রতি)—

রে কোকিল, কেন আর কুহু রবে বারম্বার
বিরহিণী খুল্লনার দহিতেছ অন্তর?
কে তোরে পাঠা'ল হেথা, খেতে অভাগীর মাথা,
কে শিখা'ল এ কুরব করিবারে জর্জ্জর?
একে আমি কাঙ্গালিনী, বহুদিন বিরহিণী,
সতা তাহে ভুজঙ্গিনী বর্ষে সদা গরল;
তুইও পুন অহর্নিশ কুহু-বিষ উগারিস,
ঘরে বনে সমভাব—কুভাগ্যের কুফল!
বিষম বসন্তোদয়, নিরখি' পরাণ দয়;
বিষময় মলয়জ সমীরণ বহি'ছে;

এ সময়ে ওরে পিক্, (ধিক্ তোরে শত ধিক্)
গরলের ধ্বনি তোর হৃদি মন দহি'ছে!
কালাকাল নাহি জ্ঞান, সদাই জ্বালা'স্ প্রাণ,
বিহঙ্গকুলের কালি তুই, ওরে কোকিল!
বাহিরে ভিতরে তোর চিরকালি কালি ঘোর,
কালের সমান ক'রে কে রে তোরে গঠিল?

১২

যদিও বায়স কাল, তবুও তো হ'তে ভাল,
চিরকাল রব তা'র একভাবে থাকে রে;
তোর মত স্বার্থপর নহে রে বায়সবর,
অরি মিত্র কিছু নয়; ভাল বলি তা'কে রে।
তুই বড় নিদারুণ, বিরহাগ্নি শতগুণ
জ্বালা'য়ে করিস্ খুন বিরহিণী নারীরে,
তোর মত ওঁচা পাখী কলঙ্কিত করে শাখী;
সকলি দেখিতে পারি, এ তো নাহি পারি রে।
কালাকাল নাহি জ্ঞান, পরের জ্বালা'স্ প্রাণ,
কিন্তু নিজ প্রাণ তুষ কোকিলার সনে রে;
বিষম বসন্তকালে বিরহ কাহারে বলে,
সে ভাবের একটুও নাহি তোর মনে রে।

কোকিলারে ল'য়ে সুখে আছ শাখে মুখে মুখে ;
সে সুখে সাধিব বাদ, ক্ষণকাল রহ রে ;
মাথার চিকুর ছিঁড়ে, দৃঢ়তর ফাঁস গ'ড়ে,
ধরিব প্রিয়ারে তোর—ঘটা'ব বিরহ রে।

১৩

এ বসন্তে দূরে স্বামী, যে বিরহে জ্বলি আমি,
সে বিরহ কি যাতনা, এখনি বুঝিবি রে ;
এ সুখ স্বপন হ'বে, কুহুরব নাহি র'বে,
অশ্রুজলে মুহুর্মুহু হতাশে ডুবিবি রে।
রাঙ্গা আঁখি হ'বে রাঙ্গা, স্বর হ'বে ভাঙ্গা ভাঙ্গা,
দুখে কাল দেহ তোর আর' কাল হ'বে রে ;
বসন্তে হইবে রিষ, পাকা ফল হ'বে বিষ,
মলয়ের সমীরণ দেহে নাহি স'বে রে।
তোর কুহু কুহু ধ্বনি, বজ্র সম যা'রে গণি
এবে আমি ; সেই ধ্বনি আর নাহি র'বে রে,
তা' হ'লে কতকখানি (মনে হেন অনুমানি)
বিরহ-যাতনা মোর হৃদয় না স'বে রে।
আমারে যেমন তুই, আমিও তেমন হই,
কালের মতন কাজ, এই দ্যাখ্, করি রে,

কাঁদ্ তুই হা হতাশে, সুদৃঢ় চিকুর ফাঁসে
কোকিলারে আমি তোর, এই দ্যাখ্, ধরি রে।

১৪

(ক্ষণেক চিন্তিয়া)—
ওরে পিক, এতক্ষণে বুঝেছি বুঝেছি মনে,
দারুণ সতিনী মোর নিশাচরী লহনা
বনেও জ্বালা'তে মোরে, বুঝি পিকরূপ ধ'রে,
কুরব কুহুর রবে দেয় মোরে গঞ্জনা ?
ভাগ্য-দোষে ভাগ্যে নাই এমন কিঞ্চিৎ ঠাঁই,
যেখানে দু'দণ্ড গিয়ে হ্রাস করি যন্ত্রণা ;
সতাশত্রু আগে পাছে অভাগীর কাছে আছে,
এতে কি পরাণ বাঁচে ? বিধাতার বঞ্চনা !
কি ব্রত করিলে পরে মুখরা সতিনী মরে ?
পরাণ দিয়েও যদি পূরে এই কামনা,
তা'ও করিবারে পারি, কিন্তু সহিবারে নারি
যন্ত্রণার অবতার সতিনীর তাড়না।
কি ব্রত করিলে পরে এ বঙ্গের ঘরে ঘরে
সতিনী বিহীনা হয় বাঙ্গালির ললনা ?
তা'ও পারি করিবারে, তা' হইলে জন্মান্তরে
কুমুখী সতার মুখ দেখিবে না খুল্লনা।

কোন প্রিয়তম বন্ধুর প্রতি।

১

তমোময় খনিতলে তমোনাশী মণি জ্বলে
যেমতি, হে প্রিয়তম !
অসুখ-আঁধারময় হৃদয়ে আমার
তুমি মণি সেইরূপ ; তোমারে পাইয়া,
ঘুচিয়াছে হৃদিগত ঘোর অন্ধকার,
দুখের জগতে সুখ যায় প্রবাহিয়া।

২

'প্রিয়তম' এই ক'টি সুঅক্ষর পরিপাটী
রসনা যখন মম করি' উচ্চারণ,
সম্বোধে তোমারে,ভাই, কি যে এক সুখ পাই,
হৃদয়ে সে ভাব নাই করিতে বর্ণন।
কাছে থাক যতক্ষণ, সুখে কর নিমগন ;
না থাক যখন কাছে, তখন' কেমন
সুখ অনুভব করি, হৃদয়-ফলকে হেরি'
তব রসায়ন-চিত্র* মানস-মোহন।

---

* ফটোগ্রাফ্ (Photograph)।

৩

নিশিত কণ্টকময় শাখে যথা ফুটে রয়
সুচারু গোলাপ ফুল-সৌরভ-আধার,
তেমতি দয়ালু বিধি তোমা হেন বন্ধু-নিধি
সৃজিলেন দুখময় সংসার মাঝার।
ওহে শৈশবের সখা, সরল সখিত্বমাখা
সরল হৃদয় তব, তোমার মতন
প্রকৃত বান্ধববর হাজারে খুঁজিলে পর
মিলে কি, না মিলে, তুমি মহার্ঘ রতন।
সময়ে অনেক সখা এ জগতে দেয় দেখা,
অসময় হ'লে, হায়, হয় অদর্শন ;
যত দিন মধু থাকে, অলি আসে ঝাঁকে ঝাঁকে,
নির্মধু হইলে ফুল, আসে কি কখন ?
তুমি, হৃদয়ের সখা, নও হে তেমন।

৪

সুখের সময়ে সুখী, দুখের সময়ে দুখী,
বিপদে আশ্বাসভাষী তুমি, প্রিয়তম!
মুখসে বদন-ঢাকা, জিহ্বায় অমৃত-মাখা,
পেটে-বিষ বন্ধু সম নহ নিরমম।

এক বৃন্তে যথা দু’টি কুসুম থাকয়ে ফুটি’,
এ সংসারে সেইরূপ আমরা দু’জন।
বিধির করুণা-বলে য’দিন ধরণীতলে
র’ব দোঁহে—আশা করি—রহিব এমন।
পার হ’য়ে ভব-নদী, পরলোক পাই যদি,
সেখানেও দু’জনের হইবে মিলন ;
তুমি যথা আমি তথা, আমি যথা তুমি তথা,
কায়া ছায়া—ছায়া কায়া ছাড়া কি কখন্ ?

সম্পূর্ণ।

অবসর-সরোজিনী

(কাব্য)

দ্বিতীয় ভাগ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায় বিরচিত।

"Laugh of the mountain !—lyre of bird and tree :
Pomp of the meadow ! mirror of the morn !
The soul of April, unto whom are born
The rose and jessamine, leaps wild in thee !"

লঙ্‌ফেলো।

আল্‌বার্ট প্রেস্‌।
৪৬ নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কর্ণবালিস ষ্ট্রীট্‌,
বাহির সিমলা,—কলিকাতা।

আষাঢ়,—১২৮৬

কাকিনীয়ার

সুপ্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী গুণিগণাগ্রগণ্য

শ্রীযুক্ত রাজা মহিমারঞ্জন রায় চৌধুরী

মহোদয়-করকমলে

অবসর-সরোজিনীর

দ্বিতীয় ভাগ

শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা সহকারে

উপহার প্রদত্ত হইল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

সূচিপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
আশা	১৩১
উঃ	১২০
ঊষা	২১৯
কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর (স্বর্গীয় রাজা)	২০১
কুমারী রমাবাই	২১৭
কে তুমি	২৩
গীত চতুষ্টয়	২১৭
চন্দ্র	২১৮
জলদে বিজলী	৭০
দেবসঙ্গীত	১৭৩
দ্বাদশগোপাল	১৬২
ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ	২২৮
নববর্ষ	৬৪
নিদাঘ জলদ	২৩৬
নিদ্রা	১০৬
বিজলী	১২৮
বীণা	৭৬
বঙ্গবধূর কুন্তল	৫৮
ভারত-ভাগ্য	৪৮
ভারতের-প্রতি ইংলণ্ড	২৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভালবাসার পরিণাম	১৩
ভুলিব না	২০
মধুর মধুর	৭৫
মহাভিক্ষা	১৪৯
মৌলবক্ষ (সঙ্গীত অধ্যাপক)	১১৩
যম	৮৯
রমানাথ সেন কবিরাজ (স্বর্গীয়)	২২৮
রমাবাই (কুমারী)	২১৭
শবদাহন	১
শারদীয় জলদখণ্ড	২২১
শেষ দেখা (স্বদেশ প্রিয়ের)	৪০
সঙ্গীত অধ্যাপক মৌলবক্ষ	১১৩
সূর্য্যোদয়ে	২২০
স্বদেশপ্রিয়ের শেষ দেখা	৪০
স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ	২২৮
স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর	২০১
ভারত-সান্ত্বনা	২৪১
দানবী নদী (River Danube)	২৫৮

অবসর সরোজিনী

দ্বিতীয় ভাগ।

শবদাহন।

১

'সাধ মহামন্ত্র—ত্রিদিব-উদ্ধার।'
এ কথা পশিলে শ্রবণ-বিবরে,
শিরায় শিরায় শোণিত সঞ্চার,
প্রতি লোমকূপ সঘনে শিহরে!
হৃদয়ের সেই গূঢ়তম দেশে
ঘন ঘন হয় ঘাত-প্রতিঘাত;
চিন্তার সাগরে চিত্ত উঠে ভেসে,
ত্রিদিব-উদ্ধারে ঊর্দ্ধে উঠে হাত।

২

কিন্তু তা' বিফল—সকলি বিফল,
ত্রিদিব-উদ্ধার হইবে কেমনে?

মুখের বচন—জিহ্বার সম্বল—
আকাশ-কুসুম, কে না ভাবে মনে ?
কোথা শক্তি ?—তবে শক্তি-আরাধনা
কে করিবে আর ত্রিদিব-শ্মশানে ?
ত্রিদিব-জীবন শক্তি বরাননা
মরেছে—মরেছে মহাবিষ-পানে !

৩

'সাধ মহামন্ত্র—ত্রিদিব-উদ্ধার।'
কা'রে অবলম্বি' এ মন্ত্র সাধিবে ?
এই মহামন্ত্রে, পূজিয়া কাহার
চরণ-কমল, স্বর্গ উদ্ধারিবে ?
অতিক্ষুদ্রকায়-রসনার বাণী
(মন্ত্র-মূল-স্থান) পারে কি কখন
ত্রিদিব শক্তির জাগা'তে পরাণী ?
অতি অসম্ভব !—নিশার স্বপন !

৪

মৃতের সাধনা—ঘোর বিড়ম্বনা,
পণ্ডশ্রম বিনা কি লাভ তাহায় ?
পা'বে না সুফল ;—ক'র না কামনা ;
মৃত হ'তে সুখী কে কবে কোথায় ?

মৃত হ'তে যদি হ'ত ফল-লাভ,
অস্থিচর্ম্মসার-স্বর্ভূমি দুখিনী
হইত সুখিনী; কিসের অভাব
থাকিত? হাসিত পূর্ণিমা যামিনী।

৫

কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন, রঘু, দাশরথি,
ভীষ্ম, কর্ণ, দ্রোণ, ভীম, যুধিষ্ঠির,
অর্জ্জুন গাণ্ডিবী, অভিমন্যু রথী
অনন্ত নিদ্রায় ঢালিত শরীর?
এখনি দেখিতে, সে বীরমণ্ডলী
ঘোর আস্ফালনে ছাড়ি' হুহুঙ্কার,
সপ্তসাগরেরে ফেলিত উছলি',
মুমূর্ষু ত্রিদিবে করিত উদ্ধার।

৬

ত্রিদিবের শক্তি ত্রিদিবে থাকিলে,
অমার তামসী হ'ত অন্তর্হিত;
ত্রিদিবের নেত্র বিষাদ-সলিলে
ভাসিত না,—শ্বাস হ'ত না বাহিত।
অনন্ত যাতনা—অসীম পীড়ন—
অপার বিষাদ—অমেয় বিলাপ

না থাকিত কিছু ; কিন্তু কুঘটন,
বিধি বিড়ম্বনে ঘোর পরিতাপ !

৭

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে এখনি
থরথরি বিশ্ব উঠিত টলিয়া ;
আকাশ বিঁধিয়া গর্জ্জিত অশনি ;
পর্ব্বত নাচিত হেলিয়া ঢুলিয়া ;
অনন্ত সাগরে, অনন্ত লহরী
তীর অতিক্রমি' পড়িত উছলি',
জাগতিক দেহ উঠিত শিহরি' ;
পলকে পলকে ছুটিত বিজলী।

৮

থাকিলে সে দেবী, দেখিতে আবার
আনন্দ-নিনাদে ত্রিদিব-ভবন
পূরিত নিয়ত ; বীণার ঝঙ্কার,
হৃদয়-তন্ত্রের মধুর নিক্কণ।
দেখিয়া হাসিতে—হাসিয়া গলিতে,
হাসির প্রবাহ বহিত অধরে ;
থাকিলে সে দেবী, কভু কি কাঁদিতে,
ত্রিদিব-সন্তান, ত্রিদিব-ভিতরে ?

৯

থাকিলে সে দেবী, আবার দেখিতে
দৃশ্য বিভীষণ, বর্ণন-অতীত।
রণরঙ্গভূমে নাচিতে নাচিতে
সেই মহাশক্তি ঘোর হুঙ্কারিত!
রক্তমাখা অসি লুফিতে লুফিতে,
সদ্য-কাটা মুণ্ড চিবা'য়ে দশনে,
সদ্যোষ্ণ শোণিত পিয়িতে পিয়িতে,
কাঁপাইত বিশ্ব চরণ-চাপনে!

১০

ফোয়ারা জিনিয়া দৈত্য-রক্ত-ধারা
নীল-নভোদেহে লাগিত ছুটিয়া;
জলধির জল হ'ত রক্ত পারা;
শিরোহীন শত্রু পড়িত লুটিয়া!
শাত্রব শোণিতে ত্রিদিব-মৃত্তিকা,
(দেখিতে) হইত গৈরিক মতন;
অরির নয়নে চির বিভীষিকা—
হৃদয়ের তলে বিষম কম্পন!

১১

থাকিলে সে দেবী, আবার দেখিতে
সুখের স্বাধীন ত্রিদিব-বদন;

স্বাধীনতা-গীত শুনিতে পাইতে,
শুনিতে ধনুর টঙ্কার ভীষণ।
শ্বেত-শ্মশ্রুধারী পবিত্র মূরতি,
ব্যাস, বাল্মীকির রসনা-লতায়
পীযূষপূরিত অমূল্য ভারতী
ফুটিত—ছুটিত সুরভি তাহায়।

১২

নারদ, কণাদ, কপিল, জাবালি,
শঙ্কর, মাধব—আচার্য্যপ্রধান—
অঞ্জলি পূরিয়া তত্ত্ব-সুধা ঢালি'
জুড়াইত চির-তৃষিত পরাণ।
মহা-উপাধ্যায় দার্শনিকদল
অচিন্ত্য অপূর্ব্ব অসামান্য গুণে
লাগাইত ধাঁধা ; সমগ্র ভূতল
জ্বলিয়া উঠিত দর্শন-আগুনে।

১৩

বৈজ্ঞানিকদল দীপ্ত জ্ঞানবলে
ধর্ম্মের মিশ্রণে বিজ্ঞান-চালনে,
কখন খতলে, কখন ভূতলে
উঠিত নামিত. সত্য অন্বেষণে।

বাণী-বরপুত্র কবি কালিদাস
সুধানিস্যন্দিনী কল্পনার সনে
স্বরগ নরক—ভূতল আকাশ
একত্রে দেখা'ত ;—দেখিতে নয়নে।

১৪

সে দেবী থাকিলে, কত কি যে আর'
দেখিতে—শুনিতে, ত্রিদিব-সন্তান !
সে দেবী বিহনে সবি অন্ধকার,
এ ত্রিদিব রাজ্য হ'য়েছে শ্মশান !
কিছুই নাই রে, কি দেখিবি আর ?
কি শুনিবি আর ? কিছুই নাই রে।
বীণাতন্ত্র ছিঁড়ে নিবেছে ঝঙ্কার,
শুধু হাহাকার শুনিতে পাই রে !

১৫

সেই মহাশক্তি, সুশক্তিশালিনী,
আর নাই, হায়, ত্যজেছে' জীবন।
হ'য়েছে স্বভূমি শ্মশান-শায়িনী,
কালিমার দাগে মলিন বদন।
অই দেখ, গিরি, সাগর লঙ্ঘিয়া,
পিশিতাশী ক্রূর কুক্কুর শৃগাল

পিশিত-ভোজনে লোলুপ হইয়া,
লক্‌লক্ জিহ্বা, আসে পালেপাল!

১৬

এ দেখেও, তবু করি'ছ কামনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শক্তি-আরাধন?
এ দেখেও তবু করি'ছ কল্পনা
ত্রিদিব-শ্মশানে শবের সাধন?
এ নহে সে দিন, এ যে অসময়,
মৃত-শক্তি-পূজা করিলে কি হ'বে?
শবসাধনের সুসময় নয়,
শুধু অশ্রুজলে মগ্ন হও সবে!

১৭

পুত্রোচিত কাজ করাই এখন
বিচার-বিধানে অতীব বিহিত;
ছাড় রে দুরাশা, কর রে যতন
পুত্রোচিত কাজ করিতে কিঞ্চিত।
মৃত-শক্তি-করধৃত মহা-অসি
লহ রে খুলিয়া, চল ঘোর বনে,
চন্দন-পাদপ কাটি' রাশি রাশি
আনি গিয়া, শক্তি-সৎকার-কারণে।

১৮
তা' যদি না পার, এস সবে মিলে,
আপন আপন বক্ষ বিদারিয়া,
হৃদিকুণ্ডে যেই মহানল জ্বলে
(অধীনতা-জাত!) বাহির করিয়া,
জননী শক্তির মৃতপুণ্যকায়,
হরিধ্বনি দিয়া করিব দাহন!
শৃগাল কুক্কুরে এ শরীর খায়;
আর না;—অন্ত্যেষ্টি কর সমাপন!

১৯
যে শক্তি-প্রসাদে পূর্ব্বপিতৃগণ
অসি-ঝনৎকারে, ঘোর হুহুঙ্কারে
ধ্বনিত করেছে গগন-প্রাঙ্গণ,
কাঁপা'য়ে তুলেছে সপ্ত-পারাবারে।
সে শক্তি-বিরহে, নয়নের জলে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাসে দিয়া হরিবোল,
পুরাই গগন! আয় রে সকলে,
হরিধ্বনিসহ মৃত দেহ তোল,

২০
জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ভূধর-প্রমাণ,
কোটি কোটি ক্ষীণ নাসার নিশ্বাসে

জ্বলুক্ জ্বলন ;—হ'বে না নির্ব্বাণ
  নির্ব্বাপক ঘোর প্রবল বাতাসে।
উঠুক গগনে চিতার অনল ;
  শীত বায়ু হ'ক তপ্ত অতিশয় ;
আর' তপ্ত হ'ক্ তপন-মণ্ডল ;
  তাপে যেন বিশ্ব শত-ফাট হয়।

২১

জ্বাল্ চিতা জ্বাল্ ত্রিদিব-শ্মশানে,
  উত্তর হইতে দক্ষিণ অবধি ;
ঝলকে ঝলকে ছুটুক্ গগনে
  প্রদীপ্ত আগুন ;—শুখা'ক্ জলধি !
নীলাম্বর হ'ক ধূমল বরণ ;
  ভূধর-গহ্বর হ'ক আলোকিত ;
আচ্ছাদিত হ'ক রবির কিরণ ;
  ধূম-মেঘে হ'ক বিশ্ব আবরিত।

২২

গঙ্গাজলে শবে করাইয়া স্নান,
  রাখিবে চিতায় ? রেখ না—রেখ না।
নয়ন-সলিলে স্নান সমাধান
  করাই উচিত ; জেনে কি জান না ?

জননীর শোকে হৃদয় ভেদিয়া
উষ্ণ প্রস্রবণ আঁখি দিয়া বহে ;
শক্তি-সুতগণ, আয় রে মিলিয়া
সকলে, এ জল ঢালি শব-দেহে !

২৩

ঢাল নেত্রজল, ঢাল বারংবার ;
বক্ষে করাঘাত কর রে সবলে,
আর' প্রবাহিবে নয়নাশ্রু-ধার ;
শবসহ বিশ্ব ভাসুক সে জলে !
একটি নির্ঝরে জনম লভিয়া
গঙ্গা এত বড়—অনন্ত-সলিলা ;
কোটি কোটি উৎস আজি উছলিয়া
নারিবে ভাসা'তে পর্ব্বতের শিলা ?

২৪

এই যে ভারত-শ্মশান-হৃদয়
জ্বলিয়া উঠিল চিতা-হুতাশনে ;
কোটি কোটি মুখে হরিধ্বনি হয়,
উঠিল সে ধ্বনি অনন্ত গগনে।
ধর শব-দেহ—রাখ চিতা'পরে ;
আর একবার হরিবোল দাও ;

জনমের মত দু'নয়ন ভ'রে
একবার শক্তি-পাদপদ্মে চাও!

২৫

চিতা জ্বলে ধূ ধূ!—হরিবোল হরি!—
পুড়ে শব-দেহ!—শোকের উচ্ছ্বাস!—
ছুটে অশ্রুধারা!—মরি মরি মরি!—
হায়, এ কি হ'ল!—ঘোর সর্ব্বনাশ!—
গর্জ্জে শোক-সিন্ধু!—বিশ্ব অন্ধকার!—
ভাঙ্গিল হৃদয়!—গেল মহাধন!—
চিত্ত চমকিত!—ভীষণ ব্যাপার!—
অন্তরাত্মা কাঁপে!—ব্যাকুল জীবন!—

২৬

ভস্মীভূত হ'ল, দেখিতে দেখিতে,
ত্রিদিবের শক্তি, ত্রিদিব-জীবন।
সুবর্ণের রাশি অনল রাশিতে
গ'লে গেল বুঝি জন্মের মতন!
চিতা-ভস্ম লহ, ত্রিদিব-সন্তান,
মাখ সর্ব্ব-দেহে, কাঁদ উচ্চস্বরে;
আজি রে ত্রিদিব গভীর শ্মশান!
এ দৃশ্য হয় নি যুগযুগান্তরে।

২৭

বাছি' বাছি' নে রে পোড়া অস্থিরাশি,
মালা গাঁথি' গলে পর রে সকলে।
জপ এই মালা, জপ দিবানিশি ;
সিক্ত কর সদা নয়নের জলে !
জপ এই মালা—হয় ত ইহাতে
হ'বে কালে নবশক্তির সঞ্চার
গিরি-সুতা-সম ; হইবে তাহাতে
শকতি-বিহীন ত্রিদিব-উদ্ধার।

ভালবাসার পরিণাম।

১

'ভালবাসা' এ মধুর এ স্বর্গীয় নাম
কে জানে এমন হ'বে,হায় !
'ভালবাসা' আদি-সুধা—বিষ-পরিণাম,
প্রাণ যায় যায় !
ভালবাসা ভাল ক'রে শিখে হ'ল এই পরে,
সর্ব্বস্ব আমার, হায়, গেল রে।
অমৃত গরল হ'ল, কল্পতরু বিষফল
উগারিয়ে দিল রে !

২

প্রিয়তম!—না না—
ক্রূরতম! তব চিত কিসে বল নিরমিত,
মানব-আকারে তুমি কোন্ নিশাচর?
তৃষায় দেখা'য়ে আশা, বিষে মাখি' ভালবাসা,
প্রাণের জীবনী শক্তি করিলে অন্তর।
চিনিতে না পারি', হায় পড়িনু তোমার পায়,
বিনি-মূলে বিকাইয়ে প্রাণ কলেবর,
কে জানে স্থবর্ণকোষে হেন বিষধর?

৩

যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
মনে আছে?—তব মনে স্বপনের প্রায়।
কিন্তু আমি ভুলি নাই, মনে গাঁথা সর্ব্বদাই,
যে দিন প্রথম দেখা তোমায় আমায়,
কি যে সেই দিন মোর—কি কহিব, হায়!
শিখিনি এমন কথা, সেই মম মন-গাঁথা
প্রথম-সাক্ষাৎ-ভাব শুনাই তোমায়;
কভু যে পারিব,—তা'রো আশা বা কোথায়?

৪

নয়নে নয়নে সেই প্রথম দর্শন
(পূর্ব্বে এ জীবনে যাহা ঘটেনি কখন)

কি যে করেছিল মোরে, ক'ব তা' কেমন ক'রে,
অভিধানে কথা কই দেখি না এমন,
জানি না, অথচ জানি—কি যে সে দর্শন।
যেই খানে সেই দেখা, সেখানে অমৃত-মাখা
দেখিনু স্বর্গীয় এক মূর্ত্তি অতুলন ;
সেই মূর্ত্তি তুমি ;—কিন্তু কোথায় এখন্ ?

৫

নিষ্ঠুর—নির্দ্দয়—ক্রূর—বিষাক্তহৃদয় !
কই সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি ?—এ যে বিষময় !
কই সে স্বর্গীয় চিত্র অনুপম সুপবিত্র,
পরাণ-ভুলান-দৃষ্টি কই, নিরদয় ?
অক্ষয় ভাবিনু যা'রে—এবে তা' বিলয়।
সে দিন তোমারে দেখে, বিশ্বাস-পীযূষ মেখে
মনের সহস্রমুখে, ভাবিনু নিশ্চয়,—
দুঃখের জগতে সুখ-মূর্ত্তির উদয়।

৬

ভুলিলাম একেবারে না ভাবি' পশ্চাৎ,
বুঝি নাই শেষে পা'ব বিষম আঘাত ;
বুঝি নাই যেই ঘন বারি করে বিতরণ,
সেই ফের করে শিরে অশনি নিপাত ;

বুঝি নাই আগে দেখে, যাহারে হৃদয় রেখে
জলন্ত অনলে বক্ষ হ'বে ভস্মসাৎ,
শুখাইবে মন-ভরা আশার প্রপাত।

৭

হা কঠিন! হা বঞ্চক! হায়, প্রতারক!
অমৃতের হেমভাণ্ডে জ্বলন্ত পাবক!
এই যদি ছিল মনে, কেন তবে সেইক্ষণে
সরিলে না?—ফেলিতাম নয়নে পলক,
যত্নে করতল ঢাকি' মুদি' থাকিতাম আঁখি,
নাহি দেখিতাম আর বাহির-আলোক,
যে আলোকে তব সম জীবন-শোষক!

৮

প্রণয়—কি ভয়ানক! কূটপ্রস্রবণ!
দিন নাই, রাত্রি নাই প্রবাহি'ছে সর্ব্বদাই
অস্ফুট অশ্রুত, তবু গভীর গর্জ্জন!
চঞ্চল প্রবাহে যা'র ঢালি' প্রাণমন,
শীতল হইব ভেবে, পুড়িনু এখন!
মিছে কেন ভালবাসা দেখা'য়ে আমার আশা
ফলবতী না হইতে, করিলে ছেদন,
কে জানে তোমার প্রাণ কঠিন এমন!

৯

এই না নয়ন তব ?—তুমি যে নয়নে
সেই যে কি দৃষ্টি-রেখা   ঢালিয়ে সাধিলে দেখা,
হইলে "আমার" বিনা বাক্য-আলাপনে ?
এই না নয়ন সেই ? আমি যে নয়নে
আমার নয়ন রাখি'   অনিমেষ চেয়ে থাকি'
তোমা ছাড়া ভুলিলাম যা' আছে ভুবনে,
হইনু "তোমার"—আজো তাই জানি মনে।

১০

কিন্তু তুমি, হা কঠিন ! ছলিয়া আমায়,
কোথায় চলিলে আজ কাটিয়া মায়ায় ?
তদ্গত জনেরে ভুলি'   কাপট্যের দ্বার খুলি',
কেমনে পশিলে তা'য়, কিসের আশায় ?
যেও না—চরণে ধরি', যেও না—পরাণে মরি,
যেও না—যেও না—শত শপথ তোমায়,
তুমি গেলে আর মোর কে আছে কোথায় ?

১১

প্রাণের ভিতরে মোর—মনের ভিতরে
কিছুই ত রাখ নাই এক এক ক'রে

ল'য়েছ সকলি তুমি, বল দেখি, তবে আমি
খালি প্রাণে—খালি মনে, কি আশ্রয় ধ'রে
থাকিব, নির্দ্দয়! এই সংসার ভিতরে?
খালি ক'রে প্রাণ মন, দিয়াছি সকল ধন,
খালি প্রাণে—খালি মনে কত যত্ন ক'রে
রেখেছিনু এক ধন স্বর্গীয় আদরে।
কি সে?—আর কিছু নয়, ও কঠিন নিরদয়!
তোমারি সে 'ভালবাসা' জীবনের তরে।

১২

কিন্তু, হায়, তোমা হেন ছলের ছলনে
নিজেরো সর্ব্বস্ব গেল, ছলিত বচনে।
তুমিও যা' মোরে দিলে, তা'ও ফের কেড়ে নিলে,
এ কাপট্য খেলা খেলে, রাখিলে ভুবনে
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!
আমার সমান যেই, দেখুক নয়নে সেই,
আমার নয়ন ল'য়ে তোমা হেন জনে,—
দত্তাপহারীর চিত্র অক্ষয় রঞ্জনে!

১৩

স্বর্গীয় রতন যাহা, মূল্য নাই যা'র,
হেন প্রেম কেন এল ভূতল মাঝার।

যেখানে তোমার মত অপ্রেমিক অবিরত
প্রেমপ্রিয় জনে ছলে নির্দ্দয় হইয়া,
কেন সে ভূতলে প্রেম মরিল আসিয়া!
যে প্রেমেরে রক্ষা করা, যে প্রেমের প্রেম ধরা
প্রকৃত প্রেমিক বই সাজে না অপরে,
তোমা হেন জন তা'রে রাখিবে কি ক'রে!

১৪

প্রেম! প্রীতি!—ভালবাসা!—প্রণয়! প্রণয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
রবিতপ্ত শিলা'পরে কুসুম কেমন ক'রে
থাকিবে সরস?—হায়, শুকাইয়া রয়!
এ মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।
যথায় বঞ্চক-বক্ষ, কে তথায় তব পক্ষ?
যেখানে ছলনা-স্রোত পলে পলে বয়,
সে মানবভূমি তব বাসভূমি নয়।

১৫

হা কঠিন! ভুলাইয়ে মজা'লে আমায়;
ধাঁধিলে নয়ন মম বিদ্যুৎ-আভায়।
বুঝা'য়ে অমৃতাশয়, মহামরীচিকাময়
মরুভূমে ফেলি' মোরে পালাও কোথায়?
পালায়ো না—পালাইলে—দলি' মোরে পায়!

উহু, এ কি হ'ল, হায়, প্রেমচোর ওই যায়,
তুইও তবে কেন, হায়, যা'স্‌নি, রে প্রাণ ?
জীবনে মরণ—ভালবাসা-পরিণাম !

ভুলিব না।

১

হীরকের মালা গগনের গলে
ঝিকিমিকি করি' জ্বলিয়া উঠে ;
ধীর সমীরণ গগনের তলে
চলি' চলি' ফুল-সুরভি লুঠে।

২

তমসবসনা গভীর যামিনী
মুখখানি ঢাকি' আঁচল-তলে,
কোন্ অভিমানে হ'য়েছে মানিনী,
ভাসা'য়ে নয়ন শিশির-জলে ?

৩

আঁধারের স্রোত চারিধারে ধায়,
আলোক-আভাস নাহিক আর,
আঁধারের কোলে জগত ঘুমায়,
আকাশে ঝুলি'ছে আঁধার-ভার।

৪

বাতায়ন খুলি', আপনার মনে
কত কি ভাবিয়া র'য়েছি ব'সে ;
কত নিশি-চিন্তা আসি' ক্ষণে ক্ষণে,
পুনঃ ক্ষণে ক্ষণে যাই'ছে ভেসে।

৫

ভাবিনু আকাশ, ভাবিনু পাতাল,
ভাবিনু মরত, জগত-ধাম,
ভাবিনু ভিখারী, ভাবিনু ভূপাল,
ভাবিনু অদৃষ্ট, মানব-নাম,

৬

চন্দ্র, সূর্য্য, তারা, দীপ্ত গ্রহাবলী,
সর্ব্বোচ্চ হিমাদ্রি, বালুকা-কণা,
রাজার মুকুট, ভিক্ষুকের ঝুলি,
ভেকের মস্তক, ফণীর ফণা,

৭

ভাবিনু আমি কে ?—ভাবিনু তুমি কে ?
ভাবিনু আমার তোমার মন,
ভাবিনু জনম, ভাবিনু মরণ,
ভাবিনু রাজার বিপুল ধন,

৮

নারীর নয়নে পুরুষের রূপ,
পুরুষের চখে কিরূপ নারী,
তন্ন তন্ন করি' ভাবিতে লাগিনু,
উথলি' উঠিল ভাবনা-বারি,

৯

ভাবিনু স্বরগ, ভাবিনু নরক,
পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অসুখ, সুখ,
ভাবিনু প্রশংসা, ভাবিনু অযশ,
ভাবিনু হসিত, বিষণ্ণ মুখ।

১০

একে অন্ধকার, তাহাতে আবার
সংখ্যাতীত চিন্তা এরূপে মোরে
করিল আকুল, নারিলাম আর
চিন্তারে হৃদয়ে রাখিতে ধ'রে।

১১

এই সব চিন্তা অন্ধকার-সনে
একীভূত হ'য়ে মিলা'য়ে গেল,
অন্ধকার যাহা, এই সব' তাহা,
এই নব ভাব মনেতে এল।

১২

যা' কিছু ভাবিনু, সবি অন্ধকার ;
অন্ধকার আর কিছুই নয়,
উজ্জ্বল আলোক—তাও অন্ধকার,
অন্ধকারে বিশ্ব সমষ্টিচয়

১৩

গঠিত অনন্তকালের কারণে।
মহাশিক্ষা, অহ, আজের ঘটনা,
সম্বন্ধ য'দিন শরীর জীবনে,
এই অন্ধকার কভু ভুলিব না।

কে তুমি ?

১

কে তুমি লতিকাকুঞ্জে বসি' একাকিনী,
গুন্ গুন্ স্বরে গীত
গাইয়া আপন চিত
করিতেছে পুলকিত, অয়ি সুহাসিনী ?
কৌশেয় অঞ্চলে ফুল সঞ্চয় করিয়া,
বিনা ডোরে গাঁথ মালা মন মিলাইয়া ?

২

হ্যা দেখ, সুন্দরি ? আজ নিরখি' তোমায়,
চল বায়ু অন্য স্থলে
ভুলেও নাহিক চলে,
খেলা করি' তব পাশে লতিকা দোলায় ;
গুমটে জগত-জীব আকুলিত মন,
তোমারি নিকটে শুধু চলে সমীরণ।

৩

ভ্রমিয়া আইনু আমি বাগানে বাগানে,
কোনখানে কোন ফুলে
মুহূর্ত্ত-তরেও ভুলে
না পাইনু ঘ্রাণলেশ, তৃষিত পরাণে,
তোমারি আঁচল ভরা ফুলেই কেবল
ছুটি'ছে সুরভিরাশি, মানস চঞ্চল।

৪

কোথাও না দেখিলাম একটিও গাছে
ফুটিতে একটি ফুল,
ঝঙ্কারিতে অলিকুল,
তব লতাকুঞ্জে শুধু ফুল ফুটে আছে,
এখানেই ফুলে ফুলে অলিকুল মেলি',
মৃদুমন্দ গুঞ্জরণে করিতেছে কেলী।

৫
পাপিয়া, কোকিল, শ্যামা, হায় রে, কোথাও
শ্রবণ-বিবরে মম
না বর্ষিল সুধাসম
কূজন, উড়িল নাহি হইয়া উধাও ;
এই কুঞ্জে, তব পাশে, অয়ি বরাননে!
যেখানের যত পাখী মজি'ছে কূজনে।

৬
কা'র তরে গাঁথ হার ?—কে তুমি, রূপসি ?
কা'র কণ্ঠ সাজাইতে
বাসনা করেছ চিতে ?
কা'র তরে কুঞ্জে তব শোভে মুখশশী ?
আশারে দ্বিভাগ করি' কাহার কারণে
এক ভাগে গাঁথ ফুল—অন্য ভাগ মনে ?

৭
তুলি'ছ—ফেলি'ছ ফুল—তুলি'ছ আবার,
হে সুন্দরি! কা'র ছবি
অন্তর-ফলকে ভাবি',
গেঁথেও—হয় না গাঁথা মনোমত হার ?
যে করেছে অধিকার তোমার হৃদয়,
সেই বুঝি বলিতেছে,—মালা ভাল নয় ?

৮

সে যদি প্রকৃত প্রেমী, তবে কি কারণ
তোমার মালিকা নিতে
বাসনা করি’ছে চিতে,
তোমার সরল চিতে থাকিয়া এখন্?
সে যদি তোমায় ছাড়ি’ এই মালা লয়,
তা’ হ’লে নিশ্চয় জেন,—সে তোমার নয়

৯

তোমারে ছাড়িয়া, যা’র বাসনা মালায়,
বল দেখি, তবে মোরে,
সে তব কেমন ক’রে?
তা’র ভালবাসা কই নিবসে তোমায়?
সে যদি প্রকৃত প্রেমী—সে যদি তোমার,
তবে সে ছাড়ুক আশা এ ফুল-মালার।

১০

বুঝেছি তোমার মন, হে সুন্দরি বালা!
তুমি বড় সুচতুরা,
প্রেমিক-পরীক্ষা করা
উদ্দেশ্য তোমার, তাই গাঁথিতেছ মালা।
মনোমত করি’ ফুল করহ গ্রন্থন,
পরীখ তোমার সেই প্রেমিক কেমন।

ভারতের প্রতি ইংলণ্ড।

১

"অতল অকূল সুনীল, জলধি
উচ্চ বীচি তুলি' গর্জ্জে নিরবধি।
নীল বক্ষ তা'র বিদারি' সবলে,
বিজ্ঞান-প্রসূত ইংরাজ-কৌশলে
"সিরাপিস্" পোত ছুটি'ছে ওই ;
রবির কিরণে, চাঁদের কিরণে,
লৌহ-নিরমিত চাকার চরণে,
উন্মত্তের প্রায়, তীর বেগে ধায়,
লক্ষ্য প্রতি যেন খগপতি ধায় ;
"সিরাপিস্" পোত ছুটি'ছে ওই।

২

"চাকার তাড়নে, প্রহার-পীড়নে
গরজে জলধি ভীম গরজনে ;
খণ্ডিত লহরী পুন খণ্ড হ'য়ে,
ঘাতপ্রতিঘাতে ফেনকে মিশা'য়ে,
গড়াগড়ি দেয় সাগর-জলে ;
তুষার জিনিত শাদা শাদা পাল
সমীরণ-স্ফীত, অতীব বিশাল !

জলস্তম্ভসম শরীর প্রকাশ ;
গুণবৃক্ষগুলি ছুঁ'য়েছে আকাশ ;
“সিরাপিস্” ওই সবেগে চলে।

৩

“নলমুখে ধূম গগনে ক্ষেপি'ছে ;
নলমুখে জল জলে উগারি'ছে ;
মনের উল্লাসে তরঙ্গ কাটিয়া,
তন্ন তন্ন করি' সলিল ঘাঁটিয়া,
“সিরাপিস্” ছুটে তোমার পানে।
উঠ এই বেলা, উঠ বিষাদিনি,
উঠ এই বেলা, আর্য্য-প্রসবিনি !
বুঝি পৌর্ণমাসী অমার যামিনী
হইল তোমার, ভাবি গো মনে।

৪

“তোমার আমার যিনি গো ঈশ্বরী,
সেই ভিক্টোরিয়া আশীর্ব্বাদ করি',
হৃদয়-রতনে, অতীব যতনে,
“সিরাপিসে” ওই তব সন্নিধানে
পাঠাইলা ; দেখ নয়ন তুলি'।

আমারে করিয়া তমস-আবৃত,
প্রতীচীর শশী প্রাচীতে উদিত ;
আর কেন, দিদি, তবে বিষাদিত ?
মুদিত নয়ন কর উন্মীলিত,
চির দুখরাশি যাও গো ভুলি'।

৫

"ওই দেখ, দিদি, নিকটে তোমার,
"সিরাপিস্" হ'তে নামিয়া কুমার
দাঁড়াইলা ; যেন ম্লান লতা পাশে
নব বিকসিত কিসল প্রকাশে।
সুধীরে উঠিয়া কুমারে ধর।
সুতাপিত কোলে মলিন অঞ্চল
(শতগ্রন্থিময়—তালিই কেবল !)
বিছা'য়ে যতনে, বসাও কুমারে,
অভিষেক কর নয়নাশ্রু-ধারে,
একে একে দুখ প্রকাশ কর।

৬

"তব সুতগণে (তাহারা আমার
ভগিনী-নন্দন) নিকটে তোমার

এই বেলা ডাকি' কহ সবাকারে,
যেন তব সহ অশ্রুজল-ধারে
তিতিয়া দাঁড়ায় কুমার-পাশে ;
অসহ্য যাতনা—মনের বেদনা—
যতগুলি আছে মনের বাসনা,
যেন সকলেতে অনর্গল চিতে,
অনা'সে কুমারে পারে নিবেদিতে,
কহ তা' তা'দিগে মধুর ভাষে।

৭

"বল গো ভগিনি, ডাকিয়া সবায়,
বাহ্য আড়ম্বরে নাহি যেন ধায়,
আতসবাজিতে—তামাসা—খানায়
ধনরাশি যেন বৃথা না উড়ায়,
একে কাঙ্গালিনী তুমি গো এবে !
তাহে পুন, হায়, এরূপ করিয়া,
আড়ম্বরে রাজভক্তি দেখাইয়া,
কি লাভ হইবে ? কি দুঃখ ঘুচিবে ?
বহমান দুঃখ আবহ রহিবে,
সত্য কি না, মনে দেখ গো ভেবে।

৮.

"যে জ্বালায় তুমি সাত শ' বরষ,
নয়নের নীর নিয়ত বরষ;
সে যাতনা আমি জানি সবিশেষে,
মনে হ'লে তাহা, হৃদয়প্রদেশ
আজো গো আমার কাঁদিয়া উঠে।
এত সুখ, সবি স্বপ্ন বোধ হয়,
চারিধারে হেরি অন্ধকারময়;
নরক-মূরতি সাক্ষাৎ উদয়
হ'য়ে স্মৃতি-পথে সুখ করে লয়;
শত শত শেল হৃদয়ে ফুটে!

৯

"নিজে না ভুগিলে, পরের বেদনা,
বল গো ভগিনি, জানে কোন্ জনা?
জ্ব'লেছি—ভুগেছি—কেঁদেছি অনেক;
সুখ সহ দেখা হয়নি ক্ষণেক;
সদাই হইত মরণ-আশা!
রোমকেরা যবে দারুণ প্রহারে
কোটি পদাঘাত করিল আমারে;

ভুজ কণ্ঠ বাঁধি' লোহার শিকলে,
প্রতি পলে পলে শাসিত সবলে;
আজ' দুখে কাঁদি স্মরি' সে দশা!

১০

"আশা হ'ত মনে, যদি দিবাকর
বরষি' অনল, মম কলেবর
দগ্ধ করিতেন; অথবা সাগর
গ্রাসি' অভাগীরে পূরিত উদর;
অথবা অশনি পড়িয়া শিরে
দুখের জীবন করিত গ্রহণ;
বাঁচিতাম, দিদি, তা' হ'লে তখন;
অধীনতা-দগ্ধ শরীর অন্তর
হইত শীতল, হ'ত না জর্জ্জর,
ডুবিতে হ'ত না নয়ন-নীরে!

১১

"সে দুখের দিন নিয়তির বলে
গেছে বটে এবে অস্তের অচলে;
স্বাধীনতা-সুখে এবে অবিরত
মগ্ন বটে, তবু আছে জাগরিত
রোম-প্রহারিত চরণাঘাত।

মনে মনে ভাবি, কালের কৌশলে
পুন সে কুদিন কবে ভাগ্যে ফলে ;
কাল-চক্র-গতি কভু নহে স্থির,
তীর হয় নীর—নীর হয় তীর ;
　সবি চূর্ণ করে কালের দাঁত !

১২

"তুমি গো ভগিনি, অগ্রজা আমার ;
আমি গো ভগিনি, অনুজা তোমার ;
আমি যে তোমার আপনার হই,
ক্ষণেক ভে'ব না, আমি পর নই ;
　তোমার প্রসাদে গৌরব মোর।
তব রত্নরাশি ভূষণ আমার ;
তব "কোহিনুর" (রতনের সার)
হৃদয় আমার উজলে কিরণে ;
উজলিত তাহা তোমার চরণে ;
　আজি সে হীরক হ'য়েছে মোর।

১৩

"সত্য সত্য কহি, শপথ করিয়া,
তোমার প্রসাদে ভুবন জুড়িয়া

সুযশ আমার, তোমারি বিষয়ে,
ক্ষুদ্র আমি, এবে ধনবতী হ’য়ে,
হ’য়েছি তিলক ধরণী-ভালে ;
তোমারি প্রসাদে আমি ভাগ্যবতী ;
কিন্তু, সতি, এবে তুমি দীনা অতি,
এ দশা তোমার দেখিয়া নয়নে
বাস্তবিক কহি, দুখ পাই মনে,
নিরজনে ভাসি নয়ন-জলে !

১৪

“ভগিনি ভারত, ভুবন মাঝারে
ধরার অমরা কহিত তোমারে ;
দেব-জ্যোতি-জালে বদন তোমার
উজল করিত ধরণী-আগার,
কমলা অচলা তোমাতে ছিল ;
বীর পুত্রচয়, বীরা পুত্রীচয়
গায়িত তোমার মুক্তকণ্ঠে জয় ;
সুমধুর বাদ্য বাজিত সঘনে,
পূরিত গগন আনন্দ-নিকণে ;
অশেষ উন্নতি হইয়াছিল।

১৫

"হায়, সে সুদিন এবে গো তোমার
নিশার স্বপন ; নাহি, দেবি, আর
সে অমর জ্যোতি—সে সুখনিচয়,
কালের দংশনে হ'য়েছে বিলয় ;
অধীনতা-বিষে জ্বলি'ছ এবে !
এ দশা তোমার দেখিয়া নয়নে ;
বাস্তবিক কহি, দুখ পাই মনে ;
কি ছিলে—কি হ'লে—কপালে তোমার
এত বিড়ম্বনা ছিল বিধাতার !
এর চেয়ে দুখ আছে কি ভবে ?

১৬

"রাজার ঘরণী, রাজ-সোহাগিনী,
রাজরাজেশ্বরী তুমি, গো ভগিনি।
আজি কি না তুমি পথ-ভিখারিণী
হইয়া কাঁদি'ছ মলিন মুখে !
অতি শোচনীয় এ দশা তোমার ;
সুধার বদলে গরল উদ্গার
এবে হয় তব শিরে অনিবার !
সুখ অস্তগত—ডুবেছ দুখে !

১৭

"কেঁদ না, কেঁদ না, কেঁদ না গো আর ;
ছিন্ন অঞ্চলেতে মুছ অশ্রুধার ;
বিধাতা করুন্, হউক্ তোমার
শুভ সংঘটন, ঘুচুক জ্বালা ;
যে অবস্থা মোর, কহি অকপটে,
বিধাতা করুন্, যেন তব ঘটে ;
তোমার আমার পিতা এক বটে,
এক রক্ত আছে শিরায় ঢালা ;

১৮

"তবে বল দেখি, তুমি দুখ পেলে,
আমার' অন্তর যায় না কি জ্ব'লে ?
আমার অধীনী তুমি, গো ভগিনি,
লজ্জা পাই শুনে এ নিষ্ঠুর বাণী,
কিন্তু কি করিব, কপাল-লেখা !
সে যা হ'ক্, তুমি পূর্ব্বের মতন
পুন হও, করি এই আকিঞ্চন ;
আজ—নয় কাল—নয় কিছু পরে,
তব পূর্ব্বদিন হইতেও পারে ;
কালের কৌশল থাকে কি ঢাকা ?

১৯

"গ্রীস, রোম, তুমি, মিসর প্রভৃতি
পুরাকালে ধরা উজলিয়া অতি,
ছিলে সুশোভিত, তা'দের সহিত
তব সুখ-রবি হ'য়েছে স্তিমিত,
কিন্তু গো তাহারা কালের বলে
অস্তমিত সুখ-রবির আবার,
(যদিও সুদূরে) উজল বিভার
পেতেছে আভাস ; তোমারো তেমন,
সুখ-ভানু পুন ভাতিবে গগন ;
কালের রহস্য অবশ্য ফলে।

২০

"সূত্রপাত তা'র বুঝি এইবার,
অয়ি গো ভারত, হইল তোমার ;
পুত্রগণ সহ স্বাগতবাদনে
ক্রোড়াসনে ধর মহিষী-নন্দনে ;
আশীর্ব্বাদী ফুল বরষ শিরে ;
এ হেন সুযোগ কখন' হ'বে না,
ভাগ্য-বলে পেলে, আর গো পা'বে না ;
এই বেলা কহ মনের বাসনা,

হৃদয়-বেদনা—হৃদয়-যাতনা
কহ যুবরাজে, কহ, গো ধীরে !

২১

“প্রতি পলে পলে, প্রতি পদে পদে
পড়িতেছ তুমি যে সব বিপদে ;
এক এক করি’ বিগত ঘটনা
কহ যুবরাজে, কহ সুবদনা,
স্মৃতি-দ্বার খুলি’ সব দেখাও ;
স্বাধীনতা কালে কিরূপ আছিলে,
অধীনী হইয়া কিরূপ হইলে ;
এক এক ক’রে মহিষী-কুমারে,
করে ধরি’, দেবি, সব লিখাও।

২২

“তব শ্রেষ্ঠ সুত যত রাজগণ,
সাবধান, যেন না হয় মগন
বহু-ব্যয়শালী আচার ব্যভারে,
নাহি সাজে যেন মণিমুক্তাহারে ;
কারণ, সে দিন এখন নাই।
জননী যা’দের এবে কাঙ্গালিনী,
অতীব দুখিনী মদ্দিত নলিনী।

এবে কি তা'দের সাজে হেন বেশ ?
এ বেশে সুহিত হ'বে না বিশেষ ;
অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা চাই।

২৩

"নয়নের জলে লিখি' আবেদন,
কুমারের করে কর অরপণ ;
একটীও কথা ভুল না বলিতে,
একটীও কথা ভুল না লিখিতে ;
সকলি জানাও রাজকুমারে।
যবে রাজসুত স্বদেশে ফিরিবে,
তব আবেদন জননীরে দিবে ;
সদয়-হৃদয়া সরলা কামিনী
রাণী ভিক্টোরিয়া, করুণাশালিনী,
করুণা-অপাঙ্গে চা'বে তোমারে।

২৪

"মনোগত কথা আপন বলিয়া
কহিনু তোমারে, আপন জানিয়া
কর গো গ্রহণ ; বাসনা পূরণ
হউক তোমার, এই আকিঞ্চন,
ঘুচুক্ বিষাদ, বিপদ, ভয়।

পুন দেখা দি'ক তব সুখ-রবি ;
হাসুক আবার প্রকৃতির ছবি ;
তব যশোগান গা'ক যত কবি ;
বিধাতা করুন্, পুন ভূবি, দিবি
ভরিয়া উঠুক তোমার জয় !"

স্বদেশ-প্রিয়ের শেষ দেখা।

১

জনম আমার ওই গঙ্গার সুন্দর কূলে !
যেখানে বিহঙ্গদল গান গায় মন খুলে ;
যেখানে পবিত্র নদী
কলনাদে নিরবধি
রবি শশী দেখি' দেখি', পারাবারে যায় চ'লে।
যেখানে তরঙ্গমালা দোলে রে সে নদী-গলে।
যেখানে দিনের বেলা
মানবগণের মেলা,
তটিনী-তরল-জলে তপন-কিরণ জ্বলে ;
নদী-কোলে বায়ু-বলে তরিগুলি টলমলে !

২

তপন লুকা'লে পরে, যেথানে যামিনীকালে
ঢালিয়ে কৌমুদীরাশি হাসে শশী নভোভালে।
চাঁদের কিরণমাথা
পর্ণময়ী তরুশাখা
ছায়ার সৃজন করি', সমীরণে ধীরে দোলে;
দেখিলে জুড়ায় আঁখি, হৃদয় মানস ভোলে।
রেতে স্তব্ধ কোলাহল,
নীরব গঙ্গার জল,
ঢ'লে পড়ে গ্রামবাসী নিদ্রার কোমল কোলে,
নির্ব্বাক্ রসনা, শুধু নাসায় নিশ্বাস চলে।

৩

বিধাতার বিড়ম্বনে এ হেন সুন্দর গ্রাম
(আমার বিচারে যেন ভূতলে স্বরগ-ধাম)
ছাড়িয়ে যাইব, হায়,
চিত নাহি যেতে চায়;
তথাপি কি করি, অহো, বিধাতা আমারে বাম,
ঘুচা'ইলা বুঝি তিনি এ গ্রামে আমার নাম!
আশা ছিল মনে মনে;
বান্ধবনিচয় সনে

আর' কিছুকাল র'ব ; হতাশ্বাস হইলাম ;
বাসনা বিফল হ'ল, চিরতরে চলিলাম !

৪

চলিলাম চিরতরে ;—ছাড়িলাম যত আশা ;
ভুলিলাম সকলের সুধামাখা ভালবাসা ;
খুলিলাম অলঙ্কার,
(সারহীন অহঙ্কার !)
ত্যজিলাম রসনার চাটু রসময়ী ভাষা ;
চলিলাম চিরতরে ;—ছাড়িলাম যত আশা।
যে দিকে নয়ন যা'বে,
যে দিকে মানস ধা'বে,
সে দিকে আমার গতি ; যথা সরিতের দশা।
কি লাভ বাড়া'য়ে শুধু অন্তহীনা কুপিপাসা ?

৫

অয়ি গো জাহ্নবি, তুমি আমার জনম দিনে
কতই বাজালে ধীর নিনাদে মধুর বীণে ;
তরঙ্গে তরঙ্গ ফেলি'
কতই করিলে কেলি,
হুলাহুলি দিলে কত আমারে আশীষ সনে।
ভুলি নাই জননি গো, এখন' তা' জাগে মনে।

যত দিন র'বে প্রাণ,
করিব তোমার ধ্যান,
কি আছে আমার আর তোমার চরণ বিনে ?
এ সুদীনে, দয়াময়ি, রেখেছ চরণে কিনে।

৬

কিন্তু যাইবার কালে—এই আমি যাই যাই—
গুটিকত কথা আজ তোমারে সুধা'য়ে যাই ;—
জনম-ভূমির মাটী
সুপবিত্র পরিপাটী,
খাঁটি সোনা ছাড়া আমি মাটী ব'লে ভাবি নাই ;
আজ কেন হেন হ'ল ? মনে মনে ভাবি তা'ই।
আছিলাম যত দিন
জড়সম জ্ঞানহীন,
ভাবিতাম তত দিন ইহারে সুখের ঠাঁই ;
এবে আর নয় ; এ যে অসীম অনন্ত ছাই।

৭

এ ভূমির যশোগান, এই যে খানিক আগে,
গাইলাম মন খুলে হৃদয়ের অনুরাগে।
প্রশংসিনু যেই মুখে,
পুনরায় সেই মুখে

মনোদুখে নিন্দা করি ঘোরতর সবিরাগে,
আমি তো কৃতঘ্ন তবে বিশাল ভূতল-ভাগে।
তা' নয়, কৃতঘ্ন নই,
এ জনম-ভূমি বই
স্বর্গও আমার মনে ক্ষণ তরে নাহি জাগে ;
হৃদয় অঙ্কিত মোর এ ভূমির স্নেহ-দাগে।

৮

এমন সুখের ধন, তবু তা'র নিন্দা গাই ?
গায়িবার হেতু আছে, কুযশ গাহি যে তা'ই ।-
আমার জনমভূমি,
এই কথা বলি আমি,
কিন্তু রে আমার হেথা কিছু অধিকার নাই,
পরকরগত ইহা, আমাদের আর নাই !
নরক ব্যতীত তবে
কে এরে স্বরগ ক'বে ?
এ হেতু এখানে আর থাকিবারে নাহি চাই,
এ হেতু এ ভূমি হ'তে এই আমি যাই যাই।

৯

যাই আমি তেয়াগিয়ে এ দেশের মায়ামোহ,
হাসির বদলে সাথী করিয়ে লোচন-লোহ।

সদাই ইহার তরে
গাই গে কাতর স্বরে
ভৈরবীতে দুখ এর, ভেদিয়ে গগন-দেহ,
গায়িয়ে শুনিব নিজে, যদি নাহি শুনে কেহ।
য'দিন চেতনা র'বে,
য'দিন শোণিত ব'বে,
য'দিন বিনাশ নাহি হইবে মাটীর দেহ,
দুখের সঙ্গীত এর গায়িব রে অহরহ।

১০

সঙ্কল্প করেছি আমি স্থলে, জলে, ঘোর বনে
ইহার দুখের গান গায়িব দুখিত মনে;
প্রতি লোমকূপ যদি
কথা কয় নিরবধি,
কহিব ইহার দুখ সবারে, তা'দের সনে;—
জনম ভূমিরে মোর পরে শাসে কুশাসনে!—
আমার জনম-ভূমি
ভূতলে স্বরগ-ভূমি,
এবে রে নরক-ভূমি, বিদেশীয় প্রপীড়নে।
গায়িব এ গান সদা অতীব দুখিত মনে।

১১

যে জিহ্বায় সুখ এর করিয়াছি বরণন,
সে জিহ্বায় দুখ এর ক'ব এবে প্রতিক্ষণ।
নয়নের নীর সহ
গা'ব শোকে অহরহ ;—
আমার জনম-ভূমি বিষাদের নিকেতন,
আমার জনম-ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন ;
বিদেশীয় দস্যু এসে,
দ্বিতীয় যমের বেশে
প্রতিপলে করে এরে হাড়ে হাড়ে জ্বালাতন ;
আমার জনম ভূমে বিধাতার বিড়ম্বন।

১২

রব না এ দেশে আর, কি লাভ থাকিলে হবে ?
জনম ভূমির দুখ চিত মোর নাহি সবে।
ভাগীরথি, থাক তুমি,
থাকুক জনম-ভূমি
থাকুক পাদপ লতা, থাকুক অপর সবে ;
কেবল আমার চিত হেথা আর নাহি রবে।
যে দিকে নয়ন যাবে,
যে দিকে মানস ধাবে,

সে দিকে আমার গতি ; জননি গো যাই তবে ;
অন্তিম বিদায় দাও ;—যা হবার, তাই হবে।

১৩

সে দিন যাহারে আমি ভাবিতাম শশী রাকা,
নিদাঘে মরুভূ মাঝে কিসল-ভূষিত শাখা ;
সে জনম ভূমি কি না
পরবশে দীনা হীনা,
পরের পীড়ন সয়, বদনে বিষাদ মাখা !
বিহগিনী কাঁদে যেন কাটিলে যুগল পাখা !
যাই তাই, যদি পারি
মুছা'তে এ আঁখি-বারি
আসিব আবার তবে ফিরায়ে ললাট-লেখা।
নতুবা এ জন্মে মোর এই দেখা—শেষ দেখা !

ভারত-ভাগ্য।

(মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ‘এম্প্রেস্ অব্ ইণ্ডিয়া’ (ভারতরাজরাজেশ্বরী)
উপাধিগ্রহণ-উপলক্ষে)

১

ধূলি-ধূসরিতা, মলিন-বসনা,
শীর্ণতম দেহ একটি অবলা
(কি জানি, কি ভাবি’) মুদিত-নয়না,
উঠিবারে চায়—বাসনা বিফলা!
জীর্ণ যষ্টি’পরে ধীরে ভর দিয়া,
অই যে আবার উঠে কাঙ্গালিনী ?
বয়সে প্রাচীনা, পড়ি’ছে টলিয়া,
হাঁটু ধরি’ পুন দাঁড়ায় দুখিনী।

২

প্রায় উঠে-উঠে, এমন সময়,
পক্ক-কেশাবৃত-শ্রবণ-বিবরে
কি কথা পশিল; কাঁপিল হৃদয়,
যষ্টিসহ ভূমে পড়িল কাতরে!
জ্ঞানহারা হ’য়ে হইল মূর্চ্ছিত;
জীবিত কি মৃত কে বলিতে পারে?
জীর্ণ যষ্টিখানি হ’ল দ্বিখণ্ডিত,
আধখানি ভূমে—আধখানি করে।

৩

এমন সময়ে ভীম দেহ ধরি',
দুর্ভিক্ষ-রাক্ষস ছাড়িল হুঙ্কার ;
বঙ্গে, মান্দ্রাজ উঠিল শিহরি',
প্রতি ঘরে লোকে করে হাহাকার !
ক্ষুধায় জঠর জ্বলিয়া উঠিল,
দুর্ভিক্ষের ভয়ে অন্ন নাহি মিলে ;
শত শত লোক শুকা'য়ে মরিল,
ভাসে দুই রাজ্য নয়ন-সলিলে !

৪

ওদনের তরে জননীর কোলে
কাঁদে শিশু, মাও কাঁদে তা'র সনে !
নাহি সরে বাক্—সান্ত্বিবে কি ব'লে ?
শিরে করাঘাত !—সলিল নয়নে।
জঠর-জ্বালায় ছুটি'ছে বাহিরে
কুলাঙ্গনাগন, লজ্জা পরিহরি' ;
ভিক্ষা মাগে, ভাসি' নয়নের নীরে !
কে দেবে রে ভিক্ষা ?—সবাই ভিখারী !

৫

মুষ্টিমেয় অন্ন পাইবার তরে,
মণি-মুক্তা-হেম-রজত-ভূষণ

দিতে চায়, মায়া ছাড়ি' অকাতরে ;
কিবা ফল তা'য় ?—কে করে গ্রহণ ?
মানী মান ত্যজি' অন্ন ভিক্ষা চায় ;
শত্রু মিত্র সবে হইল সমান ;
লক্ষ্মীছাড়া দেশ—দুর্ভিক্ষের দায় ;
শরীর ছাড়িয়া পালায় পরাণ !

৬

এই ত ও দিকে ; এ দিকে আবার
উঠিল ঝটিকা পূর্ব্ব-বাঙ্গালায় ;
তরুগৃহচয় হ'ল চূরমার ;
ক্রোধিত পবন হুঙ্কারিয়া ধায় !
উঠিল সাগর গর্জ্জি' অকস্মাৎ ;
নভঃস্পর্শি ঢেউ বেলা বিলঙ্ঘিল ;
দুই লক্ষ নর হইল নিপাত !
সংখ্যাতীত পশু ডুবিয়া মরিল !

৭

লোমহরষণ ভীষণ ব্যাপার !
কত সতী, হায়, হারাইল পতি !
সতী হারাইল কত অভাগার !
পুত্রহীনা হ'ল কত পুত্রবতী !

কত জনপদ হইল শ্মশান !
প্রাসাদ, কুটীর ভাসি' গেল জলে !
লোকময় গ্রাম মরুর সমান !
মড়া ছড়াছড়ি সলিলে, ভূতলে !

৮

দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকের রোদন,
প্লাবন-পীড়িত লোকের চীৎকার
নিমেষে ছাইল অসীম গগন ;
অহ কি ভীষণ—বিষম ব্যাপার !
মূর্চ্ছিতা রমণী হঠাৎ অমনি
ঘোর কোলাহলে চেতনা লভিল ;
শ্রুতি-পথ দিয়া রোদনের ধ্বনি
সরল অন্তরে সহসা পশিল ।

৯

আবার অবলা উঠি' ধীরে ধীরে,
চাহিয়া দেখিল কাতর-নয়নে ;
ভাসিল হৃদয় নয়নের নীরে,
পূর্ব্ব কথা পুন জাগরিত মনে ।
নিশ্বাস ফেলিয়া কহিল তখন :
"হেন দৈববাণী কেন রে শুনিনু ?

বিধি-বিড়ম্বনে মম পুত্রগণ
মরিল সহসা!—রোধিতে নারিনু।

১০

“হা হতভাগিনী আমি রে ধরায়,
শত শত সুত গেল কালগ্রাসে!
এ দেখেও প্রাণ নাহি বাহিরায়,
আমারেও কাল কেন না বিনাশে?
ও কি শুনি—অঁ্যা—ও কি রে ওখানে-
কেন রাজবাদ্য বজিয়া উঠিল?
আনন্দের ধ্বনি ছুটি’ছে গগনে,
দুখিনীর শোকে কে সুখে হাসিল?

১১

“এ ঘোর বিপদে—দিল্লী নগরীতে
কেন লোকারণ্য—কিসের ঘটনা?
রাণী ভিক্টোরিয়া উপাধি লভিতে,
মম শোকে সুখে দিলেন ঘোষণা?
এ কি বিপরীত!—এ কি অনুচিত।
এ কি ভিক্টোরিয়ে, ইংলণ্ড-ঈশ্বরি।
দয়াময়ি, নাম কেন কলঙ্কিত
করিলে লোভেতে, সুযশ পাসরি’?

১২

"ক্ষান্ত হও, রাণি, ক্ষণেকের তরে,
রাজবুদ্ধি ধর—কেন অবিচার ?
আমি অভাগিনী—আমার উপরে
কি দোষে, সুভগে, এত অত্যাচার ?
আমোদ করার এই কি সময় ?
এই কি সময় হাসিবার তরে ?
বুঝেছি, তুমি গো পাষাণ-হৃদয়,
পর-শোকে সুখী ধরণী ভিতরে !

১৩

"একবার চাও, যদি দয়া থাকে,
বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালার
শত শত লোক সরোদনে ডাকে,
এ ঘোর বিপদে পড়িয়া, তোমায় !
রাজ-শ্রুতি কি গো, বধির হইল ?
মাতিল কি চিত এতই আমোদে ?
প্রজাকুল কাঁদি' দ্রবিতে নারিল
হৃদয় তোমার, পড়িয়া বিপদে ?

১৪

"আজি হ'তে আর ধরার ভিতরে
রমণী-হৃদয় কোমল বলিয়া,

কেবা বিশ্বাসিবে ভুলেও অন্তরে ?
কি সুখ লভিলে কলঙ্ক রাখিয়া ?
রাজার অন্তর প্রজার রোদনে
যদি না দ্রবিল ক্ষণেকের তরে ;
তা'র চেয়ে ভাল বসতি কাননে,
শোণিত-লোলুপ পশুর গোচরে !

১৫

"দৈব-বিড়ম্বনে অদৃষ্ট আমার
না জানি কি পাপে পুড়ে হ'ল ছাই !
তাই তুমি কর এত অবিচার,
হৃদয়ে তোমার দয়া-লেশ নাই !
মৃতপ্রায় আমি, চাও একবার,
পুণ্য বই পাপ হ'বে না ইহায় ;
রাখ রাখ, রাণি, মিনতি আমার,
বৃদ্ধা আমি—দয়া উচিত আমায় !

১৬

"অতুল বিভব—রাজত্ব অসীম,
সাম্রাজ্যে তোমার চির সূর্য্যোদয় ;
কিন্তু তুমি নিজে দয়ামায়াহীন,
হৃদি-রাজ্য তব অন্ধকারময় !

জানিলাম, হ'লে সংখ্যাতীত ধন,
জানিলাম, হ'লে বিশাল রাজত্ব,
দয়াশূন্য হয় মানব-জীবন,
সুদূরে পালায় সুযশ, মহত্ত্ব!

১৭

"সে ধনে রাজত্বে কিবা ফলোদয়,
যে ধনে রাজত্বে দয়ারে তাড়ায়?
দারিদ্র্য তা' হ'তে সুন্দর নিশ্চয়,
যদি দয়ালোক তাহে দেখা যায়।
উপাধি লভিয়া কীর্ত্তি রাখিবারে,
কেন, ভিক্টোরিয়ে, হইলে বিহ্বলা?
এ যে কীর্ত্তি নয়—কলঙ্কের ভারে
চির তরে তোমা' করিল অচলা!

১৮

"আগে চেয়ে দেখ অভাগীর পানে,
আগে চেয়ে দেখ অভাগীর যত
অভাগা সন্তানে, কৃপাদৃষ্টি দানে;
তারপর হ'ও আমোদে নিরত।
আগে অন্ন দাও—আগে বস্ত্র দাও,
আগে সুখী কর হতভাগ্যগণে,

আগে অভাগীর মুখপানে চাও,
তা'র পর ক'র—যা' বাসনা মনে !

১৯

"রাজনেত্রে কভু দৃষ্টির অভাব ?
কখনই নয় ; যে দৃষ্টি ছুটিয়া,
পররাজ্যলাভে প্রকাশে প্রভাব,
অভাগীর পানে র'বে কি মুদিয়া ?
এত ক'রে ডাকি—শুনেও শুন না,
দেখেও দেখ না—এত ক'রে বলি ?
উপাধির তরে ভুলিলে করুণা,
কিন্তু জে'ন মনে উপাধি—বিজলী।

২০

"অয়ি ভিক্টোরিয়ে ! উপাধির তরে,
লক্ষ লক্ষ টাকা হ'বে ভস্মসাৎ !
অনা'সে দেখিবে—কে জানে—কি ক'রে,
এই কি গো হ'ল তব প্রসাদাৎ।
এই অর্থ যদি এ বিপদ কালে
দীন প্রজাগণে করিতে প্রদান,
অযুত 'এম্প্রেস্' উপাধির মালে
তব কণ্ঠদেশ হ'ত শোভমান্।

২১
"কই—তা' ত, হায়, হ'ল না—হ'ল না,
যে মরে—মরুক!—কি ক্ষতি তোমার?
দীন প্রজাগণে এ তব ছলনা—
দয়া প্রদর্শন!—রাজার বিচার!
হা হতভাগিনী, জনমদুখিনী
আমি রে জন্মিনু ধরণীতলে;
প্রভাত হ'ল না দুখের যামিনী,
আজন্ম ভাসিনু নয়ন-জলে!

২২
"রবি যদি উঠে পশ্চিমে কখন
হিমালয় যদি শূন্যে উড়ে যায়,
(তা'ও রে সম্ভব) সৌভাগ্য ঘটন
হ'বে না কখন' অভাগীর, হায়!
নিদারুণ বিধি! কি বিধি তোমার?
ভারতের ভাগ্য কি দিয়ে গড়িলে?
এই কি নৈপুণ্য ভাগ্য গড়িবার?
ভারতের ভাগ্যে এই কি লিখিলে?"

২৩
এই কথা বলি' ত্যজিলা নিশ্বাস,
নেত্র নিমীলিয়া কি ভাবিলা মনে;

আবার পড়িলা হইয়া হতাশ,
জ্ঞান হারাইলা মূর্চ্ছা পরশনে!
বম্বে, মান্দ্রাজে, পূর্ব্ব-বাঙ্গালায়
কাঁদে প্রজাকুল হাহাকার করি'!
এখানে দিল্লীতে ঠিক্ বিপরীত ;—
"রাণী ভিক্টোরিয়া—'ভারত-ঈশ্বরী'!"

বঙ্গ-বধূর কুন্তল।

১

সাবাস্ বিধাতা, সাবাস্ চাতুরী।
সাবাস্ তোমার দৈব কারিগরী!
সৃজিলে এ বঙ্গে বঙ্গের সুন্দরী
কি জানি কি রঙ্গে লেপিয়া অঙ্গ।
গড়েছ নয়নে বঙ্কিম চাহনি,
গড়েছ অধরে সুধার হাসনি,
সকলের চেয়ে গড়েছ শিরসে
অসিত কুন্তল—খেপিল বঙ্গ!

২

সাবাস্ সাবাস্ বঙ্গ-যুবকুল,
বধূর কুন্তলে প্রণয়ের মূল!

ছুটেছ বাগানে তুলিবারে ফুল,
যতনে কুন্তল সাজা'বে ব'লে ?
ক্ষুধা নিদ্রা ত্যজি' ফুল রাশি রাশি
তুল বঙ্গ-যুবা !—তুল দিবা নিশি,
গাঁথি' চারু হার, কুন্তল-জলদে
সাজাও কুসুম-বিজলী-মালে।

৩

দেবতার পদ পূজার কারণে
কে বলে কুসুম ফুটে উপবনে ?
যদিও তা' ফুটে অন্য কোন স্থানে
দেবতার পদ শোভার তরে,
বঙ্গের বাগানে যত ফুল ফুটে,
বাগান ছাড়িয়া দূরে গন্ধ ছুটে,
বাঙ্গালি যুবার হৃৎকম্প উঠে,
বধুর কুন্তল মানসে পড়ে।

৪

ওহে বঙ্গ-যুবা, কেন আঁখি খোলা ?
চোক দু'টি, ভাই, বুজ এই বেলা ;
ভাব মনে মনে বধূর কুন্তল,
সাজাইবে তুমি আজি কি বেশে ?

কেন বা ভাবিবে ?—কিসের ভাবনা ?
শিখেছ ইংরেজি জ্যামিতি, গণনা,
পেয়েছ ইংরেজি সভ্যতার রস,
কুন্তল সাজা'তে ভুল কি শেষে ?

৫

ভুল না—ভুলিলে কলঙ্ক হইবে,
বৃটনীয় গুরু অসভ্য বলিবে,
তা' হ'লে তোমার নির্ম্মল জীবনে
মলভার, সখে, মিশিয়া যা'বে !
জাতীয় আচার, জাতীয় গৌরব
একই নিশ্বাসে উড়া'য়েছ সব ;
জাতীয় যা' কিছু—ভুলেছ সকলি,
জাতীয়ের 'জা' কে বল ভাবে ?

৬

গাঁথ ফুলমালা বিলাতি ধরণে,
বধূর কুন্তলে জড়াও যতনে,
নয়ন মুদিয়া ভাব মনে মনে,
নয়ন খুলিয়া আবার চাও ;
একদৃষ্টে পাছে চাহিলে কুন্তলে,
মূর্চ্ছা গিয়া ঢ'লে পড় হে ভূতলে !

চিকুরে র'য়েছে তাড়িতাকর্ষণ,
আকর্ষিলে পাছে জ্ঞান হারাও।

৭

কিসেরি বা জ্ঞান ?—কেন বা হারা'বে ?
থাকিলে সে জ্ঞান কেনই বা চা'বে
অনিমেষনেত্রে বধূর কুন্তলে ?
অজ্ঞানের দাস বাঙ্গালি যুবা !
সুগন্ধবিহীন পলাশ যেমন,
বঙ্গযুবকুল জ্ঞানেও তেমন !
জ্ঞানের আকর বধূর কুন্তল,
সাজাও কুসুমে রজনী দিবা !

৮

বঙ্গযুবগণ ! কি ভয় অন্তরে ?
পড়িবে যখন বিপদ-সাগরে,
বধূর কুন্তল ছিঁড়ি' গাছ কত,
যতনে বাঁধিও ধনুর গুণ।
বধূর নখরে অর্দ্ধচন্দ্র বাণ,
ধনুতে বসা'য়ে, পূরিও সন্ধান ;
নিশ্চয় মরিবে দুস্‌মন্‌কুল,
তোমাদের, যুবা, এমনি গুণ !

৯
বধূর কুন্তলে এত যে যতন
কিহেতু, বুঝিতে পেরেছি এখন ;—
অতি সূক্ষ্মতর বধূর কুন্তল,
বাঙ্গালি যুবার' ক্ষমতা তাই।
বধূর কুন্তল নাহি সহে ভর,
বাঙ্গালি যুবার তেমনি অন্তর ;
বধূর কুন্তল অসিত বরণ,
বাঙ্গালি যুবার জীবন' তাই।

১০
বধূর কুন্তল কুসুমের থাকে
আঁটা আছে যেন জিলাপীর পাকে !
বাঙ্গালি যুবার টন্‌টনে জ্ঞান
জিলাপীর পাকে তেমনি বাঁকা !
তা' না হ'লে আজ' এত দেখে শুনে,
তা' না হ'লে আজ' দেশের রোদনে,
অত্মভাব ভুলি' হস্তিমূর্খ হ'য়ে
বাঙ্গালি যুবার উচিত থাকা ?

১১
বঙ্গযুবকুল, এরূপ থাকিতে
যদি ভালবাস উঠিতে বসিতে,

থাক চিরকাল—যাবত জীবন
বধূর কুন্তলে জড়াও ফুল !
বিলাতি সভ্যতা তোমার ভূষণ,
দেশী ফুলে যদি না হয় মনন,
ভিক্টোরিয়াপদ্ম কর আহরণ,
বধূর কুন্তলে মধুর ফুল !

১২

যতনে শিখেছ বিলাতি সায়েন্স্,
ল্যাভেণ্ডার আদি বিলাতী এসেন্স
বধূর কুন্তলে ঢাল ঝর ঝর,
যুড়া'বে অন্তর—পূরিবে আশা !
বধূর কুন্তল দৃঢ় নাগপাশ,
কেন কর চিন্তা ?—কিসের তরাস ?
বঙ্গযুবকুল, হ'য়ো না হতাশ,
বধূর কুন্তল ভয়ে ভরসা।

১৩

চিতোরবাসিনী বীর নারীদল
অনা'সে ছিঁড়িয়া সুচারু কুন্তল,
দিত বীরগণে ধনুর্গুণ তরে,
ইতিহাস আজো প্রমাণ তা'র।

বাঙ্গালির বধূ বাঙ্গালির তরে
ধরেছে কুন্তল শিরের উপরে,
গূঢ় অভিপ্রায় অবশ্য ইহার
আছেই, তাহাতে সন্দেহ কা'র ?

১৪

কি সে অভিপ্রায়, বঙ্গযুবগণ ?
ছিঁড়িয়া কুন্তল করহ রচন
দৃঢ়তম ফাঁস, গলায় বাঁধিয়া,
বধূগতপ্রাণ তেয়াগ কর !
ঘুচিবে বিষাদ, ঘুচিবে যাতনা,
কুন্তল-সেবার পূরিবে কামনা,
বাঙ্গালি-বীরত্ব ভরিবে ভুবনে,
চিরকীর্ত্তি র'বে ধরণী'পর !

নব বর্ষ।

১

অদৃশ্য প্রাসাদে অদৃশ্য আসনে,
অদৃশ্য দেবতা সর্ব্বজয়ী কাল
বাজাইলা শৃঙ্গ ঘোর গরজনে,
জাগিল গগন ধরণী পাতাল !

২

গাঢ়নিদ্রামগ্ন নরনারীগণ
জাগিল সে রবে ;—চমক ভাঙ্গিল ;
যেমন মেলিল মুদিত নয়ন,
নূতন মূরতি সম্মুখে দেখিল ;—

৩

সে মূর্ত্তি কখন' কেহই দেখেনি ;
যত দিন বিশ্ব হ'য়েছে সৃজিত,
সে মূর্ত্তি কখন' দেখেনি মেদিনী ;
নূতন মূরতি দিগন্তব্যাপিত।

৪

'সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
এ মূর্ত্তি রহিবে মানব-জগতে,—
সে মূর্ত্তির শ্রুতি করে আবরিয়া,
পুনঃ শৃঙ্গ কাল লাগিলা বাজা'তে।

৫

থামিল সে শৃঙ্গ ;—বাজিল আবার
'বস, বৎস! ত্বরা ধরা-সিংহাসনে,
মানবের ভাগ্যলিপির অক্ষর
পরিষ্কার কর মসি-বিলেপনে।'

৬

নব দেবমূর্ত্তি কালের আদেশে
ধরণী-আসনে বসিলা তখনি,
দুর্ব্বিসহ ভারে থরথর করি'
কাঁপিয়া উঠিল সসিন্ধু ধরণী।

৭

চুম্বক শিলার চুম্বনে যেমতি
অচুম্বক শিলা হয় আকর্ষিত,
নরভাগ্যলিপি সহসা তেমতি
নবমূর্ত্তি করে হইল স্পর্শিত।

৮

দেবদৃষ্টিসহ তবে সে মূরতি
নখর-আঘাতে ভাগ্য-আবরণী
বিচ্ছিন্ন করিয়া, দেখিলা সেখানে
পড়ি' আছে সূক্ষ্ম বিধির লেখনী।

৯

তুলি' সে লেখনী ঘসি' করতলে
লাগিলা খুদিতে বিধাতার লেখা,
অস্পষ্ট লিখন মুহূর্ত্তেক কালে
সুস্পষ্ট আকারে পুন দিল দেখা।-

১০

কা'র ভাগ্যলিপি দেখিয়া নয়নে,
নব দেবমূর্ত্তি চমকে আপনি ;
কা'র ভাগ্যলিপি নিরীক্ষণ করি'
শোকে ঢাকা দেন ভাগ্য-আবরণী !

১১

হাসেন দেখিয়া কা'র ভাগ্যলিপি,
ক্ষণকাল পরে কাঁদেন আবার !
কা'র ভাগ্যলিপি দেখিয়া হরিষে,
করে স্পর্শ করে' ভাগ্য আপনার।

১২

দেখিলা কাহারে,—হাসে সেই জন,
কিন্তু ভাগ্যে তা'র আছে যা' লিখিত,
অতি ভয়ঙ্কর !—মুহূর্ত্তে মরণ !
দেখি' দেবমূর্ত্তি হইলা স্তম্ভিত !

১৩

ভাবিলেন মনে, বিষাদে ডুবিয়া ;—
সার্দ্ধ তিন শত পঞ্চদশ দিন
ছয় ঘণ্টা কাল জীবিত থাকিয়া,
তাঁহারেও হ'বে হইতে বিলীন !

১৪

পরভাগ্যলিপি দেখিতে দেখিতে
 নিজভাগ্য-ফল জাগিল তাঁহার।
লেখনী খসিয়া পড়িল ভূমিতে,
 চিত্ত হ'ল মহাচিন্তার আধার।

১৫

ধরণীশাসন, ভাগ্যলিপি-লেখা
 ভাল লাগিল না ক্ষণকাল' আর ;
ফুটিয়া উঠিল বিষাদের রেখা
 হরিষপূরিত বদন-মাঝার।

১৬

ভাগ্য-ভাবি-ফল ভাবিয়া তখনি
 সুদীর্ঘ নিশ্বাস ত্যজিয়া সজোরে,
করধৃত নব মহারাজদণ্ড
 ফেলিলেন ছুড়ি' মহাসিন্ধু-পারে।

১৭

করক্ষিপ্ত দণ্ড ছুটে শূন্যপথে
 অচল সচল জলদ ভেদিয়া ;
নীরব গগন জাগা'য়ে নিস্বনে,
 চলে দণ্ড চল বায়ুরে তাড়িয়া ;

১৮

ওই যা,—কি হ'ল ! ওই আচম্বিতে।
রাজদণ্ড ওই দ্বিখণ্ড হইয়া,
অগ্নি উদ্গীরিয়া ছুটে তীরবেগে,
কোটি উল্কাপিণ্ড সমান জ্বলিয়া।

১৯

এক খণ্ড দণ্ড ভল্লুকের শিরে
পড়িল সবেগে,—কাঁপিল রুসিয়া !
আর খণ্ড পড়ে কেশরি-শরীরে,
কাঁপিল ইংলণ্ড হেলিয়া দুলিয়া !

২০

দণ্ডের অনলে ভল্লুকের লোম
দগ্ধ হ'য়ে গেল !—চর্ম্ম গেল জ্ব'লে !
যন্ত্রণায় ঋক্ষ ধায় প্রাণপণে,
শরীর জুড়া'তে নীল-সিন্ধু জলে।

২১

ও দিকেও, হায়, দণ্ডের অনলে
সিংহের শরীর উঠিল জ্বলিয়া,
যন্ত্রণায় সেও শরীর জুড়া'তে
এল সিন্ধুতটে লম্ফ প্রদানিয়া।

২২

চিরশত্রু দোঁহে ; তাহে পরস্পর
আগুনে পুড়িয়া নিতান্ত আকুল !
জ্বালাসহ ক্রোধ উঠিল জ্বলিয়া,
বাঁধিল সাগরে সংগ্রাম তুমুল ।

২৩

অহো দেবমূর্ত্তি ! অহো ভাগ্যলিপি !
অহো মহাদণ্ড ! অহো কাল-পাশ !
অহো ঋক্ষরাজ ! অহো সিংহরাজ ।
অহো হিন্দু নব-বর্ষ-অধিবাস ।

জলদে বিজলী।

১

প্রকৃতির মত আর   অভিনয় দেখা'বার
বিচিত্র ক্ষমতা কা'র আছে ?—কার' নাই ।
প্রকৃতির মত আর   হাসিবার কাঁদিবার,
হাসা'বার কাঁদা'বার ভাব দেখি নাই ।
এই যে প্রকৃতি সতী   রূপবতী হ'য়ে অতি,
হাসিয়া হাসা'ল মোরে—হাসিল হৃদয় ;

সে প্রকৃতি পুনরায় (ভাব নাহি বুঝা যায়)
কাঁদিয়া কাঁদা'ল মোরে ;—জলদ উদয়।
হাসি-অশ্রু প্রকৃতির নাটকাভিনয়।

২

লুকা'য়েছে নীলাম্বর, লুকা'য়েছে দিবাকর,
লুকা'ল তা'দের সনে আনন্দ আমার,
ক্ষিপ্ত পারাবার সম জলদ ভীষণতম
উঠেছে জাগা'য়ে মোর বিষাদ আবার!
রবির আলোকে সুখে প্রেয়সীরে দূরে রেখে,
রসায়ন-চিত্র* তাঁ'র ছিলাম তুলিতে,
হেন কালে, হায় হায়, কি ক'ব সে বিধাতায়,
জলদ উদয় হ'ল আমারে ছলিতে!
প্রেয়সীর ছবিখানি তুলিতে নারিনু আমি,
মনের বাসনা মোর মনেই বিলয়,
হায়, কি কুক্ষণে এই জলদ উদয়!

৩

রসায়ন-চিত্রে আর প্রয়োজন নাই,—
প্রয়োজন ছিল—এবে দায়ে প'ড়ে নাই!

---

* ফটোগ্রাফ্ (Photograph)

কি করি এখন তবে, কিছু যে না পাই ভেবে,
কিরূপে এ ছবি তুলি ?—কা'র কাছে যাই ?
ওই যা !—আবার মেঘ !—দূর কর ছাই !

৪

এস, প্রিয়ে বিধুমুখি ! তোমা ধনে বুকে রাখি'
থাকি আমি ততক্ষণ—মেঘ যতক্ষণ,
মেঘ যদি সরি' যায়, ফের যদি নভোগায়
দেখা দেয় আশামূল লুকান তপন,
তা' হ'লে হইবে মোর বাসনা পূরণ।

৫

প্রাণময়ী কাছে এল, হৃদয় জুড়া'য়ে গেল,
হৃদয়ে বসিল মোর হৃদয়ের ধন।
ওরে খল জলধর, ঢাকি' তুই নীলাম্বর,
ঢাকি' তুই দিনকরে, কর গরজন,
আর কি ডরায় তোরে আমার এ মন ?

৬

যা'রে ভালবাসি আমি—যা'র এ হৃদয়,
যে আমার—আমি যা'র—দুয়ে ভিন্ন নয়,
সে আমার হৃদি'পরে, আমি তা'রে হৃদে ধ'রে,
নয়ন যুগল মুদি' হ'য়েছি তন্ময় ;
জলদ উদয়ে নব সুখের উদয়।

৭

সহসা এ হেন কালে জলদ-হৃদয়ে
উঠিল বিদ্যুৎ-রেখা সহসা চকিয়ে,
অমনি প্রেয়সী মোরে বলিল জড়া'য়ে ধ'রে :—
"প্রিয়তম! ওই দেখ জলদে বিজলী।"
প্রিয়তমে! এই দেখ জলদে বিজলী।

৮

জলদে মিলা'য়ে গেল সচল বিজলী,
অচল রহিল মোর জলদে বিজলী।

মধুর মধুর।

১

মধুর মধুর বহি'ছে বায়,
মধুর কুসুম দুলি'ছে তায়,
আমার হৃদয় তাহার সনে
হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া যায়।
মধুর পাখীর মধুর গান,
মধুর গানের মধুর তান,
আমার হৃদয় তাহার সনে
আপন মনে কতই গায়।

মধুর মধুর চলি'ছে মেঘ,
মধুর পবনে মধুর বেগ,
আমার হৃদয় তাহার সনে
এ দিক্ ও দিক্ সে দিক্ ধায়।
মধুর নদীর মধুর জল,
মধুর গাছের মধুর ফল;
আমার হৃদয় তা'দের সনে
মধুর মতন মিশিয়া যায়।

২

মধুর মতন মিশিয়া যায়?
মধুর মতন মিশিয়া যায়।
ওই যে দেখ নদীর তটে
রূপের [illegible]টার ঘটা উঠে,
তাই নিরখি' হৃদয় মোর
নদীর মধুর জলের মত,
গাছের মধুর ফলের মত,
মধুর মধুর মধুর মত
মধুর নেসায় মধুর ঘোর।

৩

আমরি কি শোভার ডালি,
জলের ধারে তড়িৎ-কেলি!

আমরি কি মধুর হাসি,
পরাণ দিয়ে ভাল বাসি,
গগন-শশী ঐ রূপসী ?
উঁহুঁ—গগন-শশী নয়,
সে শশী কি এমন্ হয় ?
নিশার মসী সে চাঁদ হরে,
দিনের বেলায় পালায় দূরে,
মলিন মুখে মিলায় হাসি।

৪

আজের এ চাঁদ নূতনতর,
দিনের বেলায় উজল কর
ছড়িয়ে দিয়ে, দাঁড়িয়ে হাসে,
শোভার শোভা প্রভায় ভাসে,
কে গড়েছে এমন চাঁদ ?
বালাই নিয়ে ম'রে যাই,
এ চাঁদের আর তুল্য নাই,
এ চাঁদ যথা স্বর্গ তথা,
সোনার চাঁদে কনকলতা,
মনের কথা,—নূতন ছাঁদ।

বীণা।

১

জড় হ'য়ে, বীণে, অজড়ের মত
মরি কি মধুর সুরব বরষ !
যত বার শুনি—আশা বাড়ে তত,
অলক্ষ্যেতে গিয়ে মরম পরশ।
কি যে শুভক্ষণে জনম তোমার,
কি বলিব আমি ? সুদীনের বীণা,
যত বার পার, বাজ তত বার,
পুরাতন নও—সদাই নবীনা।

২

বাজ বাজ, বীণে, বাজ রে আমার,
ডারা, ডারা, ডাডা, রারা, ডিরি, ডায়,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার,
তুমি বিনে, বীণে, কে চিত জুড়ায় ?
ডারা ডিরি বোল নায়কীর তারে,
স্বর-লহরীর উঠি'ছে নাচনি ;
চিনি চিনি বোল চিকারী ঝঙ্কারে,
যুড়ী যোড়-সুরে যুড়ি'ছে সুধ্বনি।

৩

'গজল' 'ঠুংরি' 'তাজ বে তাজ',
এই গানে, বীণে, বাজ্ রে বাজ্!
আরো নানা জাতি সুমধুর গীত,
আরো নানা জাতি গত্ সুরসিত
ঝঙ্কারি' উগার; শুনিতে বাসনা;
কেন রে নীরব? আবার বাজ না?
বাজ যতক্ষণ না ছেঁড়ে তার?
পাছে ছেঁড়ে তার, ভয়ে ভয়ে তাই,
ধীরে ধীরে তোরে যতনে বাজাই;
বাজ বাজ, বীণে, বাজ রে আমার,
কাল-অবিচ্ছেদে বাজ রে আবার;
তোমা বিনে, বীণে, কি আছে আর?

৪

না রে, না রে, বীণে, বেজো না রে আর
ভাল নাহি লাগে ও তোর ঝঙ্কার;
গজলে মজা'লি, ঠুংরি-ঠোকরে
জ্বালাতন হ'ল, আমার কাণ!
ভাল নাহি লাগে তাজ বে তাজ,
ও সকল ছেড়ে অন্যরূপে বাজ,

যখন যেমন, তখন তেমন,
তা' না হ'লে সুখী হয় কি প্রাণ ?

৫

ললিত, ভৈরবী, পাহাড়ী, যোগিঞা,
এই সব রাগে এখন বাজিয়া,
শোকময়ী গীতি, ভেদিয়া আকাশ,
শুধু গাও, নতু বিফল প্রয়াস,
শুনিব না তোর ঠুংরি, গজল।
আমার মতন এখন যাহার
ফিরে নাই মন, তুমি রে তাহার
গজলে মজাও টপ্পা-সুখ-চিত,
গাও তা'র কাছে "পীরিত-পীরিত ?"
আমার ও সবে কি হ'বে ফল ?

৬

আছিল যখন সে দিন আমার,
মধুর লাগিত গজল তোমার ;
এখন আমার সে দিন নাই,
কাজে কাজে আমি তাহাই চাই
অশ্রু-লহরীর উচ্ছ্বাস যায় ;

বাজ সেইরূপে, যে ধ্বনি শুনিলে,
ধমনী নাচিবে শোণিত-সলিলে ;
বাজ সেইরূপে, যা'তে বক্ষঃস্থল,
নেত্র-পথ দিয়ে উগারিবে জল ;
সেইরূপে বাজ, মন যা' চায়।

৭

বাসনা আমার, করে ল'য়ে তোরে,
কি দিনে কি রাতে, ফিরি দ্বারে দ্বারে,
জনশূন্য স্থানে অথবা বাজারে,
বিলাস-ভবনে, অথবা শ্মশানে,
জাগ্রতের কানে, নিদ্রিতের কানে,
এমনো বাসনা—শবেরো শ্রবণে
ঢালি তোর ধ্বনি, বাজা'য়ে যতনে,
শোকচ্ছ্বাস সহ আকুল পরাণে !

৮

বাছিব না কভু হাসি বা রোদন,
বাছিব না ম্লান, প্রফুল্ল বদন,
যাহারে যেখানে যখনি পাইব,
ওরে বীণে, তোরে জোরে বাজাইব ;

কি বাজা'ব ? এই বাজা'ব তখন ;—
"কুড়ি কোটি লোক কেন অচেতন ?
অচেতন হ'য়ে কেন বা আবার
সচেতনে বহে পাদুকার ভার ?
শ্রবণ থাকিতে শ্রবণ করে না,
আছে দুটো হাত * * ধরে না ;
কিন্তু পর পদ ধরে সযতনে,
কি রকম তা'রা—ভগবান জানে।
মরেও মরে না—বেঁচেও বাঁচে না,
কি রকম জাতি, বুঝেও বুঝি না !
অদ্ভুত ঘটনা—বিধি-বিড়ম্বনা,
কি রকম জাতি বুঝেও বুঝি না,
পরেও বুঝিব, সে আশা মিছে !

যে দেশের সেই উত্তর দিকেতে
উচ্চতম গিরি আপ্লুত চখেতে
অহর্নিশ ঢালে অশ্রু রাশি রাশি,
সে অশ্রুর ধারা বহে দিবানিশি ;
কত শত নদী জনমিয়া তায়,
শোক-চিহ্ন ধরি' দূরে বহি' যায়।

যে দেশের নীচে, পশ্চিম, পূরবে,
সাগর কাঁদি'ছে দুঃখময় রবে।
সে দেশের লোক, মরি রে ঘৃণায়,
গিরি সাগরের দিকে নাহি চায় ;
নিজেও যে তা'রা কোন্ কুলোদ্ভব,
কিরূপ তা'দের আছিল গৌরব,
এ সকল মনে কিছুই জাগে না,
শুধু জাগে পর-চরণ-অর্চ্চনা,
　পরের প্রসাদে পরাণ বাঁচে।"

৯

আবার যখন হৃদয় কাঁদিবে,
　তখন তোমারে লইয়া করে,
ভারতের প্রতি-শ্মশানে যাইয়ে,
　বাজা'ব তোমারে করুণ স্বরে,
ঝঙ্কারিবে তুমি অনুচ্চ স্বননে,
　অনুচ্চ স্বরেতে আমি গা'ব গান ;
শ্মশানের ভূমি নয়নের জলে
　ভিজাইয়া তৃপ্ত করিব পরাণ।
যতদূর শক্তি—ততই কাঁদিব,
　অবিরল ধারে অশ্রু প্রবাহিবে ;

দেহের শোণিত অশ্রুরাশি হ'য়ে,
শ্মশানের ভূমে অজস্র পড়িবে!

১০

গা'ব এই গান (তাহার সহিত
সমস্বরে তুই বাজিবি, বীণে!)
ভারত-ভূমির সবি অন্তর্হিত,
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে!
স্বাধীনতা বল—আনন্দই বল—
বীরত্বই বল—গৌরবই বল—
কিছুই নাই রে এ কাল দিনে।

১১

যা' আছে, তা' শুধু অসংখ্য শ্মশান,
আগেকার চেয়ে গণনায় বেশী,
যেখানে যাই রে, সেখানে শ্মশান,
শ্মশানে পড়িয়া ভারতবাসী।
ওই যে দেখি'ছ রাজসৌধচয়,
রাজসৌধ নয়, ও সব শ্মশান;
ওই যে দেখি'ছ বিলাস-আলয়,—
বিলাপ-আলয়! গভীর শ্মশান!

বিদ্যালয় ওই হাজার হাজার,
ধনীর ভবন, দীনের কুটীর,
প্রণয়ীর ঘরে প্রেমের বাজার,
ভারত-ভূমির অন্তর বাহির
শ্মশান—শ্মশান—ভীষণ শ্মশান ?
প্রেতত্ব লভেছে ভারত-সন্তান।

১২

তোরে বাজাইয়ে কহিব গঙ্গায় :
এখনো কি হেতু প্রবাহিয়ে যায় ?
বহ মা, উজানে—যেয়ো না সাগরে,
বাল্মীকির বীণা শুনিতে কি চাও ?
কোথায় বাল্মীকি ? কোথায় সে বীণা ?
কোথায় সে বনে জানকী সুদীনা ?
কে বাজায় বীণা ?—কে করে শ্রবণ ?
তবে গো জননি, কেন তুমি ধাও ?
বুঝেছি, শুনিতে বিলাপ-গান,
আগেকার মত এখনও চাও ;
আমিই গাইব বিলাপ-গান,—
সীতার বদলে ভারত এখন,
দিবানিশি করে অশ্রু বরিষণ ;

ভারত এখন সীতার বদলে,
নিয়ত দহি'ছে বেদনা-অনলে।
জানকীর দুখ বাল্মীকি গাইত,
করে দৈব-বীণা সুধীরে বাজিত ;
আমি ভারতের দুখ-গান গাই,
কেঁদে কেঁদে আজ শুনাইয়ে যাই ;
বাল্মীকির মত অবশ্য নারিব,
কিন্তু তবু খুব কাঁদিতে পারিব,
রোদন ব্যতীত আর কিছু নাই,
তাই ভারতের দুখ-গান গাই !

১৩

ভাল কথা, বীণে, হইল স্মরণ,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ ;
ছিঁড়ে ফেলি' লৌহ পিতলের তার,
লৌহ সারিকায় কিবা ফল আর ?
অলাবু তুম্বীতে নাহি প্রয়োজন,
দিব তোরে আজ নূতন ভূষণ,
ধমনীর তারে বাঁধিব তোমায়,
সাজাইব দেহ অস্থি-সারিকায়,

তুম্বী ক'রে দিব মাথার খুলি !
দিল্লী নগরীতে, চল, বীণে, যাই,
তোরে করে ক'রে সজোরে বাজাই,
কি বোলে বাজিবি ? এই বোল বল—
'আর্য্যভূমি অই যায় রসাতল ;
বোম্বাই মান্দ্রাজে দুর্ভিক্ষ-হুঙ্কার ;
অনশনে প্রজা করে হাহাকার !
ঝড়ে, জলে আর সাগর উচ্ছ্বাসে
বঙ্গ-উপকূল গেল কালগ্রাসে,
দুই লক্ষ প্রজা ত্যজিল জীবন,
ঘোর আর্ত্তনাদ ছাইল গগন।
মহামারী রোগে বঙ্গ যায় যায়,
মূর্ত্তিমান কাল হুঙ্কারি' বেড়ায়।
দিবানিশি জ্বলে শবের চুলী।

১৪

'ভারতের ভাগ্যে দৈব-বিড়ম্বনা,
প্রতি লহমায় বিপদ ঘটনা !
ভারতের দেহ দুঃখে জর জর,
নয়নে সলিল ঝরে ঝর ঝর ;
ক্ষীণতর শ্বাস নাসায় বয় ;

হেন ভারতের পীড়িত হৃদয়ে,
রাজপ্রতিনিধি নিদারুণ হ'য়ে,
কেন বৃথা পাতি' রাজ-সিংহাসন,
"এম্প্রেস" উপাধি করেন ঘোষণ ?
এ কি ভারতের সুখের সময় ?

১৫

'ইংলণ্ডেশ্বরী রাণী ভিক্টোরিয়া,
কেন নিরদয়, দয়া বিসর্জ্জিয়া ?
'এম্প্রেস্ অব ইণ্ডিয়া' উপাধি গ্রহণ,
করি'ছ কেন গো এ হেন কালে ?
এত দেখে শুনে করুণা হ'ল না ?
এ কেমন, রাজ্ঞি, তোমার বাসনা ?
ভারতের নেত্র সলিলে ভাসি'ছে,
তব ওষ্ঠাধর আনন্দে হাসি'ছে ;
এ ঘটনা কভু দেখেনি নয়ন,
এ ঘটনা কর্ণ করেনি শ্রবণ ;
তব রাজ্যে এই অদ্ভুত ঘটন,
ইতিহাসে লেখা র'বে চিরন্তন।
লেখা র'বে পোড়া ভারত-ভালে !'

১৬

বাজ বীণে, বাজ অতি উচ্চ স্বরে,
পুরা রাজধানী দিল্লীর ভিতরে ;
যতক্ষণ তোর নাহি ছিঁড়ে তার,
ততক্ষণ বাজ বীণে রে আমার ;
'তপন নন্দিনি সরলে যমুনে !
নিশ্চল হইয়া দেখ গো নয়নে,
তব তট-ভূষা দিল্লী ধাম আজ,
পরেছে বিবিধ বহুমূল্য সাজ,
ভারতের প্রতিপ্রদেশ হইতে,
শত শত ভূপ দিল্লী নগরীতে
আজি উপনীত ; বল মা আমায়,
এরা কি এসেছে আপন ইচ্ছায় ?
নিজ নিজ রাজ্যে কাঁদে প্রজাগণ,
এরা কি করেছে সুখে আগমন ?
কহ দেবি ! তুমি জান গো সব !
কহ, নদি, মহারাণী ভিক্টোরিয়া,
ভারতেরে কেন নিরদয় হিয়া ?
ভারত যাঁহার আশ্রয় লইয়া,
মর-মর হ'য়ে র'য়েছে বাঁচিয়া,

যাঁ'র দৃষ্টিপাতে, যাঁ'র ভরসায়,
ভারতের আয়ু আজো ব'য়ে যায় ;
সেই ভিক্টোরিয়া নিদারুণ হিয়া,
নাহি চাহিলেন করুণা করিয়া !
হা ভারতভূমি !—হা চিরদুখিনি !
তব দুখে সুখ লভে মহারাণী !
রাণি ভিক্টোরিয়ে ! যদি থাকে দয়া,
ভারতের প্রতি হও গো অভয়া ;
'রাজরাজেশ্বরী' উপাধি কি হ'বে ?
এই কি সময়—দেখ দেখি ভেবে ?
কুড়ি কোটি প্রজা করি'ছে রোদন,
তুমি কি না সুখে হইলে মগন !
করযোড়ে করি মিনতি তোমারে,
আগে সুখী কর প্রজা সবাকারে,
নিবার প্রজার রোদন রব।'

১৭

এই রবে, বীণে, বাজ রে আমার,
আমি গান গাই সহিতে তোমার,
যত দূর শক্তি—তোমারে বাজা'ব,
যত দূর শক্তি—দুখ-গান গা'ব,

এতেও কামনা না পূরে যদি ;
চূর্ণ করে তোরে যমুনার জলে
(কিবা ফল আর ?) দিব টেনে ফেলে ;
বীণা-বাদনের যতন, বাসনা
তেয়াগ করিব আজ অবধি।

যম।

১

জলধি লঙ্ঘিয়া ছাড়ি’ নিজ দেশ,
কে রে ওই এল ?—ভয়ঙ্কর বেশ !
ছদ্মবেশ ধরি’ আঁখির পলকে
কে ওই এল রে ? দেখ রে—দেখ রে।
কে এল রে ওই তাড়িত-গমনে ?
ওই যে দাঁড়া’ল দক্ষিণ শ্মশানে ?

২

কাঁপিল শ্মশান ! ঘোর অন্ধকার !
নাহি চলে দৃষ্টি।—সৃষ্টি বুঝি যায় !
কই চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রমণ্ডলী !
কই বহ্নিশিখা ?—এ কি ঘোর দায় !

৩

বড় অন্ধকার !—গাঢ় অন্ধকার !—
তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া,
এত অন্ধকার এল কি সহসা ?
নয়নের দৃষ্টি গেল যে ধাঁধিয়া !

৪

তল রসাতল পাতাল ভেদিয়া
এ তমসরাশি আসে নি আসে নি।
নরকের দ্বার করি’ চূরমার,
এই অন্ধকার আসিল আপনি।

৫

কোথা সে নরক ?—জলধির পারে।
কত দূর ?—দূর অনেক যোজন।
কোন্ দিকে ?—আমি জানি না ক ঠিক-
হ’বে বুঝি অগ্নি কিম্বা বায়ুকোণ।

৬

নূতন নরক !—নূতন ঘটনা।
নূতন আঁধার !—আগে ত কখন
হেন অন্ধকার দেখিনি, শুনি নি।
উঃ কি অন্ধকার !—গেল রে নয়ন !

৭

একে অন্ধকার !—ওকি রে আবার !
  প্রবল ঝটিকা গম্ভীর হুঙ্কারে !
সিন্ধুর লহরী তমস মাখিয়া,
  উথলিয়া পড়ে তীরের উপরে !

৮

কোথা সে সিন্ধুর শ্বেত ফেনরাশি ?
  কোথা নীল জল অম্বর-রঞ্জিত ?
শ্বেত নীল ভেদ সহসা অভেদ,—
  গাঢ় অন্ধকারে সমুদ্র প্লাবিত।

৯

ঝটিকার যোগে সিন্ধু উদ্বেলিয়া,
  পৃথিবীর নাম আজ কি ডুবা'বে ?
এত দিনে ধরা যা'বে কি ভাসিয়া ?
  সিন্ধুজলে নভঃ একাকার হ'বে ?

১০

এত দিনে বিধি ক্লান্ত হ'য়ে না কি
  বিধি-বিপর্য্যয় করিতে উদ্যত ?
গেল গেল পৃথ্বী।—যাইতে কি বাকী !
  ডুবিল পৃথিবী !—তরঙ্গ-উন্নত !

১১

অর্দ্ধ ভাগ ধরা অই যায় যায় !—
অই যে গেল রে—দেখিতে দেখিতে,
অই যে ডুবিল !—ঘনশ্যাম কায়
জলমগ্ন ওই হ'ল আচম্বিতে !

১২

অর্দ্ধ খণ্ড বাকী ;—তা'ও বুঝি যায় ;—
থাকে কি না থাকে—পড়েছে হেলিয়া,
বনস্পতিরাজি মেদিনী-ভূষণ
চড় চড় করি' পড়িছে খসিয়া।

১৩

ঝড়ের দাপটে গিরি-শৃঙ্গ ফাটে ;
শৃঙ্গ'পরে শৃঙ্গ পড়ি' চূর্ণ হয় ;
সমুদ্রের ঢেউ শৈল লঙ্ঘি' উঠে ;
শতহস্ত জলে শৈল ডুবে রয়।

১৪

সমুদ্রের তিমি আঁখি পালটিতে
আছাড়িয়া পড়ে তরঙ্গে মিশিয়া ;
তিমি-অস্থিরাশি শৈল-শিলাসহ
শত চূর্ণ হ'য়ে যেতেছে ভাসিয়া।

১৫

তরঙ্গে ভূধরে ঘাত-প্রতিঘাত,
কভু হারে ঢেউ, কভু হারে গিরি ;
মাঝে হ'তে কোটি প্রাণীর নিপাত!
নিসর্গের একি বিষম চাতুরী!

১৬

উঃ, কি ভীষণ ঝড়ের গর্জ্জন !
উঃ, কি জীবের সভয় চীৎকার !
উঃ, কি বিষম তরঙ্গ-লম্ফন !
উঃ, কি বিচ্ছিন্ন মূরতি ধরায় !

১৭

ওই দেখ ! ওই কে রে দাঁড়াইয়া
দক্ষিণ শ্মশানে এ হেন সময় ?
চেন কি উহারে ?—চিনি চিনি করি,
দেখেছি উহারে হেন বোধ হয়।

১৮

কোথায় দেখেছ ?—কখন্ দেখেছ ?
বহুবার আমি দেখেছি উহারে ;
প্রত্যেক পলকে ওই ভীম মূর্ত্তি
ভয়ানক ভয় দেখা'য়েছে মোরে।

১৯

যবে প্রাণবায়ু আয়ুর সহিত
নাড়িকা-নালিকা শূন্য ক'রে ফেলি',
সহস্র চক্ষুর সম্মুখে সহসা
অলক্ষ্যে নিমিষে কোথা যায় চলি';

২০

সেই কালে আমি দেখেছি উহারে
মহাছায়া রূপে ঘূরে পাশে পাশে;
বিকট নয়নে—বিকট দশনে
হি হি হি হি করি' অট্ট অট্ট হাসে!

২১

যবে কচ-পদ্ম-সদৃশী যুবতী
দয়িতের ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া,
ক্রমে ম্লানমুখী, ক্রমে ক্ষীণজ্যোতি,
চির তরে রাখে নয়ন মুদিয়া;

২২

সেইকালে আমি দেখেছি উহারে,
নির্দ্দয় হইয়া বিষদৃষ্টে চায়!
কোমল কমল ছিন্ন ভিন্ন ক'রে,
বিকট মূর্ত্তিতে ছুটিয়া বেড়ায়!

২৩

যবে দেখি, যুবা হাসিতে হাসিতে
প্রিয়াসহ করে মধুর সম্ভাষ;
অমনি সহসা আঁখি পালটিতে,
বদ্ধ হয় যদি সরল নিশ্বাস,

২৪

তবে সেইকালে ওই ভীমকায়
নিষ্ঠুর পুরুষ কোথা হ'তে আসি',
কসায়ের মত কষা দৃষ্টে চায়,
করে ঝক্‌মকে খরতর অসি।

২৫

ওর পরিচয় কত দিব আর?
প্রত্যেক মুহূর্ত্তে—প্রত্যেক নিমেষে
এই বিশ্বমাঝে ওই দুরাচার
হুহুঙ্কার করি' ঘূরে ঘোর বেশে।

২৬

এই মাত্র তুমি দেখিলে যেখানে
আনন্দ-উচ্ছ্বাস!—ক্ষণ পরে যদি
দেখ সেইখানে যন্ত্রণা-পাথার,
খরতর বেগে বহে অশ্রু-নদী;

২৭

তা’ হ’লে সঠিক জানিও অন্তরে,—
ওই মহাক্রূর পাষণ্ড কসাই
ভ্রমণ করি’ছে তীক্ষ্ণ অসি করে,
প্রাণান্তেও কারো না মানে দোহাই

২৮

সুশীতল জ্যোৎস্না খেলিতে খেলিতে,
হাসিতে হাসিতে ডুবিল যেখানে ;
ঠিক্ জেন মনে, শাণিত অসিতে
ওই দুরাচার হুঙ্কারে সেখানে।

২৯

যেখানে দেখিবে মধুর সঙ্গীত
এই হ’তে হ’তে, থামিল সহসা ;
ওই পাষণ্ডেরে দেখিবে সেখানে
হুঙ্কারে নিবারে আনন্দ-ভরসা।

৩০

যেখানে দেখিবে নবোদিত ভানু
শতস্তর মেঘে ডুবিয়া পড়িল ;
যেখানে দেখিবে আঁধার করিয়া,
জ্যোতিঃপূর্ণ আলো সহসা নিবিল ;

৩১

সেই খানে তুমি ওই সে পামরে
দেখিবে দেখিবে—না হ'বে অন্যথা।
ওই মহাক্রূর ছাড়ি'ছে হুঙ্কার,
পাথরে আছাড়ি' করুণা মমতা।

৩২

উঃ, কি ভীষণ!—ও কি রে আবার?
জ্বলন্ত জ্বলন দপ্ দপ্ ক'রে
জ্বলিয়া উঠিল শ্মশান ব্যাপিয়া,
রাশি রাশি শিখা উঠি'ছে অম্বরে!

৩৩

শত শত চিতা জ্বলে ধক্ ধক্!
লক্ লক্ করে অগ্নির রসনা!
ব্রহ্মাণ্ডের অগ্নি একীভূত হ'য়ে,
ব্রহ্মাণ্ড দহিতে করেছে বাসনা?

৩৪

হুহুঃ শব্দে অগ্নি জ্বলে ঘোরতর,
প্রবল ঝটিকা হ'য়েছে সহায়;
দোঁহে অস্থিশূন্য—কিন্তু মহাতেজে
কি ঘটা'তে, হায়, আজি কি ঘটায়!

৩৫

গেল গেল সব !—উঃ !—দেখ চেয়ে,—
অত যে আঁধার কোথায় গিয়েছে ;
তমোমাখা নভঃ চিতাগ্নির তেজে
ত্যজি' পূর্ব্ব রূপ রক্তিম হ'য়েছে।

৩৬

আকাশেও যেন লেগেছে আগুন্,
আকাশেও চিতা জ্বলিতেছে না কি ?
আলোক মাখিয়া রাশি রাশি ধূম
অগ্নি-তাল সম উঠে থাকি' থাকি' !

৩৭

এত তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন,
সমুদ্রের বারি তপ্ত হ'ল তা'য় !
আলোক-ফলিত তরঙ্গের মালা
দ্রব ধাতু সম ছুটিয়া বেড়ায় !

৩৮

ঘোর অন্ধকার গিয়ে একেবারে
কেন হ'ল এই দৃশ্য-বিবর্ত্তন ?
বিপরীত কাণ্ড—বিপরীত ভাব !
চিত্ত চমকিত !—চকিত নয়ন।

৩৯

পূর্ণ তেজে জ্বলে চিতা-হুতাশন !
  নর-রক্ত-বসা আহুতির মত
দ্বিগুণ ত্রিগুণ চতুর্গুণ করি'
  আগুনের শিখা করি'ছে উন্নত !

৪০

শতহস্ত তল-মৃত্তিকা অবধি
  হুতাশের তেজে চড় চড় ফাটে !
দগ্ধ দেহ হ'তে দুর্গন্ধ বিষম
  পলকে পলকে ঝলকে ওঠে।

৪১

দুর্গন্ধে ভরিল অনন্ত আকাশ ;
  ভরিল দুর্গন্ধে সাগরের জল ;
ভরিল দুর্গন্ধে প্রবল বাতাস ;
  দুর্গন্ধের স্রষ্টা দুর্গন্ধ অনল !

৪২

রাশি রাশি ধুনা বহ্নির কবলে,
  কিংবা ঘৃতভার কলসী কলসী
ঢালিলে, সে বহ্নি যত তেজে জ্বলে,
  তা'র কোটি গুণ গগন-পরশি'

৪৩

জ্বলে চিতানল দক্ষিণ শ্মশানে !
প্রলয়ের এ কি আজি সূত্রপাত !
প্রলয়-পরীক্ষা আজি বুঝি এই,—
লক্ষ লক্ষ প্রাণী হ'তেছে নিপাত !

৪৪

ও কি রে আবার ! ওই শুন কাণে,—
ঘোর আর্ত্তনাদ উঠি'ছে গম্ভীরে !
শূন্য নভস্তল ফাটিল চীৎকারে,
উঃ, কি চীৎকার উঠে বক্ষঃ চিরে ;—

৪৫

"মের না, মের না !—দোহাই—দোহাই !
নির্দ্দোষ আমরা—নাহি দোষ-লেশ ;
দীনহীন ক্ষীণ দারিদ্র্যের দাস,
ছাড়—বড় লাগে !—ছাড় রুক্ষ কেশ ।

৪৬

"ক্ষুধায় কাতর !—জ্বলি'ছে জঠর !
উঠিবার শক্তি একেবারে নাই !
চক্ষে নাহি দেখি—কর্ণে নাহি শুনি ;
টেন না—টেন না !—দোহাই—দোহাই ।

৪৭

"একমুষ্টি অন্ন বহুদিন হ'তে
পাই নাই দিতে এ শুষ্ক উদরে !
নাহি দেহে মাংস, শোণিতের বিন্দু,
নড়িতে পারি না কঙ্কালের ভরে !

৪৮

"পায়ে ধ'রে বলি ;—দয়াদৃষ্টে চাও,
একমুষ্টি অন্ন দাও আমাদিগে।
উহু, উহু ! যাই।—মের না—মের না।
টেন না—টেন না !—হাড়ে বড় লাগে !

৪৯

"বজ্রমুষ্টি আর মের না মাথায় !
তোমারি চরণে এ মাথা লুটাই !
এ অভাগাদিগে করুণা কর হে ;—
হ'য়ো না নির্দ্দয় !—দোহাই—দোহাই !

৫০

"দারুণ পিপাসা !—প্রাণ যায় যায় !
ফেটে গেল ছাতি ;—কণ্ঠ শুষ্ক হ'ল,
এক পলা জল দাও দয়া করি,
অসহ্য পিপাসা,—বুক ফেটে গেল।

৫১

"আমাদের এই সন্তানসন্ততি
জঠর-জ্বালায় করি'ছে রোদন,
আছাড়ি' পিছাড়ি' গড়ায় ভূতলে,
শুকা'য়ে গিয়েছে কোমল বদন।

৫২

"ওদের দিকেও কৃপাদৃষ্টিপাতে
চাও একবার!—নয়ন-সম্মুখে
নিজ পুত্র কন্যা ছট্‌ফট্‌ করে,
উঃ কি যন্ত্রণা!—বড় বাজে বুকে!

৫৩

"কোথা হ'তে তুমি সহসা আসিলে,
নির্দ্দয়তা-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া?
গুটিদুই অন্ন দিতেছিনু মুখে,
গ্রাস হ'তে তাও লইলে কাড়িয়া।"

৫৪

ওই যা কি হ'ল!—ওই ছদ্মবেশী
দুরাচার পাপী কর্ণে দিল হাত;
নয়ন মুদিল;—না শুনে রোদন,
কা'রো মুখে নাহি করে দৃষ্টিপাত!

৫৫

ওই দেখ, দুষ্ট ওই যে কি করে,
না মানে মিনতি—না মানে দোহাই ;
লক্ষ লক্ষ ক্ষুধা-পিপাসা-পীড়িত
নরগণে দগ্ধি' করিতেছে ছাই !

৫৬

ক্ষুধা পিপাসায় অর্দ্ধমৃতপ্রায়,
অন্নজল পেলে বাঁচিতেও পারে ;
কিন্তু, হায় এ কি, ঘোর নিষ্ঠুরতা !
এ কি অত্যাচার মানব-সংসারে !

৫৭

দয়াশূন্যা আজি হ'ল কি মেদিনী ?
বিধির বিধি কি হ'ল বিপর্য্যস্ত ?
নিষ্ঠুরের রাজ্য আজি হ'তে না কি ?
অধর্ম্ম উদয় ?—ধর্ম্ম হ'ল অস্ত ?

৫৮

উঃ, ওই দেখ !—দেখিতে পারি না !
হা ঈশ্বর ! আজ সাধের তোমার
লক্ষ লক্ষ নর অপঘাতে মরে,
কোথা, দয়াময় ! দেখ একবার।

৫৯

দেখ, নাথ। দেখ দীনবন্ধু প্রভো!
তব পুণ্যধামে এ কি অবিচার,
অহে সর্ব্বদর্শী তোমারি সম্মুখে
ও নিষ্ঠুর করে নিষ্ঠুর ব্যভার।

৬০

তব চক্ষে ধূলি নিক্ষেপিবে ব'লে
ছদ্মবেশে ওই দুষ্ট দুরাচার
দক্ষিণ শ্মশানে চিতানল জ্বেলে,
জীবন্ত মানবে করি'ছে সংহার!

৬১

কৃষ্ণবর্ণ দেহ নাহি এবে ওর,
তোমারে ঠকা'তে গৌরাঙ্গ হ'য়েছে;
বিড়াল-নয়ন, কটা গুম্ফ শ্মশ্রু,
পশুলোমবস্ত্রে সর্ব্বাঙ্গ ঢেকেছে।

৬২

হে বিশ্ব-বিধাতঃ। তোমারে ঠকা'তে
আজি এ দুষ্টের এই ছদ্মবেশ!
রক্ষা কর, নাথ! তব পুত্রগণে!
নতুবা রহিবে ধ্বংস-অবশেষ।

৬৩

দেখ দেখ, নাথ! জীবন্ত জীবন্ত
কবি কচি শিশু ননীর পুতুলি ;
ওই মহাক্রূর ধরি' তাহাদিগে
ফেলে চিতানলে দুই হস্তে তুলি' !

৬৪

মা বাপের তা'রা বুক-চেরা ধন,
মা বাপেরি, হায়, নয়ন-সম্মুখে,
ধরি', তাহাদিগে ওই মহাপাপী
ফেলি'ছে চিতায় মুষ্টি মারি' বুকে !

৬৫

ওই দেখ, পিতঃ ! লোমহরষণ
কি ব্যাপার ওই !—উঃ, কি ভীষণ !
কঙ্কালাবশিষ্টা বিশীর্ণা জননী
বাৎসল্যের বশে দুগ্ধ-হীন-স্তন

৬৬

সবলে টিপি'ছে, কিন্তু দুগ্ধ কই ?
শোণিতের বিন্দু পড়ি'ছে চুইয়া,
তাই কাঙ্গালিনী স্তনদুগ্ধ জ্ঞানে
শিশুর বদনে দিতেছে শুইয়া।

৬৭

কিন্তু তাও, হায়, হ'ল না, হ'ল না!
অভাগী জননী,—অভাগা নন্দন!
মনের বাসনা মনেই রহিল
দু'জনের, অহো!—দৃশ্য কি ভীষণ!

৬৮

ওই দুরাচার নির্ম্মম পুরুষ
স্তন্যদানোদ্যতা অভাগী মাতায়
ধরিয়া সবলে ছিতায় ফেলিল!
কোলের কুমার ভূতলে লুটায়!

৬৯

ওরে মহাক্রূর! পাষাণ-হৃদয়!
আর না—আর না—দেখিতে পারি না।
ক্ষান্ত হ—ক্ষান্ত হ— পায়ে ধ'রে বলি—
দেরে পরিত্রাণ,—ঘুচুক যন্ত্রণা।

নিদ্রা।

১

বিশ্বরচয়িতা ক্ষীর পারাবারে
শয়ান ছিলেন অনন্ত-শয়নে,

অমরসুন্দরী কমলা তাঁহারে
তুষিতেছিলেন কর পরশনে।
ক্ষীর-পারাবার-জনিত সমীর
প্রবাহিতেছিল নাচাইয়া ক্ষীর।

২

কমল-নিন্দিত কমলার কর
মাধবের দেহে সুধীরে খেলি'ছে,
নীল জলে যেন পদ্ম মনোহর
গতিশীল হ'য়ে, ভাসিয়া দুলি'ছে।
পরশি'ছে অঙ্গ মৃদু সমীরণ;
আরামে শ্রীপতি মুদিলা নয়ন।

৩

সে সুখের কালে তাঁহারি নয়নে
জনম আমার সুখমাখা কায়।
নিদ্রা নাম ধরি, সদা-সুখ মনে,
সুখী করি জীবে, বেড়াই ধরায়।
সুখের সময়ে সুখেশের চোকে
জনম আমার, সুখী করি লোকে।

৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে ভ্রমিয়া বেড়াই;

অনাহূত হয়ে, সমাদর করি,
অনায়াসে সুখ-অমৃত বিলাই।
সুখের সময়ে সুখেশের চোকে
জনম আমার, সুখী করি লোকে।

৫

নয়নে জনম—নয়নে বসতি,
অন্য অঙ্গ আমি কভু পরশি না;
বিধাতার কৃত আমার প্রকৃতি,
নয়ন ব্যতীত কিছুই জানি না।
আসব নিবসে কুসুমে যেমন,
নয়নে নিবাস আমারো তেমন।

৬

সমভাবে থাকি সবারি নয়নে,
কি সুন্দর আঁখি কিবা অসুন্দর,
সকলি সুন্দর আমার নয়নে;
সকলি পরশি প্রসারি' এ কর।
পক্ষপাতী নহি নরের মতন—
এ'টি ভাল—এটা কুৎসিত নয়ন।

৭

অজড় কি জড় সকলের প্রতি
মোহ-মন্ত্রে আমি শান্তি-সুধা ঢালি।

আমারি দয়ায় পাদপ ব্রততী,
শান্তি সুখ লভে নয়ন নিমীলি'।
নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
যেখানে সেখানে বেড়াই বিচরি'।

৮

রজনী আসিলে, মুড়ি সযতনে
তেঁতুল বকের সরু সরু পাতা ;
আমারি কোমল কর পরশনে
ঘুমাইয়া পড়ে লজ্জাবতী লতা।
কা'রে লজ্জা বলে, ভুলে সে তখন,
ভুলে সে তখন কি যে জাগরণ।

৯

দুরন্ত বায়ুরে দূরে তাড়াইয়া,
সাগরেরে করি ঘুমেতে বিহ্বল ;
মম পরশনে গর্জ্জন ভুলিয়া,
ঘুমায় জলধি ; নাহি নড়ে জল।
নিদ্রা নাম ধরি, চৌদিকে বিচরি,
উন্মত্ত সাগরে বিমোহিত করি।

১০

নিদ্রা নাম ধরি, দিবা-সহচরী,
শশাঙ্কেরে করি ঘুমে অচেতন,

সারা নিশি জাগি' বদন আবরি
গাঢ়তর ঘুমে ; না মিলে নয়ন।
কুমুদিনী শোয় সলিল-শয়নে,
চেপে রাখি হাত সে চারু নয়নে।

১১

শত শত তারা নীল নভস্তলে
ঘুমাইয়া পড়ে নয়ন মুদিয়া ;
ঢাকা থাকে আঁখি মম করতলে,
নয়নের জ্যোতি না চলে ফুটিয়া।
বিধি-দত্ত মম অমরী মায়ায়
নয়নের জ্যোতি নয়নে মিলায়।

১২

মধ্যাহ্নের কালে শ্রান্ত সমীরণ
ঘুমায় গগনে আমার পরশে।
এত গাঢ় ঘুম ; না রহে চেতন,
নাসিকা নিশ্বাস নাহিক বরষে।
কাজেই কাঁপে না তরু লতাগণ,
তারাও ঘুমেতে হয় অচেতন।

১৩

নিদ্রা নাম ধরি, সন্ধ্যা-সহচরী,
প্রচণ্ড প্রখর সহস্র কিরণে

লোহিত বসনে দেহাবৃত করি'
　শোয়াই যতনে সাগর-শয়নে।
নাহি রহে তেজ না রহে চেতন,
শীতল সলিলে ঘুমায় তপন।

১৪

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী,
　যেখানে সেখানে অনা'সে বেড়াই;
যাহারে নিরখি, তাহারে আবরি
　রসজ অঞ্চলে, বচনে ভুলাই।
কোলে করি কত আদর করিয়া,
শ্রম করি নাশ কর বুলাইয়া।

১৫

রজনী আসিলে আমারি মায়ায়,
　দিন-কোলাহল বিস্মৃত হইয়া,
আমার কোলেতে জগত ঘুমায়,
　অচেতন হয় নেত্র নিমীলিয়া।
জাগে বটে নভে তারা অগণন,
কিন্তু নিমীলিত মানব-নয়ন।

১৬

কে বুঝিবে মোর কৌশল কেমন,
　দিনে তারাদল আকাশে ঘুমায়;

জাগে সেই কালে নরের নয়ন,
আর কিছু নয়—আমারি মায়ায়!
এক দিকে অর্দ্ধ জগতে ঘুমাই,
অন্য দিকে অর্দ্ধ জগতে জাগাই।

১৭

নিদ্রা নাম ধরি, নিশি-সহচরী।
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
বুলা'য়ে নয়নে কর ধীরি ধীরি,
মিটাইব শ্রম-যাতনা অপার।
জননীর চেয়ে করিব যতন,
ব্রত মম পর-যাতনা-মোচন।

১৮

এ মোর শীতল কোলের মাঝারে
সুখ বই দুঃখ একটুও নাই;
জননী বলিয়া যে ডাকে আমারে,
কত দয়া মোর, তাহারে দেখাই।
আয় রে সকলে কোলেতে আমার,
মিটাইব শোক, যাতনা অপার।

১৯

এসেছে রজনী; ভারত-সন্তান,
আয় রে সকলে, আয় রে সকলে!

যাতনা নাশিব—করিব প্রদান
শান্তি-রস-ধারা নয়ন-যুগলে।
অনন্ত যাতনা নাশিব এখনি,
আয় রে সকলে—এসেছে রজনী।

সঙ্গীত-অধ্যাপক মৌলবক্স*।

১

সঙ্গীত-কুসুম-বনে, মৌল, তুমি পিকবর!
ভারতীর বরপুত্র, সুধামাখা তব স্বর।
সমুদয় হিন্দুস্থান
তোমার গুণের গান
একতানে গায়;
কণ্ঠ তব সুধাময়,
গীতকালে স্রাব হয়
স্বর্গীয় অমৃত-ধার-শ্রুতি-মন-সুখকর।

২

ধন্যবাদ শত শত দি তোমারে অবিরত,
সঙ্গীতে তোমার মত গুণী জন মেলা ভার;

---

* মৌলাবক্স।

ভারত-সঙ্গীত-খনি,   তুমি তা'য় দীপ্ত মণি,
  তোমার যশের ধ্বনি উঠিতেছে বারংবার।
বসন্তে প্রভাত-কালে,   কোকিল তমাল-ডালে
  বসি' যথা তালে তালে স্বর সুধাময়
বরষে হরষ মনে,   তুমি হে সঙ্গীত-বনে
  গীত-সুধা বরিষণে চিত তোষ সবাকার।

৩

অলৌকিক কণ্ঠ তব,   হেন হয় অনুভব
  কিন্নরীয় মধু-রব কণ্ঠে তব মাখামাখি ;
যবে শুনি তব গান,   পুলকেতে নাচে প্রাণ,
  স্বর্গে আছি হেন জ্ঞান, অনিমেষে চেয়ে থাকি ;
কিংবা বোধ হয় হেন   দেখি'ছি স্বপন যেন,
  স্বপনে সুধার গান পশি'ছে শ্রবণে।
এমনি তোমার স্বর,   ঢলে পড়ে কলেবর,
  নিদ্রার আবেশ হয়, নিমীলন করি আঁখি।

৪

বিধাতা বিরলে ব'সে,   শ্রুতিসুখ সুধারসে
  সৃজিল তোমার কণ্ঠ মনের মতন করি' ;
যে শুনেছে একবার   তোমার সঙ্গীত-ধার,
  আহা, কি সুভাগ্য তা'র, কত সুখ, মরি মরি।

কিন্নরেরা গায় গীত, শুনি' সুরগণ প্রীত
অতিশয় হন, শুনি অমর-ভবনে ;
তেমতি ভারতবাসী তব গীত-সুধা-রাশি
পান করি' দিবা নিশি কত সুখী, বলিহারি !
গোকুলে কদম্ব-তলে, মধুর মধুর বোলে
বাজা'য়ে মোহন বাঁশী যেমতি ব্রজের হরি
ভুলা'তেন গোপীগণে ; তুমি হে মধুর স্বনে
তেমতি শ্রোতার চিত ভুলাও সুতান ধরি' ;
বীণা-বাদ্য-চূড়ামণি দেবর্ষি নারদ মুনি
সুমধুর বীণাধ্বনি সহযোগে গান করি'
শুনা'তেন সহরষে, ভুলিত সে স্বর-রসে
তাহারা, শুনিত যা'রা সে রব শ্রবণে ;
আনন্দে বিভোর হ'য়ে, নারদেরে প্রশংসিয়ে,
থাকিত অবাক হ'য়ে সঙ্গীতের গুণ স্মরি' ;

৫

তুমি হে তেমতি যবে, বীণা সহ সুধারবে
দর্শকমণ্ডলী মাঝে ধর সুধামাখা তান,
মনে বোধ হয় হেন, আবার নারদ যেন
বীণা সহ উপনীত মোহিতে শ্রোতার প্রাণ।

তব বীণারব শুনে কি যে সুখ হয় মনে,
যে শুনেছে—সেই জানে, জানে কি বধিরে ?
সঙ্গীতরসিক যেই, তোমারে চিনেছে সেই,
যখন শুনেছে তব অমিয়পূরিত গান।

৬

তোমার স্বরের কাছে তুলনায় কিবা আছে ?
ঐহিক জগতে দেখি এমন ত কিছু নাই ;
শুনিলে তোমার গান, স্বর্গীয় সুখেতে প্রাণ
নেচে ওঠে মুহুর্মুহু, স্বর্গ যেন করে পাই।
এমনি তোমার শক্তি, গান শুনে হয় ভক্তি,
কখন কাঁদাও তুমি, কখন হাসাও ;
সুরবী তাম্বুরা-রবে রাগালাপ কর যবে,
বচন বিহীন হ'য়ে তব মুখপানে চাই।

৭

ভারতী করুণাময়ী করিতে তোমারে জয়ী,
অতুল অমৃত রস দিয়াছেন তব গলে ;
ভারত সঙ্গীত-ভূমি, ভারত-তনয় তুমি,
রাখিতে ভারত-যশ ভারতী করুণা-বলে
স্বর তব সুধাময় করেছেন বোধ হয়,
বোধ কেন ? সত্য তাহা ; তোমার মতন

সুগায়ক মেলা ভার,　সুধাময় কণ্ঠ কা'র ?
　কে পারে ভুলা'তে হেন যাবতীয় শ্রোতৃদলে ?

৮

রাগালাপ তব মুখে　শুনিলে অতুল সুখে
　চিত্ত বিকসিত হয়, শ্রুতি জুড়াইয়া যায় ;
যে রাগের কর ধ্যান　সেই রাগ মূর্ত্তিমান
　হয় আসি' আঁখি-পথে, অতুলিত তুলনায় !
যেখানে বসিয়া তুমি　ছাড় সুধামাখা ধ্বনি,
　সঙ্গে সঙ্গে প্রতিধ্বনি নাচিয়া বেড়ায় ;
পবন যতন ক'রে　তোমার অমিয় স্বরে
　অদৃশ্য করেতে ল'য়ে উধাও হইয়া ধায়।

৯

গীতামোদী বাঙ্গালিরে　ভাসা'তে হরিষ-নীরে,
　ত্যজিয়া বরদাদেশ আসিয়াছ বাঙ্গালায় ;
বাঙ্গালা সুভাগ্যবতী,　তাই তব শুভগতি,
　তোমা হেন গুণমণি সামান্যে কি পাওয়া যায় ?
দেখুক পৃথিবীবাসী　তোমার নিকটে আসি'
　ভারতে সঙ্গীত-শশী সুধা মনোহর
যেরূপ শ্রবণে ঢালে,　কোন্ দেশে কোন্ কালে,
　কা'দের সঙ্গীত, বল, হেন সুধা বরিষায় ?

১০

সাধে কি প্রাচীন কবি ভারতে স্বর্গের ছবি
আঁকিত কবিতা-রঙে ? কখন তা' মিছা নয়।
খুলে দেখ ইতিহাস, পা'বে তা'র প্রতিভাস,
স্বর্গ সহ ভারতের সকলি তুলনা হয়।
যদিও বিকট কাল ভারতের সুখজাল
অনেক নেশেছে, হায়! তবুও এখন
ভারত-সঙ্গীত সম মনোহর, অনুপম
সিংহাসন উচ্চতম কাহারো কপালে নয়।

১১

অয়ি গো ভারত মাত! যশ তব প্রতিভাত
হয়েছিল পুরাকালে ব্যাপি' দশ দিশি চয়;
এই যে সঙ্গীতধারা স্বর্গীয় সুধার পারা,
এ সঙ্গীতে প্রাচীনেরা গাইত তোমার জয়।
এই সে সঙ্গীত-সুধা, যা' শুনে পিপাসা, ক্ষুধা
দূরে যায়; তুমি তা'র প্রাচীনা প্রসূতি।
স্বর্গেতে অমৃত ছিল, কে বুঝি তা' এনে দিল
তব হেমময় গর্ভ করিতে অমৃতময় ?

১২

অক্ষয় অমৃতমাখা যেমতি চন্দ্রমা রাকা
ক্ষীরোদ-সাগরোদরে শুভ জন্ম লাভ করে,

রজনী আগতা হ'লে, সুনীল অম্বর-তলে
হাসি' কর-সুধা ঢালে চকোর নয়ন ভ'রে ;
তেমতি, ভারত মাত ! তব গর্ভে সুবিখ্যাত,
সঙ্গীত-অমৃতময় তোমার তনয়
মৌলবক্ষ গুণধাম সঙ্গীতে তোমার নাম
রাখিতে ল'য়েছে' জন্ম অমৃত-মিলিত স্বরে।

১৩

মৌলবক্ষ ! ধন্য তুমি, তব গুণে মাতৃভূমি
ভারতের কত সুখ, কে বলিবে একাননে ?
গুণবান পুত্র যা'র, কত যে আনন্দ তা'র,
সাক্ষী তা'র এ ভারত গর্ভে ধরি' তোমা ধনে।
সংস্কৃত ছন্দোময়, সুধামাখা গীতচয়,
সুধামাখা গলে যবে সুধা রবে গাও,
পবিত্র ঋষির মত, ভাবি তোমা অবিরত,
এ কেলে মানব ব'লে, তোমারে পড়ে না মনে;
মৌলবক্ষ, ধন্য তুমি ভারতের অঙ্কাসনে !

২৫এ কার্ত্তিক—১২৮১।

উঃ!

১

উঃ! এ কি হ’ল, হায়, প্রাণের ভিতরে,
কি দিয়া কে যেন কি যে ছিন্ন ভিন্ন করে!
মনে করি কিছু নয়,
তবে কেন হেন হয়?
মনে করি চিন্তা-বিষে এ পরাণ জরে,
তবে কেন এত করি’
এ জ্বালা ভুলিতে নারি?
আকাশ পাতাল কেন ঘূরি’ছে অন্তরে?
উঃ!—এ কি হ’ল, হায়, প্রাণের ভিতরে!

২

চিকিৎসক! খুল ত্বরা পুঁথি চিকিৎসার,
দেখ ত কি লেখা আছে ভিতরে তাহার,
কি রোগ ইহারে বলে,
কি হেন ঔষধ দিলে,
উপশম হ’বে মম প্রাণের বিকার?
দেখ দেখ;—যাই যাই,—
আর দেখে কাজ নাই;
তব সাধ্যাতীত মম প্রাণ-প্রতীকার।

৩

হায় রে, উঃ এ কি, এ যে বিষম যন্ত্রণা !
কি পাপে এ ক্ষীণ বক্ষে অশনি-ঝঞ্জনা ?
চির বুক—দেখ চেয়ে,
কি তথা পশিল গিয়ে ;
কেন ভয় ?—ফেল চিরে—হ'বে না বেদনা
তা'র চেয়ে, বে ব্যথায়
আজি প্রাণ যায় যায় ;—
থাক্ থাক্—কাজ নাই—চির না—চির না।

৪

যে বক্ষে—যে ক্ষীণ বক্ষে সোণার প্রতিমা
বিরাজ করিত ধরি' স্বর্গীয় সুষমা,
সে বক্ষে কেমন ক'রে
তীক্ষ্ণ ছুরি জোরে মেরে,
চিরিবে ? চির না—ছুরি ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না।
যদিও প্রতিমা গেছে,
এ বক্ষ ত আজো আছে,
ইহাই লইয়া আমি জুড়াই যন্ত্রণা।
উঃ !—তা' যে হয় না রে,—বিফল বাসনা !

৫

হায়, কি অভাগা আমি। হায় রে কপাল!
উঃ,—কি পলকে বাড়ে নিরাশা-জঞ্জাল!
বক্ষ মম খালি ক'রে,
গেল সে রে কত দূরে?
হেন বসুন্ধরা আজ অতল পাতাল!
কই সে আমার কই?
অই বুঝি, ওই ওই?
সে নয়—ছায়ায় ও যে কল্পনা-খেয়াল!
এই কি, কল্পনে! তোর চাতুরীর কাল?

৬

ওই যে বসিল শশী নিলীম গগনে,
ওই যে জোছনা হাসি' বসিল কুসুমে,
ওই যে বিটপী'পরি
বিহঙ্গী বসিল ফিরি',
ওই যে বসিল সন্ধ্যা মেদিনী-আসনে,
সে কেন আমার বুকে
বসিল না হাসিমুখে?
এ বক্ষ যে তা'রি তরে ধরেছি যতনে,
কোথা সে বুকের ধন আজি এতক্ষণে?

৭

'উঃ' শব্দ যে কি রকম, কি যে মর্ম্ম তা'র,
কখন আসেনি মম মুখে অভাগার ;
আজ তাই হ'ল, হায়,
কিছু নাহি দেখা যায়,
কিছু নাহি শুনা যায়, উঃ ছাড়া আর।
আমার যা' কিছু যত
'উঃ' শব্দে কি পরিণত
করিবার ইচ্ছা ছিল ক্রূর বিধাতার ?
এক জন দেখে আলো,—অন্যে অন্ধকার।

৮

চিরিব না বক্ষ ;—না না, চিরিব নিশ্চয়,
না চিরিলে সে রতন পা'বার যে নয়।
দেখিব কি দোষ দেখে,
এ হৃদয় খালি রেখে,
করিল রতন চুরি বিধি নিরদয়।
দেখিব সেখানে আজি
বিধাতার কারসাজি,
দেখিব আমার ধন কেন মোর নয়,
দেখিব সুখের বক্ষ কেন শোকে দয় ?

৯

বুঝেছি সে গূঢ়তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে,—
কেন যে সে নাই মোর হৃদয়-আসনে,
কেন যে সে মোরে ভুলি'
চিরতরে গেল চলি',
কেন যে সে নাহি কাঁদে আমার রোদনে,
কেন যে আমার পাশে
আর না সে ফিরে আসে,
কেন যে না চায় আর সে চারু নয়নে,—
বুঝেছি সে গূঢ়তত্ত্ব—বুঝেছি এক্ষণে।

১০

তবে কেন দেরি আর ?—যাই তবে যাই,
দাঁড়াও, বুকের ধন! যেও না দোহাই।
দৃষ্টিরোধ অভাগার,
দেখিতে না পায় আর,
দাঁড়াও—যে দিকে থাক ;—এই আমি যাই।
তুমিই ত কর্ণমূলে
পরতে পরতে খুলে,
শুনা'লে সে গূঢ়তত্ত্ব ;—মনে জাগে তাই ;
দাঁড়াও, প্রাণের প্রাণ! এই আমি যাই।

১১

নিশাকর! করজাল করিয়া বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।
সমীরণ! ক্ষণতরে
গতি তা'র রোধ ক'রে,
দাঁড়াও—দিও না যেতে—ধর একবার;
মসীমুখী সন্ধ্যা সতি!
আজি মম এ মিনতি,—
আর' দ্রুত এসে কর আঁধার বিস্তার,
ধর, যদি দেখে থাক প্রতিমা আমার।

১২

আমি যে আমার তা'রে না পাই দেখিতে,
তোমরা তাহারে ধর—দিও না যাইতে।
এই আমি যাই—যাই—
কোথা পথ?—নাহি পাই—
বিশ্ব যে আঁধারময়।—না পারি ছুটিতে!
পেয়েছি পেয়েছি পথ;
পূরিয়াছে মনোরথ,
কে তবে আমারে আর পারে নিবারিতে?
আর কি পারিবে বাধা বাধা মোরে দিতে?

১৩

ওই যে তমসস্তুপ করিয়া বিদার,
অপূর্ব্ব আলোক-রেখা হ'তেছে সঞ্চার।
অই আলোকের মাঝে
আমার প্রতিমা সাজে,
নূতন অথচ সেই পূর্ব্বের আকার।
আর কেন? যাই—যাই—
যা'রে চাই—অই তাই,
ওরে ছেড়ে এ নরকে এখনো কি আর
থাকিব?—সে গূঢ়তত্ত্ব বুঝেছি এবার।

১৪

পার্থিব জীবন! আর চাহি না তোমায়,
অলক্ষ্যে চলিয়া যাও, বাসনা যথায়।
ওরে ও পার্থিব কায়া!
ছাড় মায়া—ছাড়ি মায়া!
ত্বরায় মিশা'য়ে যাও পরমাণু-গায়।
পার্থিব বাসনা আশা!
রে পার্থিব ভালবাসা!
রে পার্থিব সুখদুঃখ! যা রে অচিরায়,
আমারে বিদায় দিয়ে, লইয়া বিদায়।

১৫

যা'রে আমি ভালবাসি, আমার সে অই,
আমারে যে ভালবাসে, আমি তা'র নই?
না না—তা' না,—আমি তা'রি,
তা'রে কি ভুলিতে পারি?
ভুলিবার নহে যেই,—তা'রে ভুলে রই?
এঁও কি হইতে পারে?
কে বলে ভুলেছি তা'রে?
সকলি ভুলেছি আমি সেই এক বই,
সে ছাড়া এ বিশ্বে আমি আর কারো নই।

১৬

এ কথা মুখের নয়, মনের মাঝারে
বলি'ছে মনের মন জাগা'য়ে আমারে।
কে যেন আমায় ডাকি'
বলি'ছে, 'ধরায় থাকি'
মৃত তুমি—জীবিত সে ছাড়িয়া ধরারে।'
গূঢ়তত্ত্ব হ'ল ভেদ,
ধুইব পার্থিব ক্লেদ,
সে যেখানে—সেখানের অমৃত-আসারে,
আবার—আবার পা'ব প্রাণ-প্রতিমারে।

১৭

দাঁড়াও,—প্রস্তুত আমি,—আর দেরি নাই,—
জ্বেলেছি আলোক,—থাম,—তমস তাড়াই।
এই যে ধরেছি ক্ষুর,
আঁধার' হ'তেছে দূর,
এখনো কতক আছে, বাধা লাগে তাই?—
এবার পেয়েছি পথ,
এই পূরে মনোরথ,
স'রে এস, প্রিয়তমে! মুখপানে চাই,
ক্ষুরে বক্ষ চিরিবার যন্ত্রণা জুড়াই।—
এই ত চিরিনু বক্ষ!—উঃ—যাই—যাই।

বিজলী।

১

রূপে আমি নাহি ভুলি, গুণ যদি পাই রে,
তা' হ'লেই ভুলি, আর কিছু নাহি চাই রে।
কদাকার কাল মেঘ, ভীম-গরজন-বেগ,
তবু সেই মেঘ বই কেউ মোর নাই রে।
সে গুণীর গুণে আমি অধীনী সদাই রে।

পারে কি কখন কেহ ক্ষয় করি' নিজ দেহ,
করিতে পরের হিত কাল মেঘ বই রে ?
এই অসামান্য গুণে রেখেছে আমায় কিনে
জলদ,—জলদ বই আমি কা'রো নই রে।

২

কামুক কামুকী যা'রা, রূপে তা'রা ভুলে রে,
'আমি তব' 'তুমি মম' রূপেরই মূলে রে।
গুণ ভালবাসে যা'রা, রূপে তুচ্ছ ভাবে তা'রা,
নির্ব্বোধ শুধুই ভুলে শিমূলের ফুলে রে।
আমি ভালবাসি গুণ, হাসি তাই চতুর্গুণ
ঝলসি' সবার আঁখি, জলদের কোলে রে।
জলদে না পেলে মোর, হাসি নাহি খোলে রে।

৩

জলদ আমার স্বামী, তা'র প্রিয়তমা আমি,
তা'রে ছাড়ি' ক্ষণকালো না থাকি কোথাও রে,
যেখানে জলদ আছে, বিজলীও তা'র কাছে,
যথা মেঘ নাই—নাই আমিও তথাও রে।
পাইয়া বায়ুর বেগ যেখানে সেখানে মেঘ
বরষি' সলিল, ধায় হইয়া উধাও রে,

আমিও তাহার সনে হাসিয়া উন্মত্তমনে,
খেলা করি, সত্য কি না, একবার চাও রে।

৪

যেই খেলা খেলি আমি ল'য়ে জলধরে রে,
সে খেলা খেলিতে পারে কভু নারী নরে রে ?
নাথ মোর ঢালে জল, আমি জ্বালি কালানল,
উভয়ে বেড়াই উড়ে সমীরণ ভরে রে।
বারি ঝরে ঝর ঝর, নিদ্রা যায় নারী নর,
'বড়ই সুখের ঘুম' এই মনে করে রে।
এমন সময়ে মোরে জলদ ইঙ্গিত করে,
আমিও হাসিয়া উঠি' উচ্চতর স্বরে রে,
'বড়ই সুখের ঘুম' পরিণত ডরে রে।

৫

জলদের কোলে খেলি, কখন নয়ন মেলি,
কভু ঘোমটায় মুখ ঢাকি' মুদি আঁখি রে ;
কভু জলদের পানে চেয়ে থাকি খোলা প্রাণে,
কভু তা'র কাল কোলে লুকাইয়া থাকি রে।
আবার কখনো সুখে, জলদের কাল বুকে
স্বর্ণ-দেহ-লতা মম এঁকে বেঁকে আঁকি রে ;

ক্ষণেক কালের তরে,   আমার রূপের করে
ভূতল জ্বলিয়া উঠে হেম-প্রভা মাখি' রে।

৬

অনন্ত আকাশ-তলে   গভীর মেঘের কোলে
আমার অনন্ত খেলা, কিন্তু কবি বলে রে,
মিলে যত সুরবালা   করি'ছে জলদে খেলা,
তাঁ'দের অঞ্চল-দশা থেকে থেকে জ্বলে রে,
নয়ন মুদেও থেকে   তবু জীব মোরে দেখে,
আঁখি মাঝে তা'র মোর আভা ঝলমলে রে;
এত জোরে আমি হাসি,   সুদূর ভূতলবাসী
আঁধারে আঁধার আরো দেখে পলে পলে রে।
পথে পথিকের পদ ভয়ে নাহি চলে রে।

(অসম্পূর্ণ)

আশা।

[প্রথম মূর্ত্তি]

১

বৈশাখের নিশি অবসান প্রায়;
ক্রমে নরচিত্তে চেতনা জাগিল;
কাজেই সুষুপ্তি স্বপনের সহ
আকাশে মিশিয়া আকাশে চলিল।

২

দয়ার মূরতি সুষুপ্তি, স্বপন,
দয়ামাখা ইচ্ছা, দয়ামাখা মন,
দয়ামাখা দেহ, দয়ার আধার,
দয়ার তরঙ্গ দোঁহার জীবন;

৩

আপনিই দয়া, আ-মরি, যেন রে
দুই খণ্ড দেহ ধারণ করিয়া,
দয়া যে কি, তাহা দেখা'বার তরে,
দেখাইল নরে ধরণী ভ্রমিয়া।

৪

এ দোঁহার স্পর্শে দেখিল মানব,—
মানব-জীবনে সুখ আছে কি না,
মহাদুঃখময় মানব-অন্তরে
আনন্দ-বিদ্যুৎ ঝকমকে কি না।

৫

এ দোঁহার স্পর্শে সন্তপ্ত ধরণী
কতক্ষণ তরে বিরাম লভিল;
স্বর্গের আনন্দ কতক্ষণ তরে
দুখের কিঙ্কর মানব ভুঞ্জিল।

৬

ওই দুই জনে আকাশে মিশিয়া,
আকাশের গায় আকাশ হইয়া
চলি'ছে—থামি'ছে—আবার চলি'ছে—
ভাবি'ছে—চলি'ছে—আবার থামি'ছে,—
দেখি'ছে ভূতলে নিরীক্ষণ করি'
কি করে মানব দোঁহে পরিহরি ?
এইরূপে ওই চলে দুই জনে ;
হেন কালে ও কে দাঁড়া'ল নয়নে ?
সুষুপ্তি স্বপনে করি' আলিঙ্গন,
ধরণীর তলে করে আগমন ?

৭

অহ ! কি মূরতি, আকাশ ব্যাপিয়া,
হীনদীপ্তি ক্ষীণ তারকা নিকরে
বিশাল উজ্জ্বল আকারে ঢাকিয়া,
(বিদ্যুতের গতি) আসি'ছে অম্বরে।

৮

মানবের দৃষ্টি যত দূর চলে,
তত দূর দেহ অনন্ত অসীম,
ক্ষীণ বাহ্য দৃষ্টি কত দূর চলে ?
মানবের দৃষ্টি সামান্য সসীম।

৯

নর-চিত্ত-চক্ষু চলে যত দূর,
তা'রো কোটি গুণ—তা'রো চেয়ে বেশী
দূরস্থল ব্যাপি' ও অনন্তরূপা
আসি'ছে আকাশে নয়ন ঝলসি'।

১০

জানিতাম আগে,—আকাশ অনন্ত,
আকাশের দেহে আকাশি তুলনা,
কিন্তু ওই দেখ, দেখি' সে বিশ্বাস
ঘুচিয়া গেল রে!—বিশ্বাস ছলনা।

১১

সংখ্যাতীত তারা কতক্ষণ আগে
এই যে দেখিনু;—কোথা গেল তা'রা?
গাঢ়নীলনভ মেঘখণ্ড-দাগে
এই যে ছিল রে!—কোথা হ'ল হারা?

১২

ওই এল মূর্ত্তি, এল এল ওই
ধরণীর কাছে ক্ষণেক সময়ে;
চুম্বকের মত এ জড় ধরণী
নিমেষের মাঝে আকর্ষিত হ'য়ে,

১৩

লাগিল উহাঁর চরণ-নখরে।
হেলে না—দোলে না—নড়ে না ধরণী।
এ কি রে ব্যাপার !—চরণের নখে
ধরারে ধরিল কে ওই রমণী ?

১৪

এ হেন রমণী দেখিনি কখন,
হেন ঘটনাও কখন দেখিনি,
বচন-অতীত আজের ঘটন,
রমণী-চরণে ঝুলি'ছে মেদিনী !

১৫

ওহে জ্যোতির্ব্বিৎ ! ব'ল না'ক আর,—
শূন্যে ঘোরে গ্রহ, শূন্যে ঘোরে তা'রা,
শূন্যে ঘোরে রবি, শূন্যে ঘোরে শশী,
শূন্যে ঘোরে ধরা শৈলসসাগরা।

১৬

ব'ল না ক আর—বুঝায়ো না আর,
জ্যোতিঃশাস্ত্র তব ঢেকে ফেল, ভাই।
তব উপপত্তি, মীমাংসা, যুকতি,
দূরে টেনে ফেল,—আর কাজ নাই।

১৭

অবলম্বি' এই রমণী-চরণ,
ঘোরে চন্দ্রসূর্য্য দীপ্তগ্রহাবলি,
ঘোরে মানবের জন্মমৃত্যু-ভূমি
পৃথিবী ;—হা! দেখ চিত্ত-চক্ষু মেলি'।

১৮

কে তুমি ?—কি হেতু হেন তব বেশ ?
কিসের লাগিয়া ধরা আকর্ষিলে ?
কেন হেথা এলে ?—কোথা তব দেশ ?
কি হেতু ধরারে চরণে স্পর্শিলে ?

১৯

কে আমি ?—এখনো ওরে রে মানব !
বুঝিতে পারনি, জিজ্ঞাসি'ছ তাই ?
আমারে চেনে না, কে আছে এমন ?
কোন্ বিশ্বে মোর গতিবিধি নাই ?

২০

নর-চক্ষু যাহা দেখিতে না পায়,
সেখানেও স্থিররাজত্ব আমার ;
দেবতারো দৃষ্টি যেখানে না যায়,
সেখানেও মোর সাম্রাজ্য বিস্তার।

২১

তুই ত সামান্য ?—তোর বাসভূমি
ধরা ত সামান্য ! কি বলিব তোরে,—
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সর্ষপের মত
আমার চরণে প্রতিক্ষণে ঘোরে।

২২

এই দ্যাখ্!—
উঃ, তাই ত—কি দেখি!—
জয় জয় জয় জয় সুরেশ্বরি!
জয় জয় জয় অনন্তরূপিণি!
জয় মহাদেবি! জয় দিগম্বরি!

২৩

তুমি নভোদেশ, তুমি মহামায়া,
তোমার মায়াতে বিশ্ব কোটি কোটি
সৃষ্ট হইতেছে—লয় পাইতেছে—
ঘন ঘূরিতেছে উলটি' পালটি'!

২৪

তুমি বৈতরণী—অনন্তা অপারা ;
তোমাতে সন্তরে ক্ষুদ্র নরগণ,
তোমাতে ডুবি'ছে—তোমাতে ভাসি'ছে
ক্ষুদ্র মানবের ক্ষুদ্রতম মন!

২৫

যত দূর নর চিন্তাশক্তি ধরে,
তোমারি চরণে দেয় তা' অঞ্জলি ;
তোমারি কৌশলে নরে বাঁচে মরে,
তোমাতেই দেয় মন প্রাণ ঢালি'।

২৬

মানবের তুমি চিত্তস্বরূপিণী ;
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে ;
জীবনসর্ব্বস্ব তুমি মানবের,
সতত মানব ধেয়ায় তোমারে।

২৭

ঈশ্বরেও নর ভুলে যায় কভু,
নিজে সে যে কি, তাও ভুলে যায়,
কিন্তু ক্ষণ তরে ভুলে না তোমারে,
চরণে তোমার আজন্ম লুটায়!

২৮

কদম্ব কুসুমে কেশর যেমতি,
কোটি কোটি নর তোমাতে তেমনি
আকৃষ্ট র'য়েছে—মহা-আকর্ষণ
তোমার, তুমি গো মহা-আকর্ষণী।

২৯

ইন্দ্রজালময়ী তুমি ; তব বলে
অনন্ত ঘটনা নিমেষে ঘটি'ছে :
মানব-মস্তিষ্ক আবেগে উছলে,
তাহে কোটি চিন্তা পলকে উঠি'ছে।

৩০

জানিলাম আজ ;—ভুলিব না আর—
বিধাতা চলেন তোমারি চালনে ;
এই যে ব্রহ্মাণ্ড সৃজিত তাঁহার,
তুমিই তাঁহারে গঠা'লে যতনে।

৩১

তোমারি কৌশলে বিধাতৃগঠিত
অজড় জড়ের এত বাড়াবাড়ি।
তোমারি কৌশলে বিধাতার চিত
না রহে তোমারে মুহূর্ত্তেক ছাড়ি'।

৩২

কে বলে ঈশ্বর তোমা ছাড়া র'ন ?
যে বলে বলুক—আমি তা' বলি না।
তোমা ছাড়া যদি হইতেন তিনি,
তা' হ'লে কি হ'ত জগত-রচনা ?

৩৩

ফল লাভে যদি যত্ন না থাকিবে,
যদি না থাকিবে কার্য্যের কারণ,
কেন তবে ধাতা ব্রাহ্মাণ্ড গঠিবে' ?
আছে কি তাঁহাতে উন্মাদ-লক্ষণ ?

৩৪

ঈশ্বরের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
জগতের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
মানবের তুমি ইচ্ছা-স্বরূপিণী,
আশা তব নাম, হে চিত্তবাসিনি !

(দ্বিতীয় মূর্ত্তি)

১

ভূমণ্ডলবাসী প্রতি-নরচিত্তে
কি কি রূপে জাগ ?—জানিবারে চাই ;
কহ মোরে আজ, কহ, মহাদেবি।
অনন্তরূপিনি ! জানিব তাহাই।—

২

তুরস্কাধিপতি অভাগা সুল্‌তান্
রুসিয়ানাথের তরবারি-তলে
নিজ রাজ্য রাখি' তব পদযুগ
কিরূপে ভাসায় রাজনেত্র জলে ?

৩

কিছু দিন আগে অন্তরে তাঁহার
কিরূপে থাকিতে ? এবে বা কেমন ?
এবে তাঁ'র চিত্তজাত মহানল
তোমার চিত্ত কি করে না দহন ?

৪

সুল্‌তানের আজ রন্ধ্রগত শনি,
চিত্তগত তুমি ;—বল, দুই জনে
কেমনে র'য়েছ ? ফণিশিরে মণি
ভয় হর্ষ তাঁ'র জাগায় কেমনে ?

৫

বল, সুরেশ্বরি ! চিত্তবিহারিণি !
শোক-সুখ-হর্ষ-ভয়-বিধায়িনি !
তোমার ছলনে যবন-ঈশ্বর
কিরূপে দেখি'ছে আজি এ মেদিনী ?—

৬

যেরূপে দেখি'ছে,—সেরূপ বলিতে
ক্ষমতা আমার যদ্যপি থাকিত,
তা' হ'লে এখনি তুমি নিরখিতে
আমার রসনা কি কথা ঘোষিত।

৭

ভিন্ন ভিন্ন রূপে—ভিন্ন ভিন্ন চিতে
ক্রীড়া কর তুমি মায়া বিস্তারিয়া,
কাজে কাজে আমি তুরঙ্কপতির
কিরূপে লইব অন্তর আঁকিয়া ?

৮

কিন্তু, তবু আমি বুঝি মনে মনে,—
আজি তুমি তাঁ'রে ত্যজিতে উদ্যত ;
কিন্তু সে ভূপতি না চা'ন তোমারে
ত্যজিতে, হৃদয় হ'য়েছে বিব্রত।

৯

লক্ষ লক্ষ অসি চতুর্দ্দিকে তাঁ'র
বিজলী-চমকে চমকে পলকে !
লক্ষ লক্ষ সেনা মরি'ছে তাঁহার !
শোণিত ছুটি'ছে ঝলকে ঝলকে !

১০

ওই দেখ, তাঁ'র রাজসিংহাসন
স্বজাতির রক্তে হ'য়েছে রক্তিম !
চতুর্দ্দিকে উঠে প্রজার রোদন !
তুরঙ্কের দশা আজি গো অন্তিম !

১১

তুরস্কের এই দুর্দ্দশা দেখিয়া,
তুরস্ক ঈশ্বর আজি তব পদে
উষ্ণীষ ফেলিয়া, পড়েছে লুটিয়া!
তারিবে কি তাঁ'রে আজি এ বিপদে?

১২

বিশ্বাস না হয়;—কেমনে হইবে?
তোমার ছলনা ঘোর বিড়ম্বনা!
মরীচিকাময়ী ছলনা-ঈশ্বরি!
তব ষড়যন্ত্রে দারুণ যন্ত্রণা!

১৩

দেবী বলি' আমি সম্বোধি তোমারে,
কিন্তু এ ব্যাপারে রাক্ষসী বলিতে
নহি সঙ্কুচিত;—তব বিড়ম্বনে
তুরস্ক ভাসি'ছে দুঃখ-জলধিতে!

১৪

আবার ওদিকে রুসীয় সম্রাট
দাপটে মেদিনী করি'ছে কম্পিত;
আশা রে! এ শুধু তোমারি কৌশল;
তব বলে আজ রুসিয়া গর্ব্বিত!

১৫

দক্ষিণে যে ভাবে তোমার মূরতি
দেখিনু যবন-মূরতি-সহিত,
উত্তরে খৃষ্টীয় মূরতি সহিত
নিরখি আবার ঠিক বিপরীত।—

১৬

দক্ষিণে রোদন—উত্তরেতে হাসি,
দক্ষিণে বিষাদ—উত্তরে আহ্লাদ,
দক্ষিণে শ্মশান—উত্তরে অমরা,
আশা রে! এ তব ছলনা-প্রমাদ!

১৭

দক্ষিণে তুরক্ক স্বনাথ-সহিত
তোমার চরণে র'য়েছে পতিত,
কিন্তু ভাগ্য-দোষে তব পদাঘাতে
কর্দ্দম-সদৃশ হ'তেছে দলিত।

১৮

উত্তরে রুসিয়া স্বপতি-সহিত
তোমারে বসা'য়ে হৃদয়-আসনে,
তুরক্কের বক্ষ করি'ছে বিদার,
আর্ত্তনাদ উঠে তুরক্ক-বদনে।

১৯

রে নিষ্ঠূরে ! আর 'দেবী'—সম্বোধনে
ডাকিব না তোরে ; তুই নিশাচরী
একেরে বধিয়া, ছিছি, অন্য জনে
উঠাইলি ঊর্দ্ধে, ওরে ভয়ঙ্করি !

২০

এই যে সে দিন ওস্মান্ পাশার
অন্তর ধরিয়া সমর-প্রাঙ্গণে
রুস-সেনাগণে করিলি সংহার,
কাঁপিল রুসিয়া সশঙ্কিত মনে !

২১

তুরস্কের বক্ষ প্লেভ্না নগরী ;
সেই বক্ষে চড়ি' বীরচূড়ামণি
ওসমান পাশা শত শত রুসে
বিনাশিল খড়্গে সহুঙ্কার ধ্বনি ।

২২

সে সময়ে তুই ছাড়ি' রুসগণে
তুরস্কের দিকে হ'য়েছিলি নত ;
রুসেশ্বর তোর পড়িয়া ছলনে
দেখিয়াছিলেন আঁধার জগত ।

২৩

তুরস্কের লোকে সাদরে তখন
পূজেছিল তোরে "জয়শ্রী" বলিয়া,
আজ তাহাদিগে হতশ্রী করিলি,
রুসিয়ার দিকে পড়িলি ঢলিয়া !

২৪

তোর বিড়ম্বনা কে বুঝিতে পারে,
সামান্য ত নর ;—না পারে দেবতা।
তোর বিড়ম্বনা যে বুঝিতে পারে,
সে তোরে কখন না করে মমতা।

২৫

রে পামরি ! আহা যে দিন প্লেভনা
রুস্-হস্তগত হ'ল তোর ছলে,
মহাবীর সেই ওসমান পাশা
সেই দিন তোরে ডাকিল কি ব'লে ?

২৬

'দেবী' সম্বোধনে, অথবা 'পিশাচী'
বলিয়া ডাকিল সেই বীরবর ?
বল্, নিশাচরি !—তুরস্কঘাতিনি !
শত দিব্য তোরে—ত্বরা দে উত্তর।

২৭

আজি ওসমান শত্রু-কারাগারে
থাকিয়া দেখি'ছে মুদিত নয়নে,—
তুই নাই তাঁ'র অন্তর-আগারে,
নিরখি'ছে তোরে রুস-সিংহাসনে।

২৮

রে পক্ষপাতিনি! নির্দ্দোষ ঘাতিনি!
বিশ্ব কাঁপে তোর দেখি' মায়াজাল,
আজি যে কাঁদিল—কালি সে হাসিল,
যে কাঁদিল আজ—সে হাসিল কা'ল!

২৯

রুসিয়া তুরস্ক ইহার প্রমাণ,
আরো কত আছে, কে বলিতে পারে?
তোর প্রলোভনে সৃজন প্রলয়
মুহূর্ত্তে ঘটি'ছে নূতন প্রকারে।

৩০

রুসপতি-মুখে গম্ভীর নিনাদে
মেদিনী যুড়িয়া ক'রেছে ঘোষণা;
'ধর্ম্মযুদ্ধ'-তরে তুর্কনাথ-সহ
হ'য়েছে তাঁহার সমর-ঘটনা!

৩১

ছিছি, ছিছি, ছিছি! রাজার বদনে
হেন মিথ্যা কথা হইল নিঃসৃত!
পৃথিবী কি মূর্খ?—নাহি বুঝে মনে,
রুসনাথ তোর ছলনে ছলিত?

৩২

'ধর্ম্মযুদ্ধ' নয়—এ যে 'আশাযুদ্ধ'!
রাজনীতি-মূলে এত মহাপাপ!
মুখে এক কথা—মনে অন্য কথা,
এ রাজ-বুদ্ধিতে হৌক্ অভিশাপ।

৩৩

রে ছলনাময়ি আশা নিশাচরি!
তোর ছলনায় ছলিত হইয়া,
* * যে কাজ তুরস্কের প্রতি
করিল সত্যেরে চরণে দলিয়া,

৩৪

এ জগত তাহা ভুলিবে না কভু;
তুরস্ক কখন তাহা ভুলিবে না;
চন্দ্র সূর্য্য র'বে য'দিন আকাশে,
* * মূর্ত্তি কভু মুছিবে না!

৩৫

তুরঙ্কপতির শিরায় শিরায়,
প্রতি-লোমকূপে দর্পণের মত
তোর বশীভূত ❊ ❊ ভাব
প্রতি-অশ্রুপাতে জাগিবে নিয়ত!

মহাভিক্ষা।

১

বল, মহারাজ! বল একবার,
গলবস্ত্র হ'য়ে করি নিবেদন,—
বিমোহিত হ'য়ে প্রলোভনে কা'র
অনা'সে করিলে অকার্য্য সাধন?
বল, মহারাজ! কুসুমের মুখে
কে কৈল কৌশলে গরল স্থাপন?
বল, মহারাজ, ফণীর সন্মুখে
কে কৈল তোমারে অনা'সে অর্পণ?

২

যে জন সে দিন বাঙ্গালির হ'য়ে,
রাজনীতিবেত্তা বৃটনীয়গণে

দেখা'ল ক্ষমতা, তর্ক-কথা ক'য়ে,
কৈল জয়লাভ অসামান্য গুণে ;
সমগ্র ভারত সে দিন যাঁহারে
ধন্যবাদ দিল এ কার্য্য দেখিয়া,
রাখিল যাঁহারে হৃদয়-মাঝারে
দেবতা বলিয়া যতনে আঁকিয়া ;

৩

বাঙ্গালি জাতির ভাগ্য-বিড়ম্বনে,
হায়, মহারাজ ! সেই মহাজন
প্রবৃত্ত হ'লেন অকার্য্য-সাধনে,
স্বজাতিপ্রিয়ত্বে দিয়া বিসর্জ্জন !
প্রত্যেক বাঙ্গালি যাঁহারে যতনে
রেখেছিল হৃদে, হায়, মহারাজ !
প্রত্যেক বাঙ্গালি বিষাদিত মনে
ইচ্ছা করে তাঁ'রে ভুলিবারে আজ।

৪

সে দিনের, হায়, সে ঘোর ঘটনা—
মহাবজ্রপাত বাঙ্গালির শিরে—
যমপীড়া চেয়ে বিষম যন্ত্রণা—
শিহরে শরীর—ভাসি অক্ষি-নীরে।

তোমা হেন বিজ্ঞ এ বঙ্গে থাকিতে,
তোমা হেন বঙ্গ-মণির নয়নে
ধাঁধা দিয়া, মেঘ লাগিল গর্জ্জিতে,
পড়িল অশনি ঘোর গরজনে !

৫

নির্ব্বাক্ হইয়া, আপনা ভুলিয়া,
স্বদেশ-মমতা হারাইয়া, হায়,
রাজনীতিজ্ঞের বচনে ভুলিয়া
জাতি-সর্ব্বনাশ-মন্ত্রে দিলে সায় !
কেন হেন কৈলে ?—কি ভয় তোমার ?
একটিও কথা স্বদেশের তরে
কেন না কহিলে, হে জ্ঞান-ভাণ্ডার ?
তোমা হেন লোক ভীত কা'র ডরে ?

৬

রাজনীতিজ্ঞের মহামন্ত্রে ভুলে,
নিজের অস্তিত্ব দিয়া বিসর্জ্জন,
স্বদেশের আশা নাশিলে সমূলে,
ভারত-সন্তানে করা'লে রোদন।
সত্য বল আজি, যে শ্রুতি তোমার
কালি শুনিয়াছে প্রশংসা-বচন,

সেই পূত শ্রুতি শুনে কি হে আর
স্বর্গ্যসুধারূপ প্রশংসা তেমন ?

৭

এস মম সনে, চল ঘরে ঘরে,
কি বলি'ছে আজ তোমারে সকলে,
প্রশংসা ত্যজিয়া, নভোভেদি স্বরে
কত কুবচন কত লোকে বলে।
রাজপ্রশংসার কণা লভিবারে,
সাগর সমান অযশ তোমার
ঘটিল, হে রাজা! হায়, একেবারে
সুধার বদলে গরল উদ্গার!

৮

ওই দেখ, রাজা! ভারত মাতার
বিংশ কোটি পুত্র নয়নের জলে
অঙ্গুলি ডুবা'য়ে অযশ তোমার
মহাক্ষরে লিখি' রাখি'ছে দেওয়ালে।
একবার লিখি' পূরে না বাসনা,
তপত নিশ্বাসে শুকাইয়া তা'য়,
আবার লিখি'ছে করিয়া ভৎর্সনা,
বিষদৃষ্টিপাতে সে লেখায় চায়।

৯

ওই দেখ, রাজা! ভারত-সন্তান
তোমারে ভুলিতে যতন করি'ছে;
নয়নের জলে লিখি' তব নাম,
প্রাণপণে পুনঃ মুছিয়া ফেলি'ছে।
এ দৃশ্য দেখিয়া, এ কার্য্য স্মরিয়া,
এ অশ্রু নিরখি' ভারতবাসীর,
বল, আজ তব কাঁদে কি না হিয়া?
ঝরে কি না পূত অক্ষিযুগে নীর?

১০

সর্ব্বনাশ-মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি যবে,
ওহে সুধীবর! তুমি নিরখিলে,
কেন তাহে সায় দিলে হে নীরবে?
ভবিষ্যের পানে কেন না চাহিলে?
স্বজাতির মনে মন মিলাইয়া,
একবার, রাজা! কেন দেখিলে না?
বাঙ্গালির তরে বাঙ্গালি হইয়া,
একটিও কথা কেন কহিলে না?

১১

জানি হে, যদিও রচন তোমার
সফলতা লাভ না পে'ত করিতে,

জানি হে, যদিও বাসনা রাজার
অন্যথা করিতে তুমি না পারিতে,
তবু, মহারাজ! যদি একবার
একটিও কথা বলিতে তুমি,
যশের সমষ্টি বাড়িত তোমার,
আশীষ করিত ভারত-ভূমি।

১২

কই, তা'ত, হায়, হ'ল না, হ'ল না,
সুধানিস্যন্দিনী রসনা তোমার
কুটিল নীতির নিরখি' ছলনা,
অনা'সে করিল গরল উদ্গার!
দেশ জ্বর জ্বর—প্রজা মর-মর,
অক্ষয় হইল নয়নের জল;
শুকাইয়া গেল অমৃত-সাগর,
ঘোর বেগে বহে তীক্ষ্ণ হলাহল!

১৩

যে রাজপ্রাসাদে (রজনী সময়)
কাচদীপাধারে আলোকের মালা
আছিল জ্বলিতে, শোভার নিলয়,
বিশাল দর্পণে প্রতিভার খেলা।

স্বর্ণবিমণ্ডিত-কাষ্ঠ-আবরণে
কারুকরকৃত চারু ছবিচয়
স্মৃতিরে আনিয়া দর্শকের মনে,
আছিল করিতে ভাবের উদয়,

১৪

বহুমূল্য নানা বসনমণ্ডিত
বিচিত্র আসনে ইংরাজের দল
মন্ত্র-পাণ্ডুলিপি করিতে স্বীকৃত,
শুনিবার আশে হইয়া চঞ্চল,
সায় দিতে তা'য় বজ্রমুষ্টি তুলি'
ভারতের ভাগ্য ছিলেন দেখিতে ;
অধীনের প্রতি দয়াদান ভুলি'
নিষ্ঠুরতা চিতে ছিলেন আঁকিতে,

১৫

মধ্যস্থলে রাজনীতিজ্ঞ সুকবি
রাজপ্রতিনিধি রাজসিংহাসনে
স্বাক্ষর করিতে আপনার নাম,
বসিয়াছিলেন লেখনী-ধারণে।
সে কালনিশিতে—সে রাজভবনে
(মন্ত্রগুপ্তিগৃহ) সবাই ইংরাজ,

একমাত্র শুধু তুমিই সেখানে
ছিলে বঙ্গবাসী, ওহে মহারাজ।

১৬

এ দিকে, হে রাজা! হিমাদ্রি হইতে
সিন্ধু আলিঙ্গিত কুমারিকাবধি,
পূর্ব্বে মণিপুর, সিন্ধু পশ্চিমেতে,
তিন ধারে তিন গভীর জলধি
নীরবতা-ব্রতে ছিল অবস্থিত,
বিংশ কোটি প্রজা ছিল হে নীরবে,
কেহ জাগরিত, কেহ বা শয়িত,
কিছুই জানে না অদৃষ্টে কি হ'বে,

১৭

এমন সময়ে, ওহে মহারাজ!
নিবিড় আঁধারে ছায়ার মতন
অলক্ষ্যে সবার, ভয়ঙ্কর বাজ
ভারতের শিরে হইল পতন!
নিদ্রিত জলধি জাগিয়া উঠিল,
নিথর শরীরে ছুটিল লহরী,
হিমাদ্রি চূড়া শতধা ফাটিল,
বিংশ কোটি প্রজা উঠিল শিহরি'।

১৮
সাগরগামিনী ভারতের নদী
আতঙ্কে উজানে ছুটিল ফিরিয়া,
ভারতে গ্রাসিতে ধাইল জলধি,
আবার ফিরিল কাঁদিয়া কাঁদিয়া ;
ভারতের বক্ষ সে বজ্রপতনে
শতধা ফাটিল—ঘোর সর্ব্বনাশ !
কোটি কোটি অক্ষি অজস্র বর্ষণে
ঢালিল সলিল ;—বহিল নিশ্বাস !

১৯
তুমি, মহারাজ ! বল, সে সময়
নীরব হইয়া ছিলে হে কেমনে ?
ভারতের দুঃখে তোমার হৃদয়
কেন না কাঁদিল ক্ষণেরো কারণে ?
লক্ষ লক্ষ অক্ষি-জলের সহিত
তব চক্ষু-বারি কেন না মিশিল ?
কোটি কোটি ভগ্ন চিত্তের সহিত
তব চিত্ত শোকে কেন না ভাসিল ?

২০
সেই পাণ্ডুলিপি যে চক্ষে দেখিয়া,
পর মতে মত মিলাইয়া দিলে,

বল, মহারাজ ! বল, কি করিয়া,
ভাসা'লে না তা'রে শোকের সলিলে ?
যে পবিত্র করে লেখনী ধরিয়া,
স্বাক্ষরিলে নাম পরের কথায়,
সে পবিত্র কর, বল কি করিয়া,
আঘাতিলে নাহি আপন মাথায় ?

২১

দেশীয় ভাষার উন্নতি-নিধন
করিবার কথা যে কর্ণে শুনিলে,
এবে সেই কর্ণ, বল, হে রাজন্ !
কি শুনি'ছে দীনা ভারতের গলে ?
কাল যে, তোমারে যশের দোলায়
দোলাইয়াছিল ভারতীয়গণ,
আজ যে, আবার ফিরেও না চায়,
ফিরে যায় সবে ফিরা'য়ে নয়ন।

২২

এ ভারত যাঁ'র অঙ্গুলি-চালনে
মরে—বাঁচে, সেই রাজপ্রতিনিধি
প্রজার জীবন—ভাষার নিধনে
কৈলা প্রচলিত সুকঠোর বিধি,

সেই কালে, রাজা! ঠিক সেই কালে
বিপক্ষে তাঁহার যে কথা বলিতে,
বেদবাক্য-সহ সে বাক্য ভূতলে
পূজ্য হ'য়ে রৈত হিন্দুদের চিতে।

২৩

তোমা হেন জ্ঞানী বল, মহারাজ!
কা'র প্রলোভনে হইল মোহিত?
কা'র মন্ত্রণায় করিল এ কাজ,
নবলব্ধ যশে করি' কলঙ্কিত?
এর মন্ত্রদাতা যদি কেহ থ'কে,
অক্ষয় নরকে তাহার বসতি,
অযশের ভাগী যে কৈল তোমাকে,
আজি হ'তে সেই ভাষা-মাতৃঘাতী

২৪

কি করিলে, রাজা! এ বিপদ হ'তে
পরিত্রাণ পায় ভারত দুখিনী,
আর যে পারে না রোদনের স্রোতে
ভাসিতে ভারত দিবস যামিনী।
আমরা সকলে গললগ্ন বাসে
দাঁতে কুটা ল'য়ে যুড়ি' দুই কর,

মহাভিক্ষা চাই আজি তব পাশে,
মহাভিক্ষা দান কর, দাতৃবর!

২৫

তুমি মহাভিক্ষা দাও আমাদেরে,
পুনঃ মহাভিক্ষা তুমিও, রাজন্!
চাও একবার ভারতের তরে,
সিমলা পর্ব্বতে করিয়া গমন।
রাজপ্রতিনিধি যদ্যপি তোমার
না শুনে' প্রার্থনা, তবে এই লও
কোটি কোটি চক্ষুজাত অশ্রুভার,
পাত্রে পাত্রে ভরি' ত্বরা ল'য়ে যাও।

২৬

সেই ক্রুদ্ধ রাজপ্রতিনিধি-শিরে
ঢাল এই অশ্রু অজস্র ধারায়,
ভাসাও তাঁ'রেও নয়নের নীরে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া করুণ কথায়;—
"রাজপ্রতিনিধি! না বুঝি' সে দিন
ক'রেছি কুকাজ, ভবিষ্য ভুলিয়া,
আর না—হ'ও না মমতাবিহিন,
রক্ষা কর সবে বারেক চাহিয়া।

২৭
"একমাত্র কথা তব মুখ হ'তে
বিনিঃসৃত হ'য়ে কৈল সর্ব্বনাশ !
কোটি কোটি চক্ষু দিবানিশি স্রোতে
ভাসি'ছে ;—বহি'ছে সুদীর্ঘ নিশ্বাস।
সুধার সাগরে উঠিল গরল,
স্বর্গরাজ্য আজ হ'য়েছে নিরয়,
পীড়িতা ভারত যায় রসাতল,
অদৃষ্টে সবজ্র জলদ উদয়।

২৮
"রাজপ্রতিনিধি ! দোহাই তোমার,
তুমি না বাঁচা'লে আর রক্ষা নাই,
হ'য়ে গেল মাতৃভাষার সংহার,
ভারত-ভরসা পুড়ে হ'ল ছাই।
গললগ্নবাসে যুড়ি' দু'টি কর,
মহাভিক্ষা চাহি নিকটে তোমার,
নব ক্রূর বিধি ত্বরা ধ্বংস কর,
মহাভিক্ষা দাও, ধর্ম্ম-অবতার !"

২৯
ওহে মহারাজ ! ভারতের হ'য়ে,
এই মহাভিক্ষা চাও একবার,

তব পূর্ব্বযশ আসিবে ফিরিয়ে,
   হইবে তোমার জয়জয়কার।
মহাধনী তুমি, তবু, মহারাজ!
   এই মহাভিক্ষা তোমারেই সাজে;
হিমাদ্রি কি, রাজা! মেঘের নিকটে
   নাহি চায় ভিক্ষা অপরের কাজে?

দ্বাদশ গোপাল।

[স্থান মাহেশ বল্লভপুরের গঙ্গাগর্ভ ও গঙ্গাতট।]

সময় রবিবার প্রাতঃকাল—২৪এ আষাঢ়, ১২৮৫।

১

গোলমূর্ত্তি রবি কিরণের রথে
আরোহি' হাসিল পূর্ব্বনভঃপথে,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি বাজিল মাহেশে
   গোলমূর্ত্তি জগন্নাথের মন্দিরে;
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি পরপারে পুনঃ
খড়দা শ্রীপাঠে বাজে ঘন ঘন
গোস্বামিজীবন শ্যামসুন্দরের
   অনেকদিনের প্রাচীন অন্দরে।

২

গোলমূর্ত্তি রবি উদিতে দেখিয়া,
গোলমূর্ত্তি ঘড়ি বাজিতে শুনিয়া,
মাহেশের ঘাঠে পড়ি’ গেল গোল,
জাগিল শয়িত প্রকৃতি সতী ;
সবাই জাগিল, জাগিল তরণী,
জাগিল তরুণ—জাগিল তরুণী,
জাগে অধিকারী—মাহেশনিবাসী,
জাগিল না শুধু দেবী ভাগীরথী।

৩

পলকে পলকে বাড়ে কোলাহল,
নানাবিধ নাদে মাহেশ চঞ্চল,
প্রভুর মন্দিরে রামশিঙাসনে
খোল করতাল সঘনে বাজে ;
ভাগীরথী-গর্ভে বজরা-উপরে
বাঁয়া তব্লা বাজে লম্পটের করে,
ঘুংগুর বাজি’ছে অবিদ্যার পদে
মোহিত করিয়া লম্পটরাজে।

৪

মাহেশের পথে, প্রভুর নিকটে
সুধামাখা নাম হরিধ্বনি উঠে,

ভক্তের হৃদয়ে, ভিক্ষুকের মনে
এ নাম জাগি'ছে স্বর্ণ-অক্ষরে ;
পরমার্থ-তত্ত্ব গীতে মিশাইয়া,
ভ্রমে বৈষ্ণবেরা গাহিয়া গাহিয়া,
নাচে তালে তালে ভাবেতে মজিয়া,
ভক্তি-স্রোত বহে হৃদয়কন্দরে।

৫

কিন্তু, হায়, একি নিরখি আবার,—
মাহেশের ঘাটে উৎকট ব্যাপার !
জলে ভাসে তরী, তাহার উপরি
বারাঙ্গনা গায় অশ্রাব্য সঙ্গীত ;
লম্পট তা'দের দোহার সাজিয়া,
কুগানে কুতান মিলাইয়া দিয়া,
লজ্জা পরিহরি' নাচিয়া নাচিয়া,
তরীগর্ভ করে পদে বিতাড়িত।

৬

স্থলে হরিধ্বনি অমৃত ঢালি'ছে,
জলে মহাবিষ খেউড় ঢালি'ছে,
কোন্ তীর্থ ইহা ?—কি নাম ইহার ?
পাপীর উদ্ধার এই খানে হয় ?

না না, ছি ছি, আর ও কথা ব'ল না,
কলঙ্কিত আর ক'র না রসনা ;
তীর্থ ইহা নয়—নিশ্চয় নিশ্চয়,—
বঙ্গভূমে ইহা জীবন্ত নিরয় !

৭

কোথা আমি আজি আইনু ধাইয়া ?
স্বর্গ-আশে গেনু নরকে পড়িয়া !
নরকের জীব লম্পট কুলটা
এ কি করে পূত জাহ্নবী-জলে ?
গরলের সার মদিরা লইয়া
সুধাজ্ঞানে দেয় গলায় ঢালিয়া,
বিকট নিনাদে উঠে চেঁচাইয়া ;
পুনঃ বিষধারা ঢালি'ছে গলে !

৮

"ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—যতক্ষণ পারি
ঢালিব গলায়,—শেষে বক্ষ চিরি'
আবার ঢালিব ;—ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল,—
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল জাহ্নবীজলে !
সুরনদী আজি সুরানদী হ'বে,
মাহেশ-মাহাত্ম্য আজ বিশ্ব গা'বে,

আজি আমাদের মহাকীর্ত্তি র’বে,
ঢাল ব্রাণ্ডি ঢাল আবার গলে।”

৯

“ইউরোপ! তুমি অমৃত-আকর,
আশীর্ব্বাদ করি হও চিরামর,
তোমারি প্রসাদে মাহেশের ঘাটে
স্বর্গের দুয়ার খুলিল আপনি!
স্বর্গসিংহাসনে জয় জগন্নাথ!
মুখখানি সার, নাহিক পা-হাত,
দিব্য চক্ষে হেরি তোমারে, হে প্রভু।
গলে ঢেলে সুরা পতিতপাবনী।

১০

“নাচ মনোরমে! নাচ তিলোত্তমে!
নাচ লো কামিনি। নাচ লো দামিনি!
ওয়াক্—ওয়াক্—দে জল—রুমাল—
ধর মাথা চেপে বরফ দিয়ে;
জয় জগন্নাথ!—কি ভয়?—কি ভয়?
কালাপাহাড়ের অস্তিত্ব বিলয়;
তবে কেন, প্রভু! ভাই ভগ্নীসনে
ভয়ে জড়সড় হাত পা লুকা’য়ে?

১১
"কাঠের দেবতা ! এস ভেসে এস,
বজরার হালে চেপে চুপে ব'স ;
দে রে গ্লাস্—দে রে ব্রাণ্ডির বোতল,
দে মটর মুড়ি, তেলেভাজা চাট ;
দারুময় প্রভু ! দারুরথবাসী !
মাহেশ-আকাশে পূর্ণকালশশী !
অর্দ্ধচন্দ্র-মুখে মৃদুমন্দ হাসি'
ঢেলে ফেল গলে এই ক'টা পাঁ'ট !
১২
"তোমাদের পুণ্যে, মাহেশনিবাসী !
প্রতিবর্ষে মোরা যোড় বেঁধে আসি,
কৃতজ্ঞতা তা'র দেখাইব আজ,
এস, বাবা ! এস সাঁতার দিয়ে !
ঢেলেছি গেলাসে রাঙাপানা জল,
সীল করা আছে আরো ছ বোতল,
ঢাল গলে ঢাল !—শাদা চ'কে কেন
ফ্যাল্ ফ্যাল্ ক'রে র'য়েছ চেয়ে ?
১৩
"নাচ মনোরমে ! বাজা, রে সতীশ !
ওয়াক্—ওয়াক্—এ কি হ'ল—ইস্ !

মাথা ঘূরে গেল,—শোব—দে বালিস—
কিন্তু, বাবা! ফের খা'ব ব্রাণ্ডিজল।
জয় জগন্নাথ!—দ্বাদশ গোপাল!
যতক্ষণ চলে, ঢাল্ ব্রাণ্ডি ঢাল্!
ঘূরুক ঘূরুক আকাশ পাতাল,
যা'ক্ শত্রুগুলো যা'ক্ রসাতল!"

১৪

ছি ছি, এ কি, ওই পিশাচনিচয়
করে রে—বলে রে—শুনি' ঘৃণা হয়;
পিশাচীর সনে উন্মত্ত পরাণে
নরকে করি'ছে নাটকাভিনয়।
মানুষ হইয়া পশু-ব্যবহার।
নরকের ভূত সব দুরাচার,
গঙ্গাগর্ভে আজ নরকবিস্তার,
গঙ্গাজল আজ মদিরাময়!

১৫

দেবি ভাগীরথি! জাগ একবার,
অসাড়ের মত ঘুমা'য়ো না আর,
কেমনে সহি'ছ এত অত্যাচার,
জাগ, মা গো! জাগ, জাগ, মা, এখনি;

দেখ, মা, তোমার পূত বক্ষ'পরে
পিশাচেরা আজ পদাঘাত করে,
এ দেখেও তুমি এখনো কি ক'রে,
  ঘুমা'য়ে র'য়েছ, জগতজননি ?

১৬

কোথা তব সেই তরঙ্গ ভীষণ,
যাহে ঐরাবত বাসব-বাহন
উলটি' পালটি' আছাড় খাইয়া,
  ভেসে গিয়াছিল সহস্র যোজনে ?
সে তরঙ্গ আজ এখনি তুলিয়া,
এ সব পিশাচে দাও ডুবাইয়া,
মাহেশ-নরকে দাও ভাসাইয়া,
  দেখিতে পারি না এ দৃশ্য নয়নে।

১৭

যাঁ'র পুত্র ধরি' শরশরাসন,
অনা'সে করিত অরাতিনিধন,
তাঁ'র কি উচিত ঘুমান এখন্ ?
  উঠ, মহাদেবি ! গর্জ্জি' একবার ;
উজানে বহ, মা, টানি' সিন্ধুবারি,
গরজ গম্ভীরে ঘোর হুহুঙ্কারি',

ডুবুক ডুবুক পিশাচ পিশাচী,
থামুক থামুক মদিরা-উদ্গার।

১৮

জাহ্নবি গো! আজ কেন হেন হ'লি?
পিশাচ-নর্ত্তনে গেলি কি মা ভুলি'
আপন মাহাত্ম্য, আপন গরিমা,
বিকট গর্জ্জন, অমেয় শকতি?
সুরনদী হ'য়ে সুরা পরশিয়া,
মাহাত্ম্য কি তোর গেল মা ঘুচিয়া?
এ মিনতি মোর, উঠ গরজিয়া,
ঘুমা'য়ো না আর, দেবি ভাগীরথি।

১৯

ধাও তরঙ্গিণি! তরঙ্গলম্ফনে,
কাঁপুক মাহেশ বিষম কম্পনে,
মাহেশের বক্ষ কোটি খণ্ড হ'ক্,
লুপ্ত হ'ক নাম চিরকাল তরে;
তা'ও প্রার্থনীয় কোটি কোটি বার,
কিন্তু যে দেখিতে পারি না, মা! আর,
তোর বক্ষে যত বঙ্গকুলাঙ্গার
পৈশাচ ব্যভারে অত্যাচার করে।

২০

অযুত তরঙ্গ-মুষ্টি প্রহারিয়া,
এই সব তরী দাও মা চূর্ণিয়া,
উঠ বহু উচ্চে আকাশ ছুঁইয়া,
জলে জলম্ময় হউক ভূতল ;
গ্রাস কর জগন্নাথের মন্দির ;
ছুটাও চৌদিকে সর্ব্বগ্রাসী নীর,
পিশাচ পিশাচী ধরণী ছাড়িয়া,
চিরকাল তরে যা'ক্ রসাতল !

২১

এই কর, দেবি ! যেন আজ থেকে
এ সব পিশাচে বিশ্ব নাহি দেখে,
যেন আজ থেকে বঙ্গের হৃদয়ে
পৈশাচ কলঙ্ক না থাকে আর ;
ধর্ম্মধ্বজী পাপী নারকীর দল
আর যেন নাহি স্পর্শে তব জল,
যা'ক্ দুরাত্মারা যা'ক্ রসাতল,
আসুক ধর্ম্মের সুদিন আবার।

২২

ধর্ম্মসেবাভানে মদিরাসেবন,
দেবপূজাভানে কুলটাপূজন,

দেবতার কাছে এ কি অত্যাচার,
দেবতার কোলে এ কি পাপাচার !
আর না, জাহ্নবি ! উঠ উঠ উঠ,
ভৈরব নর্ত্তনে গরজিয়া ছুট,
উজানে বহ, মা, টানি' সিন্ধুবারি ;
দেখিতে পারি না এ দশা তোমার।

২৩

ওরে কুলাঙ্গার বঙ্গসুতগণ !
ওই দেখ্ চেয়ে নরক ভীষণ,
তোদেরি এ পাপে পিতৃপুরুষেরা
স্বর্গচ্যুত হ'য়ে পড়েছে নরকে !
এই কি তোদের পুত্রোচিত কাজ ?
এই কি তোদের উন্নত সমাজ ?
পড়ুক এখনি কোটি কোটি বাজ,
তোদের কলুষদূষিত মস্তকে !

২৪

আজ হ'তে বঙ্গে বাঙ্গালির নাম
লুপ্ত হ'য়ে যা'ক্, যা'ক্ ধর্ম্মভান,
স্নান-রথযাত্রা, দ্বাদশ গোপাল
বিলুপ্ত হউক চিরকাল তরে

আর না—আর না—সহে না ক আর,
নারকী! তোদের এত অত্যাচার;
পাপানলে বঙ্গ হ'ল ছারখার,
কুযশ ভরিল ভুবন ভিতরে।

দেবসঙ্গীত।

১

হরযোগাসন কৈলাস ভূধর
রজতসন্নিভ দীপ্ত কলেবর
অনন্ত তুষার-আসার-পাতে।
উচ্চচূড়া-শিখা আকাশ ভেদিয়া
র'য়েছে পশ্চাত দিক আবরিয়া,
নীল নভোভালে সুশুভ্র তিলক,
বারি ঝর ঝর ঝরি'ছে তা'তে।

২

কাল ঘনকুল আসি' ঘন ঘন,
শ্বেতজলধারা করে বরিষণ,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু?

কোকিলে জলদে সমান তুলনা,
ময়ূরে মানবে সমান তুলনা,
রূপ যা'র কাল, গুণ তা'র ভাল,
ভাল রূপে গুণ ভাল কি শুধু?

৩

সলিল-শীকর মাখিয়া সমীর
চুমি'ছে গিরির নভোভেদি শির,
প্রভাত-তপন লোহিত কিরণ
মাখাই'ছে ধীরে বিশাল চূড়ে।
তপনের তাপ-গলিত হিমানী
গড়া'য়ে পড়ি'ছে, তলায় তটিনী
সাদরে তাহারে করি'ছে গ্রহণ;
শবদ উঠি'ছে সুদূর যুড়ে।

৪

কৈলাসের তলে তরুগুল্মগণ
সমীরে করি'ছে শির সঞ্চালন,
সমীরো তা'দের ফুলপত্রচয়
ছিঁড়িয়া ছুড়িয়া ফেলি'ছে ভূমে।
কুসুমভূষণা লতিকা নিচয়
তরুবক্ষে রাখি' কোমল হৃদয়,
লুটিয়া পড়েছে অগাধ ঘুমে।

৫

শিলা-মল ধু'য়ে ঝরি'ছে ঝরণা,
"যাই—যাই—শিলা! সর না—সর না"
বলিয়া যেন রে ছুটি'ছে তটিনী,
  উলটি' পালটি' আছাড় খেয়ে।
ছুটিতে ছুটিতে পশিয়া গহ্বরে,
ঘন ঘূরে নদী গরজি' গম্ভীরে,
দেখিতে দেখিতে পুনঃ স্ফীত হ'য়ে,
  বহির্ভাগে আসি' বহি'ছে ধেয়ে।

৬

অবার্য্য প্রবাহ অতি খরতর,
শিলায় লাগিয়া গর্জ্জে ভয়ঙ্কর,
ফেন রাশি রাশি উঠি'ছে ভাসিয়া,
  ছিটা'য়ে পড়ি'ছে শিলার গায়।
খর স্রোত'পরে ভাসি' যায় ফুল,
তলায় গড়ায় ক্ষুদ্র শিলাকুল;
  এঁকে বেঁকে নদী ছুটিয়া যায়।

৭

গৈরিক ধুইয়া কোথাও পড়ি'ছে,
কোথাও প্রকৃতি ফোয়ারা ছুড়ি'ছে,

কোথাও পবনে বালুকা উড়ি'ছে,
কোথাও আবার কিছুই নাই ;
কোন খানে পুনঃ পর্ব্বতীয় পাখী
শাখি-শাখে থাকি' উঠিতেছে ডাকি' ;
শিলাসহ কোথা মাটী মাখামাখি,
কোথা বন পুড়ে উড়ি'ছে ছাই।

৮

এ হেন কৈলাস পর্ব্বতের তলে
সহসা ভারতী চৌদিক উজলে।
কোথা হ'তে আজ হেথা আগমন,
এই আগমন কিসের কারণ ?
নরে কি বুঝিবে দেবতা-মন ?
হ'ল দৃশ্য-শোভা অতি মনোলোভা,
কৈলাসের তলে খেলে দৈব প্রভা,
দিবা কি রজনী—রজনী কি দিবা,
কিছুই বুঝি না ;—শোভা নূতন।

৯

আইলা ভারতী শ্বেতাব্জবরণী,
পদে নূপুরের মৃদু রণরণি,

ধবল দুকূল কটিতে বেষ্টিত,
চঞ্চল অঞ্চল ভূতলে লুণ্ঠিত,
গজমুক্তামালা দুলি'ছে গলে ;
শ্বেতপদ্ম হ'তে যদি কিছু আর
মনোহর থাকে ভুবন মাঝার,
তা'রো চেয়ে আরো অতি অপরূপ
রূপরাশি খেলে বদনতলে।

১০

পদ্মকলিমুখ দু'খানি বলয়
হীরকজড়িত অতি শোভাময়,
মণিবন্ধ'পরে দোলে ধীরে ধীরে,
ভানুকরে কর ছুটি'ছে তা'য় ;
অপূর্ব্ব কুণ্ডল কর্ণে শোভা পায়,
গজমৌক্তিকের নোলক নাসায়,
মণিচুণিমতিমরক্তমণ্ডিত
সীমন্তভূষণ শোভা বিলায়।

১১

লোহিতাব্জ জিনি' রাঙ্গা পদ দু'টি,
তাই ত চিকুর পড়িয়াছে লুটি'
শিরস ছাড়িয়া চরণ-মূলে।

আলুয়িত কেশে কমলের মালা,
কেশ সহ দোলে পেয়ে অঙ্গদোলা ;
শিরসে শোভি'ছে কমল কীরিট
কুসুম-কেসর-কলকা তুলে।

১২

বাম কুক্ষি'পরে বীণাযন্ত্র থু'য়ে,
বাম বাহু দিয়া তা'রে জড়াইয়ে,
দক্ষিণ করেতে একটি সরোজ
ধারণ করিয়া ঈষৎ চাপে,
আপনার মনে (কি জানি) কি ভাবি'
অচল করিলা স্ব চঞ্চল ছবি ;
ক্ষণেকের তরে নয়ন মুদিলা ;
কেবল চিকুর আঁচল কাঁপে।

১৩

আবার তখনি মেলিয়া নয়ন,
সচল করিয়া অচল চরণ,
কৈলাসের তলভূমি পরিহরি',
উঠিতে লাগিলা উপর পানে ;
কিছু দূর উঠি', দেখিলা তথায়
শোভে শৈলকায় নূতন শোভায়,

ভৌধরী প্রকৃতি নাচিয়া বেড়ায়,
হাসিয়া হাসিয়া মোহিত প্রাণে।

১৪

তল্‌শৈলে যাহা, সেখানে তা' নাই ;
শিলায় শিলায় ঢাকা সর্ব্বঠাঁই ;
প্রকৃতি সুন্দরী আপনার মনে
কতই গড়েছে শিলার বেদি।
কোথাও গড়েছে শিলার সোপান
আঁকা বাঁকা—পুন কোথাও সমান ;
কোথাও গড়েছে উপল-নিবাস ;
কোথা স্তম্ভ-চূড়া গগনভেদী।

১৫

আপনি গড়েছে—আপনি আবার
ভেঙ্গেছে কতই, সংখ্যা নাই তা'র ;
সঙ্গে কেহ নাই—আপনি একাই
সেই খানে সুখে বিহার করে।
গিরিদেহ ভেদ করিয়া কোথায়,
আকাশের গায় ফোয়ারা ছুটায় ;
পুনঃ কোন খানে পাতরে তুষারে
ঘসাঘসি করে ছু' করে ধ'রে।

১৬

বাষ্প রাশি রাশি কোথা হ'তে আসি,
ঘূরে সেইখানে, গিরিদেহ গ্রাসি';
তাহারি ভিতরে প্রকৃতি রূপসী
খেলি'ছে;—খুলি'ছে অধরে হাসি
সৌন্দর্য্য মিশিয়া ভয়ের সহিত
সেইখানে আছে চির বিরাজিত;
প্রাণিশূন্য ঠাঁই—কোথা কিছু নাই,
শুধু বাষ্পরাশি ভূধরগ্রাসী।

১৭

দেবী সরস্বতী সেই স্থান দিয়া,
আরো ঊর্দ্ধে উঠে দেখিয়া দেখিয়া
প্রকৃতির কারুকার্য্য-গুণপণা,
নব ভাবজালে মোহিত হ'য়ে।
তুষার-আসারে ভিজিল বসন,
ভিজিল হীরক-কমল-ভূষণ,
ভিজিল কুন্তল, অসিত বরণ;
ঝরে হিমজল চরণ ব'য়ে।

১৮

তথা হ'তে পুনঃ ত্বরিত গমনে
উঠেন ভারতী আরো ঊর্দ্ধপানে।

সূক্ষ্ম দেবদৃষ্টি চলে যতদূর,
ততদূর তলে দেখিলা চেয়ে,—
নাহি দেখা যায় মানব-ভবন,
নাহি দেখা যায় তটিনী, কানন,
যা' দেখিতে আশা, তা' নয়নে আর
নাহি পড়িতেছে বিস্মিত হ'য়ে।

১৯

অধোমুখ হ'য়ে নীচুপানে চান,
আবার সরিয়া উঁচুপানে যান,
নীচে ধায় মেঘ, অনিবার্য্য বেগ,
বারি ঝর ঝর ;—মৃদুল ডাক।
জলদের পিঠে রবি-কর খেলে,
উজল বিজলী জ্বলে কাল কোলে ;
উপরে আলোক—নীচে অন্ধকার,
তলে জলরাশি—উপরে ফাঁক।

২০

দেখিতে দেখিতে আরো ঊর্দ্ধভাগে
উঠেন ভারতী নব অনুরাগে ;
দেখিলা তথায় আবার নূতন
দৃশ্য অপরূপ বিচিত্র অতি ;—

তলস্তরে গিরি-শিলা আবরিয়া,
তুষারের রাশি জমাট বাঁধিয়া,
বিরাজ করি'ছে অক্ষয় হইয়া,
ভাতে তদুপরে তপন-জ্যোতি।

২১

অতি শুভ্রবর্ণ, নাহি কোন দাগ,
যেন মূর্ত্তিমান্ ধর্ম্ম মহাভাগ
অচল হইয়া অচল উপরে
আকার লুকা'য়ে করেন ধ্যান।
সুধীর সঞ্চারে শীতল পবন
তুলি'ছে সেখানে মৃদুল স্বনন ;
গলি'ছে হিমানী—তথাপি অক্ষয়,
নাহি দেখা যায় কভু পাষাণ।

২২

দেখিলা তথায় দেবী সরস্বতী
কিছু দূরে জ্বলে দীপ্ত চিরজ্যোতি ;
তপনের কর মিশিয়া তাহায়,
আরো দীপ্তিরাশি দিতেছে ঢালি'।
যেন সেই স্থান জ্যোতির আকর ;
ভূধরের জ্যোতি ছুঁয়েছে অম্বর,

দৈব জ্যোতির্জালে দিগদিগন্তর
পলকে পলকে উঠে উজলি'।

২৩

অতি দ্রুতপদে যাইয়া তথায়,
দাঁড়াইলা বাণী স্তম্ভিতের প্রায়।
দেখিলা অদূরে তুষার-মন্দির,
তুষার-ত্রিশূল ছুঁ'য়েছে নভ;
চারু ইন্দ্রধনু সে ত্রিশূল'পরে
পতাকার মত দিক্ শোভা করে।
সে মহামন্দিরে হরিষ অন্তরে
বিরাজ করেন ভবানী ভব।

২৪

কোথা কিছু নাই,—আকাশে আকাশে,
মৃদুমন্দগতি শীতল বাতাসে
আপনা আপনি উঠিতেছে ধ্বনি,
অতি মনোহর অমৃতপ্রায়।
প্রতিধ্বনি পুনঃ সে ধ্বনি লইয়া,
ভূধর-গহ্বরে অলক্ষ্যে মিশিয়া,
করিতেছে খেলা থাকিয়া থাকিয়া;
নব প্রতিধ্বনি উঠি'ছে তা'য়।

২৫
মন্দির-দুয়ারে দেখিলা ভারতী,—
পশুপতি-বামে দাঁড়া'য়ে পার্ব্বতী ;
কিছু দূরে নন্দী, কাঁদে রাখি' শূল,
করযুগ যুড়ি' দাঁড়া'য়ে আছে।
কোকনদ জিনি' দু'টি চারু কর
রাখিয়া শিবের করের উপর,
মৃদুভাষে শিবা মাগি'ছে বিদায় ;
সজ্জিত কেশরী দাঁড়া'য়ে কাছে।

২৬
হরিষে কেশরী হইয়া মগন,
শিবার শরীর করি'ছে লেহন,
কেশরি-রসনা-নিঃসৃত লালায়
উমার শরীর ভিজিয়া যায় ;
লোমগুচ্ছপুচ্ছ নাড়িয়া কেশরী
পুলক জ্ঞাপি'ছে ধীর শব্দ করি',
কভু বা উমার মুখের উপরি
ভাসা-ভাসা চ'কে সুধীরে চায় !

২৭
সপ্তমীর ভানু লোহিত বরণে
তবকে তবকে উঠি'ছে গগনে,

কিরণের রেখা উমার বদনে
পড়ি'ছে ; সুষমা খেলি'ছে তা'য়।
"বেলা হ'ল, নাথ ! উঠেছে তপন ;
ভারত দর্শন করি গে এখন ;
তিন দিন পরে আসিব আবার ;
কিঙ্করী তোমার বিদায় চায়।"

২৮

মনে ইচ্ছা নাই,—মুখের বচনে
কহিলা শঙ্কর : "এস, বরাননে !
এই তিন দিন প্রতি বর্ষে মোর
নরক-নিবাস—মনে যেন রয়।
এস, প্রিয়তমে ! এস, মহাসতি !
কেশরিবাহনে কর শুভ গতি,
ভারত দেখিয়া, অবিলম্বে পুনঃ
এস, যেন বেশী বিলম্ব না হয়।"

২৯

সে কালের দৃশ্য অতি চমৎকার,
কে পারে বর্ণিতে ?—হেন সাধ্য কা'র,
জগতজননী জগতপিতার
সে কালের দৃশ্য বর্ণিব কেমনে ?

শিবার বাসনা ভারত দেখিতে,
শিবের বাসনা ধরিয়া রাখিতে ;
শিবার নয়ন শিবের চরণে,
শিবের নয়ন শিবার বদনে।

৩০

হেন কালে বাণী, দৈববীণাপাণি,
প্রণমিলা দোঁহে, অমৃতভাষিণী।
মহেশ, মাহেশী আশীষিলা তাঁ'য় ;
কহিলা ভবানী মধুর ভাষে :
"স্বলোক ত্যজিয়া সহসা এখানে
কেন এলে, বাছা ! কি ভাবিয়া মনে ?
যা'ব আমি আজ ভারত দর্শনে,
বল ত্বরা, আসা আজি কি আশে ?"

৩১

শিবানীর মুখে শুনি' এই বাণী,
না দিলা উত্তর কিছু বীণাপাণি ;
তুষার-উপরি বসিয়া অমনি,
ঝঙ্কার দিলেন বীণার তারে।
ঝাঁকে ঝাঁকে অলি আইল উড়িয়া,
লাগিল গুঞ্জিতে চৌদিক যুড়িয়া,

বীণার ঝঙ্কার, ভ্রমর-ঝঙ্কার,
চমৎকার ধ্বনি ভূধর'পরে।

৩২

তুষারের রাশি ধপ্ ধপ্ করে,
কাল অলিকুল তাহার উপরে,
বসিয়া পড়িল—আবার উড়িল,
সূক্ষ্মপাখাযোড় ভিজিয়া গেল।
সঙ্গীতপ্রসূতি দেবী সরস্বতী
একমনে ধীর-দ্রুত-মধ্যগতি
বাজাইলা বীণা-মধুর মধুর,
বহুদূরে রব ছুটিয়া গেল।

৩৩

স্বীয় স্বীয় মূর্ত্তি ধরিয়া তখনি,
ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণী
আইল সেখানে, মৃদুল স্বতানে
বীণা-রবে দিল মিলাইয়া স্বর।
চম্পক-অঙ্গুলে আঘাতিয়া তার,
আবার ভারতী তুলিলা ঝঙ্কার;
বাদন-ব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।

৩৪

বীণাদণ্ডবদ্ধ-সারিকা-উপরে
বামকর চলে দ্রুত-মধ্য-ধীরে,
গ্রামে গ্রামে ধ্বনি মৃদু উচ্চ হ’য়ে,
স্বরবিচিত্রতা করিতে লাগিল।
নানা ছাঁদে ছেড় চিকারীর তারে
চিনি চিনি করি’ বাজে প্রতিবারে ;
গমক মূর্চ্ছনা দমকে দমকে,
আঘাত-কৌশলে কতই হইল।

৩৫

প্রক্ষেপ, বিক্ষেপ, পরশ-কৃন্তন,
আঘাত-কৃন্তন, আশ-বিবর্ত্তন
কত যে হ’তেছে, কে বলিতে পারে,
যে কালে আপনি বাদিকা বাণী ?
বীণা-যন্ত্র-তারে উঠে দৈব রব,
রাগ রাগিণীর সুরব-উৎসব ;
ভোধরী প্রকৃতি হইল মোহিত,
প্রতিধ্বনি-মুখে সুর বাখানি’।

৩৬

বাদনব্যায়ামে বদনমণ্ডলে
ফুটিয়া উঠিল স্বেদ থরেথর।

দুলিতে লাগিল সুধীর দোলনে
　শ্বেতপদ্ম জিনি' পূত কলেবর।
পৃষ্ঠনিপতিত কেশাগ্র দুলিল,
কমলের মালা দুলিতে লাগিল,
পলকে পলকে দুলিল নোলক,
　দুলিল মুকুটে কুসুম কেসর।

৩৭

বাজা'তে বাজা'তে ভারতী তখন
তুলিয়া অপূর্ব্ব স্বর্গীয় স্বনন,
ধরিলেন গান, ভুলে গেল প্রাণ;
　যন্ত্রে গলে ধ্বনি উঠিল জোরে;
তুষার গলিয়া পড়ে ঝর ঝর;
গিরিবক্ষ যেন কাঁপে থরথর;
চল প্রভঞ্জন অচল হইয়া,
　উলটি পালটি' সেখানে ঘোরে।

৩৮

বীণাযন্ত্র বাজে অঙ্গুলির ঘায়,
কণ্ঠ হ'তে গীতধ্বনি মিশি' তা'য়,
জড় মহীধরে জাগা'য়ে তুলিল,
　উথলি' উঠিল আনন্দ-ধারা;

ক্ষণকাল তরে সচল তপন
অচল হইল ধরিয়া গগন ;
প্রভাতের শশী হইল নূতন ;
আবার ফুটিল মগন তারা।

৩৯

তলপ্রবাহিনী নির্ঝরিণীচয়
গতি রোধ করি' থমকিয়া রয়,
সঙ্গীতে স্বরব পুনঃ মিশাইয়া,
উঠিল উজানে উপর পানে ;
নাচিল জলদ, খেলিল বিজলী
কৈলাশ-গহ্বর নিকর উজলি' ;
শির তুলে শিলা তুষার ঠেলিয়া,
মোহিত হইয়া অপূর্ব্ব গানে।

৪০

গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া ;
বীণার হৃদয় উঠিল নাচিয়া,
সবার হৃদয় গেল রে মিশিয়া,
কি জানি—কি এক অপূর্ব্ব সুখে।
কোটি স্বর্গ যেন কৈলাস-দর্পণে
বিম্বিত হইল অচল মিলনে ;

কোটি ইন্দ্র আসি' অসংখ্য লোচনে
  দাঁড়াইল যেন অবাঙ্মুখে।

৪১

কি-যে ইন্দ্রজাল গেল রে খুলিয়া,—
কি-যে মায়ামূর্ত্তি উঠিল খেলিয়া,
অপার্থিব কাণ্ড কি-যে-কি-রকম,
  কি-যে অলৌকিক অদ্ভুত ব্যাপার !-
গ্রহ উপগ্রহ তারকামণ্ডলী
ছুটিয়া আসিল আকাশ উজলি' ;
তা' সবার মাঝে হাসিয়া বিরাজে
  অমর-অঙ্গনা কাতারে কাতার।

৪২

দীপ্তদিবাকর কোটি মূর্ত্তি ধরি'
উষ্ণ তেজোরাশি দূরে পরিহরি',
আকাশ ছাড়িয়া, আইল ধাইয়া,
  ঝরিয়া পড়িল শীতল কর ;
অতি অদভুত এ কি রে ব্যাপার,
কোটি শশী দেয় আকাশে সাঁতার !
কোটি ইন্দ্রধনু বিননী-আকারে
  ভূষিত করিল নীল অম্বর।

৪৩

গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া ;—
উড়ে ফুলকুল আকাশ ছাইয়া,
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,—
অমৃত ঝরিল আকাশ ব'য়ে।
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,
আকাশে অপ্সরা উঠিল নাচিয়া,
গায়িলা ভারতী বীণা বাজাইয়া,—
গায়িল কিন্নর মোহিত হ'য়ে।

৪৪

গায়িলা ভারতী : "অয়ি বিশ্বেশ্বরি !
কোথা যাও আজ গৃহ পরিহরি' ?
থাম, দেবি ! থাম ;—এ মিনতি করি,
কেশরিবাহনে কোথায় যা'বে ?
যেও না দক্ষিণে—যেও না, শঙ্করি !
কৈলাস ভূধর আজি পরিহরি' ;
যে আশায় যা'বে, সে আশা বিফল,
সুখের বদলে অসুখ পা'বে।

৪৫

"হায়, এ কি আজ বিস্মিত ঘটনা,
নরক দেখিতে দেবীর কামনা !

কিছুই বুঝি না—কা'র মায়ামন্ত্রে
মহামায়া আজি নরকে যায় ;
যাঁ'র নাম স্মরি' পাপিকুল তরে,
পাপি-পাপ হরি', তা'রি কি সে ভারে
বাধ্য হ'য়ে শিবা যাইতে চায় ?"

৪৬

এই গান গেয়ে, তখনি আবার
তারা গ্রামে তুলি' বীণার ঝঙ্কার,
গায়িলা : "অহ কি ভীষণ নরক
দক্ষিণ ব্যাপিয়া রয়েছে ওই ?—
হিমালয়-মূল হইতে দক্ষিণে,
পূরব হইতে সুদূর পশ্চিমে
উৎকট নরক বিকট আকারে
ভয় উৎপাদিয়া গরজে ওই।

৪৭

"ওই দেখ, দেবি ! দৈব চক্ষু তুলি',—
নরক-তোরণ ভীম নাদে খুলি'
গ্রাস করিতেছে কোটি কোটি পাপী,
আর্ত্তনাদ ওই উঠি'ছে নভে !

নরক-হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া,
আকাশ পাতাল দিগন্ত দহিয়া,
নরকের বহ্নি করি'ছে গর্জ্জন,
বিশ্ব চমকি'ছে সে ঘোর রবে !

৪৮

"কোথা অগ্নিশিখা লোহিত বরণ,
কোথা নীল, পীত দেখিতে ভীষণ,
কোথা ধূম্রাচ্ছন্ন—ধাঁধি'ছে নয়ন,
কোথা যা সঘনে লক্ লক্ করে।
গম্ভীর গর্জ্জনে রুষি' প্রভঞ্জন
অনলের সনে করে মহারণ,
একমূর্ত্তি অগ্নি শতমূর্ত্তি হ'য়ে,
ঘূরিয়া পড়ি'ছে উপর অম্বরে।

৪৯

"সমীরের বেগে অধীর হইয়া,
দগ্ধলৌহপিণ্ড যাই'ছে উড়িয়া,
পাপি-শিরে পুনঃ সঘনে পড়িয়া
শতধা মস্তক ভাঙ্গিয়া ফেলে !
মর মর হ'য়ে তবুও মরে না ;
যন্ত্রণার বেগ হৃদয়ে ধরে না !

শতধা মস্তক যোড়া লেগে পুনঃ
মুহুর্মুহু ডুবে লবণ-জলে।

৫০

"গগন ভেদিয়া উঠি'ছে চীৎকার,
ওই শুন, দেবি! শব্দ হাহাকার,
নয়ন ফুটিয়া বহে অশ্রুধার,
তথাপি নিস্তার নাহিক কা'র।
অগ্নিময় চক্র অনিবার্য্য বলে
শন্ শন্ রবে নভে ছুটে চলে,
ছিন্নভিন্ন করি' মহাপাপী দলে,
ক্ষণে হইতেছে আকাশ পার।

৫১

"দ্রবধাতুময়ী নদী বৈতরণী,
ওই দেখ, যেন অনলবরণী,
তর তর বেগে নরকের ধারে
গভীর গর্জ্জনে ছুটিয়া যায়;
কোটি কোটি পাপী তৃষিত হইয়া,
বারিপান-আশে ছুটিয়া আসিয়া,
আছাড় খাইয়া গড়া'য়ে পড়িয়া,
পলকে পুড়িয়া উড়িয়া যায়।

৫২

“অগ্নিময় নক্র, অনল-কুম্ভীর
বৈতরণী-গর্ভে গরজে গম্ভীর,
দ্রব ধাতু ভেদ করি’ সে গর্জ্জন,
পলকে পলকে বাহিরে আসে।
ধাতু কাঁপাইয়া লাঙ্গূল-ঝাপটে
দূরতল ছাড়ি’ ঊর্দ্ধে ভাসি’ উঠে,
ভয়ঙ্কর মুখ ব্যাদান করিয়া,
পরগ্রাসহারী পাপীরে গ্রাসে!

৫৩

“অহো, কি ভীষণ, কর মা দর্শন,—
হুতাশন-শৈল ছুঁ’য়েছে গগন,
বড় ভয়ঙ্কর, তাই দিবাকর
আতঙ্কে ওখানে নাহিক যায়;
পলকে পলকে ঝলকে ঝলকে
ওই শৈল হ’তে অনল চমকে;
আগুনের মেঘ বিজলী-দমকে
চারি ধারে ওর গরজি’ ধায়!

৫৪

“ওই গিরিদেহ বিদীর্ণ করিয়া,
দ্রবধাতু-উৎস উঠে উছলিয়া,

দেখিতে দেখিতে ছুটিয়া আসিয়া,
পুড়া'য়ে ফেলি'ছে পাতকী দলে ;
এই হাহাকার,—ক্ষণে নাই আর,
এই দেখি পাপী,—ক্ষণে ভস্মাকার,
এই দেখি যাহা—ক্ষণে নাই তাহা,
নরক-মায়ার কূট কৌশলে !

৫৫

"ওই মেঘ-দেহ বিদীর্ণ করিয়া,
অগ্নিবৃষ্টিধারা পড়ি'ছে ঝরিয়া,
অধোমুখে যেন অসংখ্য হাউই
ভয়ঙ্কর ডাকে ছুটিয়া আসে ;
ও বৃষ্টি-আঘাতে মহাপাপিগণ
'পরিত্রাহি' মাত্র করি' উচ্চারণ,
ওই দেখ, সবে ভস্মের আকারে
তরল ধাতুর উপরে ভাসে।

৫৬

"যবক্ষার রাশি ওই শৈলাকার,
গন্ধকের স্তূপ ওই ভারে ভার,
অঙ্গারের চূর্ণ রাশি রাশি ওই,
আপনা আপনি মিলিত হ'য়ে,

দপ্ করি' জ্বলি' বিকট গর্জ্জনে
জগতের পাপ মহাপাপিগণে
ছিন্ন ভিন্ন করি' কোথা দেয় ফেলি'
অনন্ত আকাশে উড়া'য়ে ল'য়ে।

৫৭

"ওই দেখ, সতি! আকাশে আকাশে
ছিন্ন মুণ্ড ছিন্ন কলেবর ভাসে;
কা'রো ছিন্ন পদ, কা'রো ছিন্ন কর,
কা'রো ভগ্ন অস্থি ভাসিয়া যায়।
অগ্নিময় পক্ষী উড়ি' শূন্যোপরে,
আকাশ ফাটা'য়ে সুবিকট স্বরে,
ছিন্ন অঙ্গগুলা লুফিয়া লুফিয়া,
উদর পূরিয়া গিলিয়া খায়!

৫৮

"কোটি কোটি অসি চমকি' চমকি'
তপ্ত সমীরণে করে লক্‌লকি,
আপনা আপনি তড়িতের বেগে
যথা পাপিকুল, তথায় ছুটে;
অসংখ্য বল্লম, ছোরা, ছুরী, তীর
ছুটে পাপিবক্ষ করি' শতচির,

অগ্নিমুখী শলা ভুজঙ্গ-আকারে
   পাপীর উদরে সজোরে ফুটে।

৫৯

"অগ্নিরেখা-মাখা মহাভার গদা
পাপি-শিরোপরে ঘূরি'ছে সর্ব্বদা,
আতঙ্কে পাতকী পরিত্রাণ-আশে
   শিরে কর ঢাকি' ছুটিয়া যায়,
কোথায় পালা'বে ?—নাহি পরিত্রাণ,
ওই দেখ, মুখ করিয়া ব্যাদান,
অগ্নি-অজগর গর্জ্জি' ভয়ঙ্কর,
   শ্বাসে আকর্ষিয়া তা'দিগে খায়।

৬০

"নরকের বক্ষ সহসা ভেদিয়া,
অগ্নি-জ্বালা দ্রবধাতু উদ্গীরিয়া,
ফোয়ারার মত উঠি'ছে নিয়ত,
   ভর্ ভর্ শব্দ সজোরে উঠে;
ভয়ে পাপিগণ পালাইতে চায়,
কোথায় পালা'বে ?—মহাবায়ু-ঘায়
আঘাতিত হ'য়ে ঘূরিয়া আবার,
   অগ্নি-ফোয়ারায় পড়ি'ছে ছু'টে।

৬১

“রসাতলস্পর্শী গভীর গহ্বর
জ্বলন্ত অঙ্গারে পূর্ণ নিরন্তর,
উপরে তাহার মৃত্তিকার ভার ;
পাপি-চক্ষে ভ্রম লাগি’ছে তায় ;
মাটী দেখি’ পাপী ছুটাছুটি যায়
আশার ছলনে, প্রাণের আশায়,
কিন্তু পলকেতে অনল-গহ্বরে
ডুবিয়া পড়িয়া পুড়িয়া যায় !

৬২

“নরকের দ্বার, মহাভয়ঙ্কর,
খুলি’ছে পড়ি’ছে নিজে নিরন্তর,
কড় কড় ধ্বনি কাঁপায় অম্বর,
হয় যেন শত অশনিপাত ;
পর্ব্বতের চূড়া কোথা লাগে তা’র,
এত উচ্চ ওই নরকের দ্বার,
করে মুহুর্মুহু অনল উদ্গার,
কপাটে কপাটে ভীম আঘাত।

(অসম্পূর্ণ)

স্বর্গীয় রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুর।

(আরম্ভ)—(সংবাদ)

১

যাও প্রবাহিয়া, গঙ্গে নির্ম্মলসলিলে!
অনন্ত সাগরে।
আমি তব তীরে বসি'   নর-ভাগ্য-অঙ্ক কসি,
চিন্তিত অন্তরে।
মূল প্রশ্ন,—'মনুষ্য কি?' ইহার উত্তর,—
ওই যে তোমার নীরে   ভেসে যায় ধীরে ধীরে
ক্ষুদ্র কলেবর
বায়ুগর্ভ 'জলবিম্ব'—ইহাই উত্তর।

২

এবার দ্বিতীয় প্রশ্ন,—'মানব-জীবন?'
সহজ উত্তর,—
ওই জলবিম্ব-কোষে   যে বায়ু প্রকৃতি-বশে
ভ্রমে নিরন্তর,
দ্বিতীয় প্রশ্নের, দেবি! উহাই উত্তর।
ওই ওই ও কি হ'ল?   জলবিম্ব ভেঙ্গে গেল
বহির্বায়ু-ঘায়,

ফুরা'ল বিম্বের আয়ু,   মিশা'ল অন্তর-বায়ু
আকাশের গায় ;
মানব-জীবন' তথা আকাশে মিশায়।

৩

যেরূপ গভীর প্রশ্ন, উত্তর' ইহার
সেরূপ গভীর ;
জলবিম্ব-সম নর   ভ্রমিতেছে নিরন্তর
হইয়া অস্থির,
অনন্ত অসীম ভীম কাল-পারাবারে,
এই আছে এই নাই,   আবার নিরখি যাই,—
এই দেখি—এই নাই গভীর আঁধারে!

৪

অঙ্ককসা ঘুরে গেল ;—গভীর আঁধার
ঢাকিল হৃদয় মোর,   ক্রমে অন্ধকার ঘোর
গ্রাসিল অন্তর ;
একবার গঙ্গাপানে   চাহিনু উদাস প্রাণে,
দৃষ্টি ক্ষীণতর।
পুনরায় ভয়ে ভয়ে,   চিন্তারে অন্তরে ল'য়ে,
চাহিনু অনন্তদেহ আকাশের পানে,
কি-যে-কি-রকম হ'ল—কেন যে, কে জানে!

৫

আকাশ, পাতাল, মর্ত্ত্য একত্র হইল
মনের ভিতর,
অদৃশ্য যে পরমাণু, তা'ও কোটি খণ্ড হ'ল,
কাঁপিল অন্তর !
মানবের ভাগ্য-রেখা বিদ্যুত-আকারে দেখা
দিয়া মিশাইল ;
অবাক্ হইয়া আমি চারি ধারে চাই,—
হেনকালে শুনিলাম—'কালী রাজা নাই।'

(শাখা)—(শোকোচ্ছ্বাস)

১—১

'কালী রাজা নাই ?'—'নাই, কালী রাজা নাই !'
সুগম্ভীরে প্রতিধ্বনি জড়স্বরে এই বাণী
উগারে আকাশে !
গঙ্গাজল কাঁপাইয়া, এ ধ্বনি তখনি গিয়া
মিশিল বাতাসে।
চৌদিক নীরব হ'ল, কি যেন হারা'য়ে গেল,
কি-যে-কি-রকম হ'ল, ভাবিয়া না পাই;
আবার উঠিল ধ্বনি,—কালী রাজা নাই।

১—২

ধীরে ধীরে সুরনদী ভেটিবারে জলনিধি
যেতেছিল সুখে,
'কালী রাজা নাই' বাণী শুনিল যেমন,
আর না যাইতে চায়, উজানে ফিরিয়া যায়,
কলহীন মুখে!
তরঙ্গে তরঙ্গে লেগে আবার উঠিল বেগে
গঙ্গার তরল কণ্ঠে গরলের ধ্বনি,—
'কালী রাজা নাই!'—নদী কাঁদিল অমনি।

১—৩

অনন্ত আকাশ-গর্ভে, দিগন্ত ভেদিয়া,
'কালী রাজা নাই!' ধ্বনি উঠিল বাতাসে;
নিদ্রালু জলদবর শুনি' সে দারুণ স্বর
কাঁদিল আকাশে।
পড়িল অজস্র অশ্রু ঝরিয়া ঝরিয়া!
বিজলী জলদ-কোলে উঠিল শোকেতে জ্ব'লে,
দিগন্ত ধাঁধিয়া,
পড়িল উন্মত্তা হ'য়ে ভূতল বিঁধিয়া।

১—৪

কেবল চৌদিকে হেরি শোকের উচ্ছ্বাস,
জলে স্থলে শূন্য'পরে চঞ্চল সমীর-ভরে

প্রকৃতি ত্যজিল শোকে সুদীর্ঘ নিশ্বাস,
আনন্দের’ চিত্ত হ’ল বিষাদে হতাশ !
শোকে মেঘ গ’লে গেল তপন কাঁদিয়া এল
গগনের গায়,
আপনার তেজে রবি আপনি জ্বলিল শোকে,
‘নাই কালী রায় !’

১—৫

‘নাই কালী রায় !’—হায়,—‘কালী রাজা নাই !
কি আছে জগতে তবে ? কে তা’র উত্তর দিবে ?
যা’ আছে জগতে, তাহা দেখিতে না চাই।
যা’ দেখিলে আশা মিটে, সুখের তরঙ্গ ছুটে,
শুষ্ক ফুলকলি ফুটে, জীবন জুড়াই,
তা’র স্থান এ জগত আজ’ হ’ল নাই !
এই খেদে, হায়,
এ দুঃখের বিশ্বে, বল, কে থাকিতে চায় ?

১—৬

কণ্টকিত এ জগত,—এখানে কেমনে
ফুটে র’বে ফুল ?
যদিও ফুটিল, হায়, অমনি, বিনাশ-বায়
কাঁটায় ফেলিয়া তা’রে করিল নির্ম্মূল !
কুসুম আকুল আর দর্শক’ আকুল !

হেন বিশ্ব কবে
আকাশের মত, হায়,   হ'য়ে যা'বে শূন্যকায়,
শূন্যতার দেহপুষ্টি আর' বেশী হ'বে ?

১—৭

পৃথিবী বিদীর্ণ হ' রে !—যা'রে চূর্ণ হ'য়ে !
আজি হ'তে যতকাল   বাঁচিয়া রহিবে কাল,
ততকাল তরে
লুপ্ত হোক্ নাম তোর ;   গ্রাসুক আঁধার ঘোর
অবিলম্বে তোরে !
থেকে থেকে পলে পলে মহাশোকবহ্নি জ্বেলে,
কি হেতু দহিস্ তুই মানব-জীবন ?
কে তোরে, রে বসুন্ধরে ! বলেছিল পায়ে ধ'রে
অল্পপ্রাণ করি' নরে করিতে সৃজন ?
ধ্বংস হ'য়ে যা' রে, ধরা !—ঘুচুক রোদন।

১—৮

'কালী রাজা নাই !' না না—এ কথা বল না,
কালী রাজা আছে আছে,ওই যে আঁখির কাছে
প্রশান্ত মূরতি তাঁ'র, পুণ্যের ঝরণা ;
শ্রবণ-ভিতর
সুধামাখা বাণী তাঁ'র   পশিতেছে বারংবার
জুড়া'য়ে অন্তর।

ভ্রান্তি—ভ্রম—ভ্রান্তি—ওরে, কালী রাজা নাই!
আমি কি দেখিনু স্বপ্ন?—বাস্তবিক তাই!

১—৯

জয়দেবপুর-কণ্ঠ বিদীর্ণ হইয়া,
'কালী রাজা নাই!' শব্দ সহসা উঠিয়া স্তব্ধ
করিল এ বঙ্গভূমি আকাশ ছাইয়া।
যতদূর বায়ু যায়, ততদূর ব্যেপে ধায়
এ শোকজনন শব্দ উঠিয়া পড়িয়া,
বিশাল ভাওয়াল ভূমি শুনি' এ দারুণ ধ্বনি,
অশ্রুর প্রবাহে পড়ি' গেল রে ভাসিয়া!
ছুটিল এ ধ্বনি শৈল সাগর ছুঁইয়া।

১—১০

কাঁদ শৈল, কাঁদ গঙ্গে, কাঁদ পারাবার,
কাঁদ বঙ্গভূমি!
যে যেখানে আছ, সবে কাঁদ আজ উচ্চরবে,
উঠুক রোদনধ্বনি গগনে আবার
সীমা অতিক্রমি'।
দিব্য অক্ষি মিলি' আজ দেখুন বিধাতা,—
তাঁ'রি সৃষ্ট কালীরায় বঙ্গেরে ছাড়িয়া যায়,
তাঁ'রি সৃষ্ট বঙ্গভূমি শোকাশ্রুপ্লাবিতা!

(সমাপ্তি)—(পুরস্কার)

১—ক

কেঁদ না, কেঁদ না ;—ওই শুন বাজে,
আমরদুন্দুভি, ঝাঁঝর, কাঁসর,
হৈমজয়ঘণ্টা, মহাশঙ্খনাদ
অলক্ষ্যে ছুটি'ছে আকাশ উপর।
কোথা কিছু নাই—শব্দ শুধু পাই,
নব কণ্ঠে ধ্বনি উঠি'ছে নূতন,
এ ধ্বনি কখন শুনেনি মরত,
নরকণ্ঠে ইহা সাজে কি কখন ?

১—খ

দেবকণ্ঠরব, বুঝেছি বুঝেছি,
কিন্তু কেন ইহা মরতমণ্ডলে ?
যন্ত্রণার স্রোত যথা বহি' যায়,
সেখানে এ ধ্বনি কেন সুরগলে ?
অক্ষয় প্রবাহে যথা অশ্রু বহে,
সুদীর্ঘ নিশ্বাস বক্ষ ভেদি' উঠে,
প্রাণ মন যথা শোকানলে দহে,
তথা কেন সুরকণ্ঠরব ছুটে ?

১—গ

ওই শুন গান—ভুলে মনঃপ্রাণ,
থাকিয়া থাকিয়া গগন ভেদিয়া
সমীরণে মিশি' আসে দিব্য তান,
এই শুনি—পুনঃ যাই'ছে ফিরিয়া।
নবগীত, আহা, এ গীত কখন
মর্ত্ত্য কি শুনেছে?—শুনেনি শুনেনি,
সুধার নির্ঝরে অমৃত-স্বনন,
শুনি' মুগ্ধ হ'ল পীড়িত মেদিনী।

১—ঘ

মানুষিক-মনোবৃত্তির বিকাশ
তুচ্ছতম, কিন্তু এ গীতের প্রাণ
অপূর্ব্ব—বিচিত্র—মনোবিমোহন,
ইহার জীবন সুধাস্রাবী তান।
ওই শুন গান, কে গায় উত্তরে,
ওই শুন পুনঃ দক্ষিণে কে গায়,
পূরব পশ্চিমে গীতধ্বনি ফিরে,
আকাশে উঠিয়া, আকাশে মিশায়।

১—ঙ

"এস এস, রাজা! তোমারে লইতে
এসেছি আমরা আজ;

এই লও ধর,   পর ত্বরা পর
পূতদেহে সুর-সাজ।”
এই কথা বলি’   দেবদূতগণ
আবার গাইল গীত,
আকাশ হইতে   স্বর্ণ চতুর্দ্দোল
ভূমে হ’ল উপনীত।

১—চ

ভাওয়ালাধিপতি   কালীনারায়ণ
বসিলেন চতুর্দ্দোলে;
দেব দিবাকর   কর-রজ্জু বাঁধি’
চতুর্দ্দোলে নভে তোলে।
ভূমিতল ছাড়ি’   স্তবকে স্তবকে
চতুর্দ্দোল উঠে নভে;
সুরকণ্ঠ পুনঃ   উদ্গীরিল গীত,
আকাশ পূরিল রবে।

১—ছ

গগনমণ্ডলে   পলকে পলকে
কত দৃশ্য মনোহর,
উত্তরে দক্ষিণে   পূরব পশ্চিমে
খেলিল সুষমা-স্তর।—

তপনের কর-   উজ্জ্বল মুকুট
পরিল জলদ-শিরে,
গলে দোলাইল   বিজলীর মালা,
অক্ষি ভাসে হর্ষ-নীরে।
অলক্ষ্যে থাকিয়া   তারকামণ্ডলী
রাজারে দেখিল চেয়ে,
তাহাদের কাণে   রাজার বারতা
সমীরণ কহে ধেয়ে।

১—জ

দেখিতে দেখিতে,   আবার নূতন
আকাশে হইল শোভা,
অন্ধকার নাই,   দীপ্ত সর্ব্ব ঠাঁই,
কেবল উজ্জ্বল প্রভা।—
আকাশ-নীলিমা   বিলীন হইল,
বিলীন হইল রবি,
লুকান তারকা   আরো লুকাইল,
লুকা'ল জলদ-ছবি ;
লুক্কায়িত শশী   মিশিল অম্বরে,
কিছুই না দেখি আর,
প্রভার লহরী   পরতে পরতে

হাসে খেলে চারিধার।
তুচ্ছ জ্যোতিষ্কোষ মানবের আঁখি
ঝলসিয়া গেল তায় ;
আতঙ্কে শিহরি' নিরখে আঁধার,
যেমন ভূতলে চায়।

১—ঝ

কেন হেন হ'ল ? কেন এত প্রভা ?
বুঝিয়াছি এতক্ষণ,—
নিরখ নিরখ,— বিরাট্ পুরুষ
ওই কে গো একজন !
ওঁরি দেহ হ'তে অবিরাম স্রোতে
বহি'ছে প্রভার ধার,
প্রভায় প্রভায় ভরিল আকাশ,
প্রভাময় চারি ধার।
উহাঁর প্রভায় রাজা কালীরায়,
হ'ল প্রভাবিমণ্ডিত,
রবি-করে যেন পূর্ণিমার চাঁদ
নভঃপটে সমুদিত।

১—ঞ

বিরাট্ পুরুষ বাহু প্রসারিলা,
প্রভার লহরী দোলে,

রাজা কালী রায় বাহু প্রসারিয়া,
আরোহিলা তাঁ'র কোলে।
অতি অপরূপ দেখিতে সে রূপ,
দেখেনি মরত-আঁখি,
প্রভায় প্রভায় স্রোত ব'য়ে যায়,
রূপে রূপে মাখামাখি।
বিরাট মূর্ত্তির সুপবিত কোলে
বসিলেন কালী রাজা ;
আবার গগনে মধুর নিক্কণে
বাজিল আমর বাজা।
দেবাঙ্গনাগণ দেয় হুলুধ্বনি,
মাঙ্গলিক দ্রব্য ল'য়ে,
নাচিল অপ্সরা বাজনার তালে
থেমে থেমে র'য়ে র'য়ে।
সুধার সুধার কৈন্নর সঙ্গীত
আবার বহিল নভে,
আবার গগনে উঠে নব রব
দেবকণ্ঠে নরস্তবে।

বিরাট পুরুষ কালীরে লইয়া,

চলিলেন ঊর্দ্ধপানে ;
নক্ষত্রমণ্ডলী ছুটিতে লাগিল
সবেগে চুম্বক-টানে।
আনন্দে মাতিয়া, আকাশের কোলে
ঘূরিতে লাগিল রবি ;
কিরণের রাশি দিগন্ত গরাসি'
আবরিল নীল দিবি।
আকাশের কোলে উলটি' পালটি'
তারাদল করে খেলা,
বাজীকর-করে উঠি' পড়ি' ঘূরে
যেন রে বাজীর গোলা।
ঊর্দ্ধে খেলে রবি, তলে খেলে শশী,
মাঝে খেলে তারাগণ ;
মেঘ দুলাইয়া, ধাইয়া ধাইয়া,
খেলে সুখে সমীরণ।

১—ঠ

দেখিতে দেখিতে, খেলা ফুরাইল,
যে যেমন, সে তেমন,
এমন সময়ে আকাশ ভেদিয়া,
দেখা দিল সিংহাসন।

সেই সিংহাসনে সাদরে যতনে
রাজা কালীনারায়ণে
বসাইয়া দিয়া, বিরাট পুরুষ
চাহিলেন ক্ষণে ক্ষণে।
অমনি সহসা উড়িল আকাশে
চারিটি অপূর্ব্ব পরী,
উড়িতে উড়িতে উঠিল উপরে
সিংহাসন করে ধরি’।
দৈব পক্ষযুগ যত বার নাড়ে,
সঞ্চালিয়া বায়ুস্তর,
ততবার সেই পক্ষযুগ হ’তে
ফুল ঝরে ঝরঝর।
প্রতি ঝাপটেতে, প্রতি রকমের
কুসুম ঝরিয়া পড়ে,
পাখার বাতাসে আকাশে আকাশে
উলটি’ পালটি’ উড়ে।
কভু রাশি রাশি পারিজাত ফুল,
কভু বা কমল রাশি,
কখন চম্পক, কখন মালতী
আকাশে চলিল ভাসি’।

১—ড

দেখিতে দেখিতে ফুলে ফুলময়
হইল আকাশতল,
ফুলের তপন ফুলের তারকা,
ফুলের জলদদল ;
নিজ রূপ ত্যজি' ফুলদলে সাজি'
হাসিল মোহন চাঁদ,
রাশি রাশি ফুলে সৌর জগতের
হইল নূতন ছাঁদ।
ফুলের ভূধর আকাশ হইতে
হেলে দুলে নামে নীচে,
লুটিতে তাহারে ছুটে তারাদল,
দলে দলে পিছে পিছে।
এমন সময়ে বিরাট্ পুরুষ
কহিলেন শেষ বার :—
"কালীনারায়ণ! ধর বৎস! ধর
এই রাজপুরস্কার।"

গীত চতুষ্টয়।

১।—কুমারী রমাবাই।

খাম্বাজ—একতালা।

(আস্থায়ী)

কে রে ও কুমারী ভারতী মূরতি,
মহাগুণময়ী সরলা যুবতী,
ভারত-গরিমা ভারত-ললনা
হিন্দুকুল-গল-মালিকা-মণি ?

(অন্তরা)

কবিত্ব-সাগর, জ্ঞানের আকর,
বিদ্যা-ইন্দ্রজালে খেলে নিরন্তর ?
মহাপণ্ডিতেরা হ'ল দিশাহারা,
শুনি' শ্রীমুখের অপূর্ব্ব ধ্বনি।

(সঞ্চারী)

স্বাধীন কবিত্ব অধীন ভারতে
আছে কি না আছে, তাই কি দেখিতে
মানবী আকারে, দুয়ারে দুয়ারে
পলকে পরখ করি'ছে বাণী ?

(আভোগ)

সৌভাগ্যের কথা, এ স্বর্গীয় লতা
ভারত বই কি জন্মে যথা তথা ?
কবিত্ব-বিভবে এ মহারমণী
ধরণী-রমণী-নিকর-রাণী।

২।—চন্দ্র।

বেহাগ—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

কে তোমারে নিরমিল মনোহর শশধর,
কাহার আদেশে তুমি ভুবন উজ্জ্বল কর ?

(অন্তরা)

শরীর কিরণে ঢাকা,
বদন অমিয়ে মাখা,
দেখিলে জুড়ায় আঁখি,
চেয়ে থাকি নিরন্তর।

(সঞ্চারী)

কে এমন ধরাতলে,
তোমারে কলঙ্কী বলে ?
ভুলায় জগত জনে
ও কালবরণ ;—

(আভোগ)

ও নয় কলঙ্ক-দাগ,
উজ্জ্বল কজ্জল-রাগ
নয়নে শোভি'ছে তব,
নয়নের শোভাকর।

৩।—ঊষা।

বিভাস—দ্রুতত্রিতালী।

(আস্থায়ী)

উজ্জলবরণময়ী মধুরহাসিনী বালা
সুনীল-গগন-কোলে করি'ছে প্রভাত খেলা।

(অন্তরা)

তপন পিছনে থেকে
খেলা দেখে থেকে থেকে,
নীল-সিন্ধু-জলে তুলি'
লোহিত লহরী-মালা।

(সঞ্চারী)

রমণী করি'ছে কেলী,
বিহগনিকর মেলি'
মুদিত নয়ন খুলি'
গায়িতেছে গান,—

(আভোগ)

তা' শুনি' তমস দুখে,
অতীব বিষাদ-মুখে,
পশ্চিম সাগরে ধায়,
জুড়া'তে গায়ের জ্বালা।

৪।—সূর্য্যোদয়ে।

রামকেলী—মধ্যমান।

(আস্থায়ী)

নব বিভা রবি ঢালিতেছে গগনে।
হইল শোভাময় তড়াগ
বিগত পদ্মদলে,
তা' হ'তে বহে সৌরভ চল-পবনে।

(অন্তরা)

ফুল-মধু-পান-বিভোর দ্বিরেফ,
বিকসিত সূরযমুখী—
মেঘমালা শোভে রবি-কিরণে
উজল লাল বরণে।

শারদীয় জলদখণ্ড।

১

জল-গর্ভ বরষায় দেখেছি গগন-গায়
তোমারে, জলদ, আমি রজনী দিবায় ;
সেরূপ এখন্ কই ? বদল হ'য়েছে অই ;
সে রূপ এ নব রূপে হারে তুলনায় !
দেখিতেছি ঘন ঘন, তুমিই যে সেই ঘন,
এরূপ বিশ্বাস বশ করে না আমায় ;
বাস্তবিক, তুমি সেই, সম্মুখে যা হেরি এই ?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায় ?
বল, রে জলদ, বল, সুধাই তোমায় ?

২

আঁখি ভরে, প্রাণ খুলে, উচুঁ পানে মুখ তুলে
এবে রে তোমারে হেরি—আশা না ফুরায় ;
তখন হেরিলে পরে, তোমারে গগন'পরে,
আজের এ সুখ তুমি দিতে কি আমায় ?
কালিমাখা ভয়ঙ্কর, নভোগ্রাসি-কলেবর,
যে দিকে তাকাই—দেখি সে দিকে তোমায়
গরজিতে ঘোর ডাকে, জলধারা লাখে লাখে,
পড়িত প্রবল বেগে ধরণীর গায়।

আতঙ্কে যেতাম ছুটে, ধারাগুলো গায়ে ফুটে
জ্বালাইত—তাড়াইত আশ্রয় যথায় ?
তুমিই কি সেই এই গগনের গায় ?

৩

দু'দিন না যেতে যেতে, রূপের পসার পেতে,
ভুলাইলে, বহুরূপী, নিমেষে আমায় ;
একেবারে রূপান্তর, কিছুই তেমনতর,
এ শরতে, জলধর, নাই রে তোমায় !
বরষায় এই খানে, চেয়েছি তোমার পানে,
আজিও রে এই খানে আঁখি মোর চায় ;
সেই তুমি, আঁখি সেই ; কিন্তু সেই ভাব নেই,
আজের ভাবের ভাব কি ক'ব কথায় ?
সরে না মনের ভাব ও তোর শোভায়।

৪

সে দিন দেখেছি তোরে আকাশের গায়,
যত দূর দৃষ্টি যায়, অভিন্ন অসীম কায় ;
সে ভীষণ রূপ ভাল লাগে না আমায়।
আজের যেরূপ তোর, মানস করিল ভোর,
ফেরে না নয়ন-যোড় ত্যজিয়ে তোমায় !

নূতন নূতন বই, পুরাতনে সুখী নই,
নূতন জিনিস পেলে, নয়ন জুড়ায়।
রে জলদ, তাই আজ, নূতন নূতন সাজ
কে বল্, পরা'লে তোর মনোহর গায়?
আমার মনের কথা, মনেই র'য়েছে গাঁথা,
কি আশ্চর্য্য, কে কহিল এ কথা তাহায়?
অবশ্য সর্ব্বজ্ঞ সেই, সন্দেহ কি তায়?

৫

মরি, কি সুন্দর দেহ, অতুল আনন্দ-গেহ,
অনন্ত আকাশ মাঝে ধীরে ভেসে যায়;
সুনীল সাগর-নীরে ভাসে কিরে ধীরে ধীরে
গিরি-চূড়া?—অসম্ভব, কে বিশ্বাসে তায়?
ভারতে কি রাম আছে, ভাসা'বে শিলায়?
ও নয় ভূধর-খণ্ড, ও যে রে বাষ্পের পিণ্ড,
দেখিতে ওজনে ভারী, কিন্তু লঘু-কায়,
বিজ্ঞানের কথা এই; সে কথায় কাজ নেই,
বিজ্ঞান নীরস শাস্ত্র, কে তাহারে চায়?
কবি যাহা বলে ওরে, বিশ্বাসি তাহায়।

৬

ভারত-গৌরব-রবি কালিদাস মহাকবি
আঁকিল যেরূপে ওরে দৈবী তুলিকায়;

ব্রিটনীয় কবি শেলি তেজাল স্বরঙ ঢালি',
অাঁকিল যেরূপে ওরে, তাই চিত চায়।
বিজ্ঞানের বৈজ্ঞানিক একেবারে অরসিক,
সুধারে গরল করে ; ভাল যেটি পায়,
সেটিরে খারাপ করে, তবে রে কেমনে তা'রে
ভাল বলি ?—কবি-শত্রু—ধিক্ সে জনায় !

৭

শরতের জলধর, কবিকুল প্রিয়বর
তুই রে ; কবিই তোরে সুন্দর সাজায় ;
বিজ্ঞানবিতের কর করে তোরে জর জর,
এমন বিদ্বেষী নর আছে কি ধরায় ?
যা'রে দেখে সুখ লভি, যা'রে প্রিয়তর ভাবি,
যা'র মনোহর ছবি মোহি'ছে আমায় ;
কবিকুল যার তরে সদাই ভ্রমণ করে,
বৈজ্ঞানিক অরসিক বাষ্প বলে তায় ?
নকুল অহির ভাব তাই দু'জনায়।

৮

ভাবুক জনের চিত, কর তুমি বিমোহিত,
ক্ষণেকে ক্ষণেকে ধরি' নব নব কায় ;

ভব-রঙ্গভূমি মত বদলি'ছ অবিরত ;
বহুক্ষণ একভাবে দেখি না তোমায়।
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় ?
কখন মুকুট পর, কভু ম্লান কলেবর,
কখন বিজলী-হার চমকে গলায় ;
কভু শোভ স্তরে স্তরে, কভু এক কলেবরে,
কভু এ সুন্দর দেহ আকাশে মিলায় ;
তোরি বহু রূপ নরে অবস্থা শিখায় !

৯

অস্তগামী দিবাকর ঢালি' নানারঙি কর,
তোরে ল'য়ে কত রঙে আকাশে খেলায় ;
সে কালের ভাব হেরি', রেতে ছায়াবাজীকারী
রসায়ন-দীপে ছবি দেয়ালে খেলায় ;
রবি, তুই শিক্ষা তা'র—সন্দেহ কি তায় ?
তোরি মত, জলধর, মনে মোর ভাবান্তর,
কতই ঘটি'ছে—আমি কি ক'ব কথায় ?
কভু ভাবি মনে মনে, ব'সে আছি সিংহাসনে,
কখন এ দেহ মোর ধূলায় লুটায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় !

১০

আদর্শ করিয়ে তোরে, এ অনন্ত ভব ঘোরে,
ঘূরি'ছে আমার মন প্রতি লহমায় ;
কখন ভূতলে ছুটে, কখন আকাশে উঠে,
কখন সাগর-জলে হাবু ডুবু খায় !
আমি রে পাগল এই বিশাল ধরায় ।
কেবল আমিই নই, বাঙ্গালি মাত্রেই অই,
নিরেট পাগল, মেঘ, সন্দেহ কি তায় ?
নাশিতে দেশের দুখ, বাক্যে হয় শত-মুখ,
কবন্ধের মত কিন্তু কাজের বেলায় ?
নিরেট পাগল এরা বিশাল ধরায় ।
বালক-ক্রীড়ার মত, সভা করে কত শত,
বক্তৃতা বিতর্ক তর্ক যেমনি ফুরায়,
আকাশ-কুসুম সম শেষটা দাঁড়ায় !
কা'রে বলে দেশোন্নতি, নাহি জানে এক রতি,
সকলি সম্পন্ন করে কথায় কথায় ;
দরিদ্র স্বজাতি যা'রা, নিরাহারে যায় মারা,
ভুলেও তা'দের পানে ক্ষণেক না চায় ;
কিন্তু তৈল ঢালে খালি তৈলাক্ত মাথায় ।

১১

কিসের, কিসের বাধা ? সাহেবে চাহিলে চাঁদা,
সহস্র অযুত লক্ষ অনা'সে বিলায় ;
হায়, এ কি অবিচার, কা'র টাকা হয় কা'র,
পরধনে পোদ্দারীর এই ব্যবসায় ।
ধনীরা প্রজার ধনে ধনিত্ব ফলায় !
'রাজা', 'রায় বাহাদুর' লভিতে বাঙ্গালি শূর,
ছি ছি রে, জীবন কাটে 'ইংরেজ-সেবায় !'
খানিক কাগজ দিয়ে, রাশি রাশি টাকা নিয়ে,
চতুর ইংরেজ বেস্ চাতুরী খেলায় !
বাঙ্গালি বিষম বোকা বিশাল ধরায় !

১২

বাঙ্গালি বিষম খেপা, বধূর বিননী-খোঁপা,
সাদরে ধরিয়ে, ফুল বসায় তাহায় !
এ দিকে নিজের শিরে, ছি ছি রে, ছি ছি রে, ছি রে,
বিলাতী পাদুকা, ধিক্, ব'য়ে ল'য়ে যায় ।
বাঙ্গালি পাগল শুধু ?—অধম ধরায় !
বাঙ্গালির কত গুণ, মুখে মাখে কালি চূণ,
স্বজাতির মন্দ বই ভাল নাহি চায় ;

হাত পা সকলি আছে,   তবু বিলাতের কাছে,
কি লজ্জা, ঢাকিতে লজ্জা বস্ত্রখানা চায়।
এমন নিরেট বোকা দেখেছ কোথায়?
বাঙ্গালি নিরেট বোকা, বুকে ভয়—মুখে রোখা,
সকল লক্ষণগুলি পাগলের প্রায়।
কতকাল এই ভাবে   বাঙ্গালি-কুলের যা'বে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
রে মেঘ, বরষাকালে,   কি ছিলে গগন-ভালে,
এবে বা কেমন তুমি আকাশের গায়;
কতকাল এই ভাবে   কিন্তু বাঙ্গালির যা'বে,
কেউ কি এমন নাই এ ভাব ফিরায়?
না ফিরিলে,—কে ফিরা'বে?—কে হেন ধরায়?

স্বর্গীয় ধন্বন্তরিকল্প রমানাথ সেন কবিরাজ।

১

যাও,—
ধরণীর ছায়ামাত্র নাহিক যথায়,
দুঃখের কণাও যথা নাহি দেখা যায়,
স্বার্থপরতার লেশ,   দ্বেষের ভীষণ বেশ,
কলুষ পশিতে যথা প্রাণে ভয় পায়,
যাও, সুধীবর। তুমি যাও গো তথায়।

২

যাও,—
যেখানে কখন কোন অত্যাচার নাই,
সদাচার প্রতি জনে যেখানে সদাই,
তুমি' 'আমি' হেন কথা নাহি পায় স্থান যথা,
সবি 'আমি' একমাত্র এ কথা যথায়,
যাও, সুধীবর! তুমি যাও গো তথায়।

৩

যাও,—
যেখানে কপট শঠ নিঠুর দুর্জ্জন
যেতে ইচ্ছা করে কিন্তু না পারে কখন;
যেখানে ভয়ের ভয় নিমেষে নিমেষে হয়,
যথা যেতে খসি' পড়ে পাপীর চরণ,
যাও তুমি সেই খানে, বঙ্গের রতন।

৪

যাও,—
যথা নাই পরনিন্দা, পরপরিবাদ,
যথা নাই হৃদয়ের তিলেক বিষাদ,
যথা নাই অহঙ্কার, অসহ্য যন্ত্রণাভার,
যথা নাই দেহ সনে মনের বিবাদ,
যাও তথা, জ্ঞানিবর! লইয়া আহ্লাদ।

৫

যাও,—
যথা নাই কোন শোক, প্রাণের বেদনা,
যথা নাই অসুখদা পার্থিব লাঞ্ছনা,
ছয় রিপু নাহি যথা, নাই যথা মনোব্যথা,
নাহি যথা সংসারের গম্ভীর ঝঞ্ঝনা,
যাও তথা, তুচ্ছ করি' ঐহিক বাসনা।

৬

যাও,—
যেখানে লোভের গর্ব্ব খর্ব্ব হ'য়ে যায়,
যেখানে পার্থিব চক্ষু ভয়ে নাহি চায়,
যেখানে মনুষ্য-কায় দৈব তেজে শোভা পায়,
নাহি যথা মানবিক জগত-ঝঞ্ঝাট,
যাও যথা, অবারিত কনক-কপাট।

৭

যাও,—
যেখানে অসংখ্য জীব যাইবার তরে
আশা-নায়ে চড়ি' ঘূরে কালের সাগরে;
কোটির ভিতর হ'তে ভাসিয়া প্রবল স্রোতে
দুই এক জন সেই পারাবার তরে,
যাও তুমি সেইখানে হরিষ অন্তরে।

৮

যাও,—
যেখানে বহে না সুরা দহিয়া হৃদয়,
যেখানে সুরার নাই লহরী নিচয়,
যেখানে সুরার নামে যায় যা'রা গঙ্গাস্নানে,
শুনিলে সুরার নাম প্রায়শ্চিত্ত করে,
যাও তুমি সেই খানে হরিষ অন্তরে।

৯

যাও,—
'সুরাপান করিও না' এ আদেশ দিয়ে,
কিন্তু যা'রা নিজে মাতে সুরা-বিষ্ঠা খেয়ে,
সুরা মোক্ষ, সুরা ধর্ম্ম সুরাপান নিত্যকর্ম্ম
যা'দের, এরূপ পাপী নাহিক যথায়,
যাও তুমি, হে ধার্ম্মিক! যাও গো তথায়।

১০

যাও,—
যেই অসরল জন সরলে ঠকা'য়ে,
স্বার্থের সাধন করে ছলনে ভুলা'য়ে,
এইরূপ পাপচেতা না পায় যাইতে যেথা,
সেইখানে যাও তুমি, ভিষক্-রতন!
তব উপযুক্ত সেই স্থান অতুলন।

১১

যাও,—
যেখানে ধনীর তুচ্ছ ধন-অহঙ্কার,
ধনের গৌরব যথা ছার হ'তে ছার,
পাপশীল ধনী যেই, স্থান তা'র যথা নেই,
দরিদ্র ধার্ম্মিক যথা সিংহাসন পায়,
যাও তুমি সেই দেশে, যাও অচিরায়।

১২

যাও,—
আমি প্রভু, তুমি দাস—আমার অধীন,
আমি ধনেশ্বর, তুমি ভিক্ষুক সুদীন।
আমি রাজা, প্রজা তুমি, আমি পৃথিবীর স্বামী,
তুমি পৃথিবীর কীট, এ পাপ বচন
নাহিক যেখানে, কর সেখানে গমন।

১৩

যাও,—
যেই মহাপাপী ধনী ধন-প্রলোভন
দেখাইয়া দীনে করি' সবিষ দংশন,
আপনার কাজ সাধে, হাহাকারে দীন কাঁদে,
এরূপ ঘটনা কভু না ঘটে যথায়,
হে ধার্ম্মিক। তুমি ত্বরা যাও গো তথায়।

১৪

যাও,—
যেখানে নিন্দিত নাই, নিন্দাকারী নাই,
যেখানে নিন্দার কেহ না দেয় দোহাই,
যেখানে যশের হেতু না গঠে অর্থের সেতু
সময়-সাগর গর্ভে যশোলিপ্সু জন,
সেইখানে, সুরপ্রভ ! কর গো গমন।

১৫

যাও,—
যেখানে একের দোষে, বিনাদোষে পরে
পীড়ন না করে কেহ ক্রোধিত অন্তরে ;
যথা ভাল মন্দ নাই, ভাল হ'তে ভাল যাই,
তাহাই ভাণ্ডার ভরা চিরকাল তরে,
যাও তুমি সেই দেশে পুণ্যবায়ু-ভরে।

১৬

যাও,—
যথা আত্মপর নাই, সকলে সমান,
যথা ক্ষুধাতৃষ্ণা নাই, অপূর্ব্ব বিধান,
যথা নাই কোলাহল, যথা নাই হলাহল;
যথা নাই ফলাফল—ভাগ্যের সন্ধান।
যাও তুমি সেই দেশে, যাও, পুণ্যবান।

১৭

যাও,—
যে রাজ্যে মৃত্তিকা নাই, সবি ফুলময়,
যে রাজ্যে সলিল নাই, সদা সুধা বয়,
যে রাজ্যে রজনী নাই, অথচ দিবস নাই,
অথচ স্বর্গীয় বিভা দিশি উজলয়,
যাও তুমি সেই রাজ্যে ; কর কালক্ষয়।

১৮

যাও,—
যেখানে অমরবালা ফুলমালা করে,
ফুলবাস ফুলভূষা বর অঙ্গে প'রে,
ফুলের উপর দিয়া চলে ফুল বিলাইয়া,
অচল কুসুমে যেন চল ফুল চলে,
যাও তুমি সেইখানে ; শোভ ফুলদলে।

১৯

যাও,—
যথা ফোটে পারিজাত অমর কাননে,
যথা ছোটে গন্ধ তা'র সমীর-নর্ত্তনে,
যেখানে ত্রিদিববালা গাঁথি' সে ফুলের মালা,
সে ফুলেরি তরুকণ্ঠে পরায় যতনে,
যাও তুমি সেইখানে ; নিরখ নয়নে।

২০

যাও,—
যেখানে ফুলের দোলা গাছে টাঙাইয়া,
খেলা করে দেববালা হেলিয়া দুলিয়া ;
দোলার দোলন পেয়ে,   তরুশাখা নুঙে নুঙে,
দেববালা-শিরে দেয় কুসুম ঢালিয়া ;
যাও তুমি তথা, সুখ লভ নিরখিয়া।

২১

যাও,—
যেখানে কোকিলা-সনে অমর-সুন্দরী
সমানে বাঁধিয়া সুর, বীণাযন্ত্র ধরি’,
মনোহর গান গায়,   আনন্দ-উচ্ছ্বাস তা’য়
উঠিয়া হৃদয়ে তুলে অমৃত-লহরী,
যাও তথা, শুন গাথা—অপূর্ব্ব মাধুরী।

২২

যাও,—
যেখানে তোমার তরে আজি মহোৎসব,
স্বর্গীয় সঙ্গীতযন্ত্রে উঠি’ছে সুরব,
‘আগত স্বাগত’ রবে   তোমারে ডাকি’ছে সবে,
প্রতিধ্বনি সেই ধ্বনি করি’ছে প্রসব ;
যাও তুমি সেইখানে, দরিদ্র-বান্ধব।

২৩

যাও,—
যেখানে অমরগণ চড়ি' দৈবরথে
তোমারে লইবে বলি' নামে শূন্য পথে।
সেই অলৌকিক রথ দীপ্ত করে নভস্পথ,
দীপ্তিরেখা দেয় দেখা, শূন্য'পরে ধায়,
যাও তুমি সেইখানে, চড়িয়া তাহায়।

২৪

যাও,—
যে রাজ্যের রাজা আজি তোমার কারণ
আপনার বামপার্শ্বে অপূর্ব্ব আসন
রেখেছেন পাতাইয়া, ব'স তুমি তাহে গিয়া,
আত্ম-উপহার তাঁ'র শ্রীচরণে দাও ;
যাও পাপ ধরা ছাড়ি'—চিরতরে যাও।

নিদাঘ-জলদ।

১

সবিনয়ে বলি আমি, রাখ হে মিনতি,
সচল জলদ। ধর অচল মুরতি।

শীতের সময় যাহা
বলেছিনু, ভুল তাহা,
দীনে দয়া করি ;
এবে বিপরীত আশা,
এবে বিপরীত তৃষা
মনের ভিতরি
জেগেছে আমার, তাই কহি তব প্রতি,—
গতিহীন হও এবে, অগতির গতি !

২

সূর্য্যের প্রচণ্ড তাপে প্রাণ যায় যায়,
দয়ারে দহিয়া রবি আমারে জ্বালায় !
ঘর্ম্মের তরঙ্গ উঠে,
পিপাসায় বক্ষ ফাটে,
গেল বুঝি প্রাণ !
জলধর ! এ সময়ে
আতুরে সদয় হ'য়ে,
দয়া কর দান।
কর দু'টি যোড় করি' নিবেদি তোমায়,—
বারেক দাঁড়াও তুমি তপন-তলায়।

৩

প্রকৃতির ছত্র তুমি, অহে পয়োধর!
প্রকৃতির আজ্ঞা তুমি পাল নিরন্তর।
তবে কেন চলি' যাও?
থাম থাম—মাথা খাও,
যে'ও না চলিয়া;
তুমি চলি' গেলে, মেঘ!
সূর্য্যের অসহ্য বেগ
স'ব কি করিয়া!
আবার পুড়িবে মোর শরীর অন্তর,
দারুণ পিয়াসে কণ্ঠ হইবে কাতর!

৪

কি চাও, জলদ! তুমি—বল অচিরায়?
থাকে যদি তা' আমার—দিব তা' তোমায়।
এবে মোর যা' যা' আছে,
খুলিয়া তোমার কাছে
বলি একে একে;—
আনন্দের লেশহীন
দুর্ব্বল হৃদয় ক্ষীণ
নিরাশায় ঢেকে

আছে বহু দিন হ'তে ; চাও যদি তায়,
লও তুমি—দিব আমি এখনি তোমায়।

৫

আর যদি চাও তুমি আমার জীবন,
যে জীবনে যন্ত্রণার ভীষণ তাড়ন,
আশা যদি কর চিতে,
প্রস্তুত তাহাও দিতে
এখনি তোমায় ;
কিন্তু, হে জলদবর !
ক্ষণেক বিলম্ব কর
আকাশের গায়।
জীবন দিবার আগে জুড়াই জীবন
তোমার ছায়ায়, পরে করিও গ্রহণ।

৬

ধনরত্ন নাহি মোর,—কি দিব তোমায় ?
যা' আছে, তা' বলিলাম—মন যদি চায়,—
এখনি গ্রহণ কর,
কিন্তু মোর বাক্য ধর,
দাতা জলধর !

বিনীতেরে দয়া ক'রে,
রবিস্থিতিকাল তরে
ছেড় না অম্বর।
সূর্য্য অস্ত গেলে, যবে ব'বে শীত বায়,
তখন যাইও তুমি—বাসনা যথায়।

ভারত সান্ত্বনা।

কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক।

‘Alas ! how pale thou art—thy lips are white ;
And thy breast heaves—and in thy gasping throat
The accents rattle—Give thy prayers to Heaven—
Pray—albeit but in thought—but die not thus. ”

বায়রন্।

“সুখস্যানন্তরং দুঃখং দুঃখস্যানন্তরং সুখং।
চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ॥”

উদ্ভট।

বিজ্ঞাপন।

ভারতের শেষ নরপতি পৃথুরাজ যবনগণ কর্ত্তৃক অন্যায় যুদ্ধে নিহত হইলে ভারত পরাধীন হয়। সেই পরাধীন-অবস্থার শতবর্ষব্যাপী সময়ের ভারত লইয়া এই 'ভারত-সান্ত্বনা' রচিত হইল।

শ্রীরাজকৃষ্ণ রায়।

ভারত সান্ত্বনা।

কবিতাত্মক দৃশ্যরূপক।

প্রথম দৃশ্য।

সমুদ্র।

(নৌকারোহণে ভারতমাতার প্রবেশ)

ভা।—(সরোদনে উর্দ্ধে দৃষ্টি করিয়া)—

গীত।

পাহাড়ী—আড়াঠেকা।

এই কি লিখিলে, বিধি, কপালে আমার হে!
ফেলিলে স্বরগ হ'তে নরক মাঝার হে।
ভুলেও যা' ভাবি নাই,
কপালে ঘটিল তাই,
শিকলে বাঁধিলে কর,
বুকে শিলা-ভার হে!

কত কাল এই ভাবে,
দুখিনী যাতনা পা'বে,
করুণা নয়নে মোরে,
চা'বে না কি, হায় ;—
বুঝি, কাঁদিবার তরে
ঘৃণায় সৃজিলে মোরে ;
পরাণ কেমন করে
দুখে অনিবার হে !
পিতা হ'য়ে তনয়ারে
নিরদয় কি বিচারে ?
কলঙ্ক রেখ না আর
কাঁদা'য়ে আমায় ;—
যদি না এখনো চাও,
চরম বিদায় দাও ;
ত্যজি এ সাগর-জলে
জীবন আমার হে !

(উত্থিত হইয়া জলে ঝম্প প্রদানোদ্যোগ)

(এমন সময়ে সহসা আকাশে "মাভৈর্মাভৈঃ" শব্দ ও দুই জন ব্রহ্মদূতের অবতরণ এবং পতনোন্মুখী ভারতমাতাকে লইয়া শূন্যে অন্তর্ধান।)

ইতি প্রথম দৃশ্য।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

ব্রহ্মলোক—ব্রহ্মসভা।

(সুবর্ণ-বেদীর উপরে পিতামহ ব্রহ্মা আসীন এবং দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া নারদ প্রভৃতি ঋষিগণের বীণাযন্ত্রযোগে বেদগান।)

(মধ্যে মধ্যে দৈবালোক প্রকাশ ও পুষ্পবর্ষণ।)

(মূর্চ্ছিতা ভারতমাতাকে লইয়া ব্রহ্মদূতদ্বয়ের প্রবেশ ও তাঁহাকে সভাতলে শায়িত করণ।)

১ম ব্র-দূ।—(করযোড়ে ব্রহ্মার প্রতি)—

ভারতদেবীরে, দেব, আদেশে তোমার
আনিলাম—এই লও—কর প্রতীকার।

ব্রহ্মা।—(দূতের প্রতি শশব্যস্তে)—

ওরে দূত!—কর ত্বরা—বিলম্ব না সয়—
আন সুধা—ঢাল মুখে—হ'বে জ্ঞানোদয়।

(দূতকর্ত্তৃক ভারতমাতার মুখে সুধাসিঞ্চন)

ভা।—(চৈতন্য লাভ করিয়া সচকিতভাবে)—

একি একি—কোথা আমি?—সাগর ভিতরে?
না না না—ভূতলে?—না না কোথা? স্বর্গ'পরে?

মরেছি ?—শমন-লোক ? কই, তা'ত নয় ;—
এখনো নিশ্বাস বয়—জিহ্বা কথা কয়।

(সম্মুখে ব্রহ্মাকে দেখিয়া)—

পিতঃ গো !—নির্দ্দয় !—

(সহসা ব্রহ্মার পাদমূলে পতন)

ব্রহ্মা।—(সহসা উত্থিত হইয়া ভারতমাতাকে উত্তোলন পূর্ব্বক)

আহা, দুখিনি তনয়ে !
কেঁ'দ না—ক'র না শোক ব্যাকুল-হৃদয়ে।

ভা।—(সরোদনে)—

এ বিশাল বিশ্বময়, কে তোমা দয়ালু কয় ?
তুমি, পিতঃ, স্নেহ-মায়া-হীন !
মানবের মত কি হে, দেবেরো নিদয় হিয়ে ?
কেবল কাঁদা'বে চির দিন ?

(অশ্রুবর্ষণ)

ব্রহ্মা।—(ব্যথিত হৃদয়ে)—

নিরমম নহি আমি, বাছা রে আমার।
নিজ-জন-দুখে দুখ না হয় কাহার ?

ভা।—

তবে কেন প্রতীকার না কর তাহার ?
দয়া-পরিচয়, পিতঃ, এই কি তোমার ?

(দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ)

ব্রহ্মা।—
বিধাতার অবিচার, বল তুমি বারংবার,
কিন্তু অবিচার নয়, সুবিচার বই;
আমার এ বিশ্বময় চিরকাল নাহি রয়
সুখ দুখ।—চিরসুখী, চিরদুখী কই?
(ভারতমাতাকে স্বীয় দক্ষিণ করতল প্রদর্শন)

ভা।—(দেখিয়া সবিস্ময়ে পাঠ)—
'শতদল-দলে যথা টলমলে নীর,
বিধির নিয়তি-চক্র তেমতি অস্থির।
দিন গতে নিশা আসে—নিশা গতে দিন,
সুখ দুখ সেইরূপ নিয়তি-অধীন।'
(ব্রহ্মার প্রতি)—
তোমার নিয়তি-চক্র কিঞ্চিৎ ফিরাও,
আর যে সহে না দুখ!—একবার চাও!

ব্রহ্মা।—
ফিরা'তে হ'বে না চক্র; আপনিই ফিরে।
ভাসা'ও না বক্ষ আর নয়নের নীরে!
পক্ষপাতী, অবিচারী,
নিয়মলঙ্ঘনকারী
নহি আমি; আছে, বাছা। নিগূঢ় কারণ,
তেঁই সে করেছি সুখ দুঃখের সৃজন।

ভা।—

আর যে সহে না, জীবন রহে না,
কি করি—কি হ'বে—পিতঃ গো!

ব্রহ্মা।—

ভেব না ভেব না, কেঁদ না কেঁদ না,
সুখী হ'বে দুখী-চিত গো।

নারদ।—(বীণাবাদন সহযোগে)—

গীত।

ভৈরবী—একতালা।

কেন গো ভারত! করি'ছ রোদন,
কি হেতু মলিন হসিত বদন,
কেন বা সলিলে ডুবাও নয়ন?
দুখ-নিশি তব বিলীন হ'বে;
সুদারুণ দুখ যাঁহার সৃজিত,
সেই দুখে আজি তিনিও পতিত;
এইবার তব হইবে বিহিত;
নতুবা তাঁহার কুযশ র'বে।

ব্রহ্মা।—(শঙ্খধ্বনি করিয়া)—

যাও রে অচিরে, যাও রে দু'জনে,
তড়িত গমনে ভারত-ভবনে!

অলক্ষে সাহস ও ঐক্য বিরক্তি সহকারে।—

ভারত-সন্তানগণ করে না যতন,
অযতনে অনাদরে থাকা বিড়ম্বন!
যেখানে যতন নাই, সেথা না থাকিতে চাই,
ভারত-সন্তানগণ পশুর মতন!
কাচেতে আদর করে ফেলিয়া রতন।

ব্রহ্মা।—

যা' হ'বার হ'য়ে গেছে—আর বার যাও,
বুঝা'য়ে বিশেষরূপে তা'দিগে ফিরাও।
প্রতি সন্তানের কাণে বলিও যতনে,
বলিও আবার সবে মিশা'য়ে স্বপনে;—
পুত্রের উচিত কাজ মায়ে সুখী করা,
নতুবা কলঙ্কে পূর্ণ হ'বে বসুন্ধরা;
জননীর অশ্রুবিন্দু যদিও তরল,
কুপুত্রের তরে জ্বালে নরক অনল।
যাও ত্বরা—এই কথা বলি' বারংবার,
ফিরাও তা'দের চিত—আদেশ আমার।

অলক্ষ্যে সাহস ও ঐক্য।—

শিরোধরণীয়, দেব, আদেশ তোমার,
যাই তবে দুই জনে ভারত-মাঝার।

(অন্তরীক্ষে বায়ু ও মেঘ গর্জ্জন)

ব্রহ্মা।—(ভারতমাতার প্রতি)—

তোমার মঙ্গল তরে, ঐক্য আর সাহসেরে
পাঠাইনু পুনরায় আবাসে তোমার ;
বল তব পুত্রগণে, প্রাণপণে সযতনে
পালে যেন উপদেশ সেই দু'জনার।

ভা।—(প্রণাম করিয়া)—

হে পিতঃ জগতস্বামী ! অবশ্য বলিব আমি
আমার তনয়গণে যত্ন সহকারে,
ঐক্য আর সাহসেরে, দৃঢ়তম পণ ক'রে
হৃদয়ের অন্তস্তলে অবলম্বিবারে।

ব্রহ্মা।—

যদি তা'রা অবলম্বে সেই দেবদ্বয়ে,
পুন 'স্বাধীনতা' তব উদিবে হৃদয়ে।

ভা।—(করযোড়ে)—

ভাল কথা হ'ল মনে, দেখি নাই দু'নয়নে
বহুদিন 'স্বাধীনতা দেবী'র চরণ ;
যদি দয়া করি' পিতঃ ! জুড়াও তাপিত চিত
সেই মহা-ঈশ্বরীরে করি' প্রদর্শন।

ব্রহ্মা।—

এখানে পা'বে না তুমি দেখিতে তাঁহায় ;
ঐক্য সাহসেরে ব'ল—দেখা'বে তোমায়।

এখানে সে দেবী নাই—না আসে ডাকিলে,
তব দুখে শূন্যে ভাসে নয়ন-সলিলে !

ভা।—(অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে)—

পিতঃ গো, আশীষ কর, প্রসাদে তোমার,
ঐক্য সাহসের গুণে দেখা পাই তাঁ'র।
আবার আশীষ কর, সন্তান নিচয়
যাতনা নাশিয়ে যেন জুড়ায় হৃদয়।

ব্রহ্মা।—

হ'বে তব শুভ দিন, যাও গো মরতে ;
আশা'রে ছেড় না—হৃদে রে'খ বিধিমতে।

(দূতদ্বয়ের প্রতি)—

ভারতে লইয়ে মর্ত্তে যাও দুই জন।

ভা।—(ব্রহ্মার পদধূলি গ্রহণ ও প্রণাম করিয়া)—

যাই তবে—তনয়ারে ভুল না যেমন।

[ভারতমাতাকে লইয়া ব্রহ্মদূতদ্বয়ের প্রস্থান।

ইতি দ্বিতীয় দৃশ্য।

তৃতীয় দৃশ্য।

প্রথম অংশ।

হিমালয় পর্ব্বততলে নিবিড় বন।

আগুন জলে মাথার চুলে কিংবা সরু ঘাসের পাতায়।
সমীরণে, বালির কোণে কিংবা মেঘের বৃষ্টি-কণায়
বসৎ করি'; আমার মত অসাধ্য কে সাধন করে ?
আমার জোরে মত্ত হাতী আট্‌কে পড়ে ঘাসের ডোরে

[এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের বাম দিক্ দিয়া ঐক্যের প্রবেশ ও দক্ষিণ দিক্ দিয়া প্রস্থান।

হৃদয়-ভিতরে করি বসবাস,
লাগিলে আমার গায়ের বাতাস,
দুর্ব্বলের করে বলীর বিনাশ
অচিরে ঘটে !
খাদ্য খাদকেরে করে নিপাতন,
মানবের করে বাঘের মরণ !
মশকদংশনে হ'য়ে জ্বালাতন
কেশরী লোটে !

[এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের দক্ষিণ দিক্ দিয়া সাহসের প্রবেশ ও বাম দিক্ দিয়া প্রস্থান।

ঘৃণায় মরি, কেমন ক'রে বল্‌ব আমি দুখের কথা,
ভারতবাসী আমায় ছেড়ে আপন দোষে পাচ্ছে ব্যথা!

এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের বাম দিক দিয়া ঐক্যের প্রবেশ।

আমারে ভুলিয়ে ভারত-নন্দন
পরের চরণে সঁপেছে জীবন!
আমারে ভজিলে, এখনো কি, হায়,
পরের পাদুকা বহে রে মাথায়?

এই বলিতে বলিতে নেপথ্যের দক্ষিণ দিক দিয়া সাহসের প্রবেশ।

ঐক্য।—(সাহসের প্রতি)—

ওহে ও প্রাণের সখা, ক্ষীণের জীবন!
একবার এস দেখি,
প্রাণপণে জোরে ডাকি,
জাগে কি, না জাগে যত ভারত-নন্দন।

সাহস।—

চল হিমালয়-চূড়ে উঠিগে দু'জনে,
বিধাতৃ-আদেশে ডাকি ভারতীয়গণে।
সুখী যদি হ'তে চায় এখনি উঠিবে,
ভারতের দুখরাশি তা' হ'লে ঘুচিবে।

[উভয়ের প্রস্থান।

[পট পরিবর্ত্তন—দ্বিতীয় অংশ।]

হিমালয় পর্ব্বত।

[নিম্নে ভারত-সন্তানগণ নিদ্রিতাবস্থায় পতিত সহসা ঘোরতর অন্ধকার, মেঘ ও ঝটিকা গর্জ্জন, এবং বৃষ্টি পতন।]

(ঐক্য ও সাহসের প্রবেশ এবং পর্ব্বতারোহণ।)

ঐক্য।—(শৃঙ্গ গ্রহণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে)—

যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে,
চেতুক—জাগুক্ ভারতবাসী!
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ;
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস;
নীরবে থেক না—হয়ো না হতাশ;
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ—
চেতুক্ জাগুক্ ভারতবাসী।

(ঐক্য ও সাহসের শৃঙ্গবাদন)

সাহস।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

উঠ রে নির্জ্জীব জাতি, খোল রে নয়ন!
আরো কি ঘুমা'য়ে র'বি আলস্য-শয়নে?
এখনো দেখিতে সাধ অলীক স্বপন?
এখনো কি ক্লেশ হয় আঁখি-উন্মীলনে?
কত কাল গত হ'ল—তবুও এখন্
মিটিল না নিদ্রা-সুখ?—এ কি বিড়ম্বনা!—

আরো কি অসাড় হ'য়ে শবের মতন,
প'ড়ে র'বি ?—আজো কি রে হ'ল না চেতনা ?
ভাঙ্গিতে তোদের নিদ্রা আজি এ ঘটনা,
তবু কি অলস জাতি হয় না চেতনা ?

ঐক্য ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

উঠ রে, উঠ রে, উঠ কর গাত্রোত্থান ;
সাহস ঐক্যের সহ কর আলিঙ্গন !
এখনি দেখিবি পুন বিজয়-নিশান
উড়িবে তোদের, ছেয়ে গগন-প্রাঙ্গণ ।
মায়ের দুর্দ্দশা দেখি হও রে কাতর,
এখনি সাহস, দেখ, হইবে সহায় ।
কাপুরুষ ভীরু সম কেন কর ডর ?
সকলে মিলিত হ'য়ে স্মর রে আমায় ।
আর না—যা হ'ল হ'ল—ঘুমায়ো না আর ;
উঠ রে অভাগা জাতি, উঠ রে এবার !

সাহস ।—(উচ্চৈঃস্বরে)—

যতনের শৃঙ্গ, বাজ ঘোর রবে,
চেতুক—জাগুক্ ভারতবাসী !
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ ;
সে হুঙ্কার-নাদ বহুক বাতাস ;

নীরবে থেক না—হয়ো না হতাশ ;
ছাড় হুহুঙ্কার—কাঁপাও আকাশ—
চেতুক্ জাগুক্ ভারতবাসী।

(পুনর্ব্বার উভয়ের উচ্চৈঃস্বরে শৃঙ্গবাদন এবং ভারতসন্তানগণের নিদ্রাভঙ্গ ও ভয় চকিতচিত্তে গাত্রোত্থান)

(দ্রুতপদে ভারতমাতার প্রবেশ।)

ভা।—(সন্তানগণের প্রতি)—

বৎসগণ! এইবার পেয়েছ সময়,
ঐক্য আর সাহসের লও রে আশ্রয়।
অধীনী জননী আমি ; আরো কি এখন
দেখিতে বাসনা কর বিলাপ, রোদন?
সম্মুখে অমূল্য ধন, ধর রে যতনে,
ডাকি'ছে—শরণ লও—মায়ের বচনে।

ভারতসন্তানগণ।—(সাহস ও ঐক্যের প্রতি যোড়করে)—

আমরা মানবাধম, নরকোপযোগী,
ঔষধ থাকিতে, হায়, তবু চিররোগী!
উঠিতে শকতি নাই—পরের পীড়নে!
মুমূর্ষু—জীবন্ত-কর-পদ-পরশনে।

(পর্ব্বতে উঠিতে পুনঃপুনঃ সকলের উদ্যোগ কিন্তু ভূতলে পতন)

(সাহস ও ঐক্যের পর্ব্বত হইতে অবতরণ)

ভারতসন্তানগণ।—(সাহস ও ঐক্যের পাদমূলে পতিত হইয়া সরোদনে)—

ধরিনু চরণ—ছাড়িব না আর ;
যা' হয়, ইহার কর প্রতীকার।
বড় দুখী মোরা জগত ভিতরে,
যাতনা-অনল জ্বলি'ছে অন্তরে !
বাঁচাও করুণা করি' বরিষণ,
দেখাও আবার প্রাচীন তপন।

সাহস ও ঐক্য।—(ভারতসন্তানগণকে উত্তোলন পূর্ব্বক আলিঙ্গন করিয়া)—

মাভৈর্মাভৈঃ, ভারত দুখিনি,
পোহাইবে তব দুখের যামিনী ;
মাভৈর্মাভৈঃ, ভারতবাসি !
বিধাতার চক্র পরিবর্ত্তনীয়,
রবি শশী সম চির গতিময়।
মাভৈর্মাভৈঃ, আবার সুদিন
আসিবে ঘুরিয়া—হইবে বিলীন
অধীনতা-জ্বালা—যাতনা রাশি।

[সাহস ও ঐক্যের উর্দ্ধে অন্তর্ধান।

[ভারতমাতাকে লইয়া সকলের প্রস্থান।

ইতি তৃতীয় দৃশ্য।

ভারত-সান্ত্বনা সম্পূর্ণ।

দানবী নদী।*

(রুস্-তুর্কী-যুদ্ধ উপলক্ষে লিখিত।)

১

সফল হইল—হইল সফল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি! তোর নামের মহিমা!
যেই মহীধরে লভিলি জনম,
সেও রে সফল।—যে ভূমি-হৃদয়
ভিজা'স, তটিনি, সেও রে সফল!
সেও রে সফল যে দেখি'ছে তোরে;
সেও রে সফল যে স্মরি'ছে তোরে;
সফল হইল—হইল সফল—
কোটিবার বলি, সফল হইল,
রে দানবি! তোর নামের মহিমা!

২

দিবাকর তোরে করে নিরীক্ষণ,
স্পর্শ করে তোরে সুখে সমীরণ,
কাজে সে দু'জন সফল জীবন।

---

* ড্যানিউব নদী (River Danube)।

বহুদূরব্যাপী, শূন্যস্থলশোভী
নীলাকাশ তোতে নীল রঙ ঢালে,
সেও রে সফল, অরে রে দানবি!
সফল ও তোর নামের মহিমা!

৩

তোর গর্ভস্থিত—তোর তীরস্থিত
বালুকার রাশি হীরা-চূর্ণ চেয়ে
শতগুণে শ্রেষ্ঠ—তারাও সফল!
তোর তীরে যেই তরুকুল শোভে
বিস্তারিয়া বাহু নীর'পরে তোর;
যা'দের সুরঙ্গী কুসুম-স্তবক,
যা'দের মধুর ফল নানা জাতি,
যা'দের বিবিধ ছোট বড় পাতা
পড়ে তোর জলে প্রতি বাত-ঘায়ে;
যা'দের ধরণী-তলস্পর্শী মূল
নিম্ন দিয়া তোর তল-জল পিয়ে,
সেই তরুরাজি সফল—সফল!
যে সব ব্রততী হামাগুড়ি দিয়া,
কুসুমিত শির ডুবা'বার তরে

তোর পুণ্য-জলে, যায় ধীরি ধীরি,
তা'রাও সফল—বলি কোটিবার !

৪

লো দানবি ! তোর পুণ্য জলরাশি
সফল—সফল শতকোটিবার।
তুর্ক-রুসো-রণে যোদ্ধা শত শত
ও পবিত্র জলে পবিত্র শোণিত
ঢালি' মুহুর্মুহু হ'তেছে সফল।
যদি স্বর্গ থাকে—যদি থাকে পুনঃ
সেই স্বর্গে সুখ—অনন্ত নির্ম্মল,
এই যোদ্ধৃগণ প্রাণ বিসর্জ্জিয়া
তোর পুণ্য-তটে, অয়ি লো দানবি !
সে সুখ লভেছে ;—সে সুখ সফল।

৫

কিন্তু, নদি ! আজ এ ভারতবাসী
যোদ্ধৃ-কুলোদ্ভব, কিন্তু কুলাঙ্গার
ভারত-সন্তান নহে লো, সফল !
নহে লো সফল জীবন তা'দের ;
আত্মা, প্রাণ, মন, শরীর-পিঞ্জর
নহে লো সফল, সফলা দানবি !

যদি আজ তা'রা দগ্ধ নেত্রযুগে
দেখিতে পাইত মহাদেবী মূর্ত্তি
তোর, লো তটিনি! তা' হ'লেও কিছু—
অণুপরিমাণ—হইত সফল!
কিন্তু, তরঙ্গিণি, য়ুরোপপ্লাবিনি,
নররক্তমাখা, ঘোর হুঙ্কারিণি,
দুই শত্রুদল-বিভাগকারিণি,
সে আশা বিফল—নহিল সফল,
দেখিল না তোর রক্তমাখা জল,
দেখিল না তোর মূর্ত্তি মহাদেবী,
দেখিল না তোর দৈব মহাশক্তি,
শিখিল না, হায়, ক্ষণেকের তরে
তোর দত্ত শিক্ষা, মহাশিক্ষা ভাবি',
পিয়িল না তোর রক্তমাখা বারি
ভারত সন্তান—অভাগা সতান!

৬

ভারতের গঙ্গা বহুযুগ হ'তে
পুণ্যদা বলিয়া পরিচিতা বটে;
কিন্তু এবে নয়—এবে ভাগীরথী
মাহাত্ম্যবিহীনা, কর্ম্মনাশা-সমা

অপুণ্যদা বলি' করি আমি জ্ঞান।
গঙ্গা অসফলা। তুই লো সফলা!
আজি লো যেমনি তুই, তরঙ্গিণি,
সেইরূপ গঙ্গা, ভারতপ্লাবিনী,
অরি-রক্ত-ধারা মিশাইয়া জলে
রক্তবর্ণা হ'য়ে, নাচা'য়ে লহরী,
যেতেন ছুটিয়া সাগরালিঙ্গনে ;
সেই দিন গঙ্গা, বলি কোটিবার,
ছিলেন পুণ্যদা—ছিলেন সফলা।
এবে তুই, নদি! পুণ্যদা, সফলা!

৭

'নদীকুলেশ্বরী' বলি' আজি তোরে
সম্বোধিব আমি—বড় ভালবাসি।
'স্বর্গদ্বার' বলি' সম্বোধিব তোরে,
কিংবা সম্বোধিব মুক্তিদ্বার বলি'।
আজি তোর তটে বাজে রণ-ভেরী—
বাজে রণঢক্কা—রণশৃঙ্গ বাজে!
শত শত কণ্ঠে, আজ তোর তীরে,
উঠে জয়ধ্বনি কাঁপা'য়ে মেদিনী।

আজ তোর তটে, অয়ি লো তটিনি!
কত বীরকণ্ঠে, গগন বিদারি'
উঠে এই রব :—"জয় স্বাধীনতা!"
আজ তোর তটে ভাস্কর-কিরণে
বিবিধ শাণিত অস্ত্র রাশি রাশি
ঝক্ মক্ করে, দীপ্ত প্রতিবিম্ব
পড়ে তোর জলে, বড় ভালবাসি।
আজি তোর তটে লোহার কামান
গর্জ্জে মুহুর্মুহু—জীবন্ত অশনি!
ছুটে কত গোলা অগ্নি-মুণ্ডমালা,
ডিঙ্গাইয়া তোরে পড়ে পরপারে,
কি ভীষণ দৃশ্য!—অথচ সুন্দর;
বড় ভালবাসি, সফলা দানবি!

৮

কিন্তু গঙ্গা-তট, হায়, কূলবতি।
এবে লো নীরব;—গভীর শ্মশান।
কই রণ-বাদ্য? কই অস্ত্র-নাদ?
কই বীরকণ্ঠে জয় জয় ধ্বনি?
এ কি সেই গঙ্গা?—এ কি সে ভারত?
এ যে বৈতরণী!—এ মহাশ্মশান।

৯

এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
রণকোলাহল—মহাহুলস্থূল ;
এক দিন, হায়, যে গঙ্গার কূলে
আর্য্যমুখে হাসি, যবন আকুল ;
সেই গঙ্গাকূলে আজি, তরঙ্গিণি !
কুশ, কাশ, তৃণ, বনঝাউ তরু
দুর্ভেদ্য আকারে আছে দাঁড়াইয়া !
যুদ্ধজয়ী হ'য়ে আর্য্য সুতগণ
যে গঙ্গার তটে জয়গীতি গেয়ে,
আত্মারে তুষিত, সেই গঙ্গাতটে
নয়নাশ্রু বহে, নীচে গঙ্গাজল !
দানবি রে, আজ তোর পুণ্যকূলে
স্বর্গের তোরণ খুলেছে আপনি ;
শত শত শূর (দেশের ভরসা—
মানব-গৌরব—পূতদেহধারী—
শক্তিবরপুত্র—ভক্তির আধার—)
মানস-নয়নে দেখে মুহুর্মুহু।
কিন্তু আজ, সতি ! জাহ্নবীর কূলে
স্বর্গের তোরণ নাহি দেখা যায়,—

কি দেখি লো তবে ?—দেখি সে ভীষণ
লোমহরষণ নরক দুস্তর !

১০

অরে ভারতের মূর্খ পুত্রগণ !
পরান্নপ্রয়াসী—পরসেবাপর—
মনুষ্যত্বহীন—পরপদলেহী—
দাসত্বজীবন—অকালকুষ্মাণ্ড—
পূর্ব্বপিতৃগণ-গৌরব-বিলোপী—
কলঙ্কপ্রসবী—ভারতাঙ্ক-পাপ—
অনৈক্যের মিত্র—ঐক্যের অরাতি—
মহাস্বার্থপর—অসার-অসার—
আত্মাদরশূন্য—কাণ্ডজ্ঞানহীন !
আরো কি এখনো ভাবিবি মানসে
গঙ্গাজলে দেহ বিধৌত করিয়া,
গঙ্গাকূলে সেই বিশ্ববাঞ্ছনীয়
স্বর্গের তোরণ দেখিতে নয়নে ?
যদি আশা-থাকে—যদি ইচ্ছা কর
স্বর্গের তোরণ বারেক দেখিতে,
যাও তবে সেই দানবীর কূলে,
দেহ ধৌত কর সে নদীর জলে,

পান কর সেই পুণ্যপ্রসূ বারি,
ধ্যান কর সেই তটিনীশ্বরীরে,
স্বর্গের তোরণ দেখিবি নয়নে।

১১

'শান্তি, শান্তি' ধ্বনি ভারত ব্যাপিয়া,
হিমালয় হতে কুমারিকা দিয়া,
সমুদ্রের গাঢ় সুনীল তরঙ্গে,
এখনো ধ্বনিত হইতেছে কেন ?
চাহি না শান্তিরে—শান্তি মহাবৈরী—
শান্তি ভারতের গৌরবনাশিনী—
শান্তি যেই খানে—অশ্রু সেই খানে—
শান্তি যথা, তথা অনন্ত যামিনী—
শান্তিরে যে বলে বিরামদায়িনী,
কাপুরুষ সেই, সন্দেহ কি তা'র ?
শান্তি রাজ্ঞী যথা, প্রজাগণ তথা
চিরকাল বহে অধীনতাভার।
যেখানে দেখিবে শান্তি-আরাধনা,
সেখানে দেখিবে অপার যন্ত্রণা।
যেখানে দেখিবে শান্তি সর্ব্বেশ্বরী,
সেখানে দেখিবে চির হাহাকার।

পরাধীনতার শান্তি অন্য নাম,
চাহি না শান্তিরে—শান্তিরে চাহি না
ভুলে যা, রে মূর্খ! শান্তি-আরাধনা!
একমাত্র শুধু শান্তির কারণে
ভারত আবদ্ধা মহাকারাগারে!
শান্তির কারণে ভারতনয়নে
অবিরাম গতি অশ্রু বহে ধারে!
শান্তির মুষ্টিতে তুষ্টি-লেশ নাই,
দারিদ্র্য, যন্ত্রণা, অনন্ত বিষাদ,
নরকে যা' থাকে—স্বর্গে যাহা নাই,
শান্তির মুষ্টিতে তাহাই কেবল!
তবু, মহামূর্খ ভারত-সন্তান!
শান্তি-পদ সেবা করিতে কামনা?

১২

দানবীর কূলে ঘটেছে প্রলয়,
তুরস্কের মহাবীর পুত্রগণ
এ হেন সময়ে ক্ষণতরে যদি
শান্তির চরণে লহে রে স্মরণ,
ভেবে দেখ্ দেখি বারেক মানসে,
কি অবস্থা ঘটে তা' হ'লে তা'দের?

রুসের ভল্লুক প্রতি ঘরে ঘরে
ঘোর হুহুঙ্কারে গর্জ্জিবে গভীর ;
কত কুলবালা—যবনকামিনী—
ভল্লুকের করে জাতি-চ্যুতা হ'বে—
কত বর্ষীয়ান্—কত বর্ষীয়সী—
কত সুকুমার বালক বালিকা
ভল্লুকের খর নখর প্রহারে
হারা'বে জীবন ! দৃশ্য ভয়ঙ্কর !
খ্রীষ্ট-বৈজয়ন্তী পত পত রবে
যবনের গৃহ-চূড়ার উপরে
উড়িবে, ভল্লুক খেলিবে তাহায়।
যদি এ প্রলয়ে তুরস্ক ভূপতি
শান্তির চরণে গড়া'য়ে পড়িত,
কি করিত শান্তি তা' হ'লে তাঁহার ?
কি আর করিত ?—ভারত যেমতি !

১৩

ভবিষ্য জানি না ;—ভবিষ্যের কথা
বর্ত্তমানে ভাবা অধর্ম্ম লক্ষণ ;
যদিও তুরস্ক কালের কৌশলে
পরাজিত হয় রুসীয় প্রতাপে,

কি দুঃখ তাহায়?—আনন্দ অপার ;
শান্তির ছলনে হারিবে না ত সে।
অরির সম্মুখে সম্মুখীন হ’য়ে,
শাণিত আয়ুধ ধরি’ দুই ভুজে
যদি পরমায়ু ত্যজে কলেবর,
কোটিবার বলি সে মৃত্যু সুখের ;
স্বর্গের কপাট বিমুক্ত আপনি।
কিন্তু যদি, হায়, শান্তির ছলনে
অরির সম্মুখে পৃষ্ঠ দেখাইয়া,
অরির চরণে মানাঞ্জলি দিয়া,
অমরত্ব লভি’ ভুলে মৃত্যু ভীতি,
কোটিবার বলি, সে বাঁচা যন্ত্রণা!
নরক-সম্ভোগ চিরকাল তরে!
অশান্তিতে মৃত্যু অমর-বাঞ্ছিত,
শান্তির জীবন আনন্দ-বঞ্চিত।

১৪

খুল ইতিহাস—পড় একবার ;
এখনি বুঝিবে শান্তি অশান্তিতে
কত যে বৈষম্য—কত যে দূরত্ব— !
কত যে অনৈক্য—কত অসদ্ভাব।

শান্তির রাজত্ব দেখিবে যেখানে,
দেখিবে সেখানে নিরয় প্রবাহ ;
অশান্তির রাজ্য দেখিবে যেখানে,
দেখিবে সেখানে পুণ্য ধ্রুবলোক।
শান্তি-পদচিহ্ন অঙ্কিত যে দেশে,
কলঙ্ক অঙ্কিত সদা সেই দেশ,
অশান্তি বিরাজে চিরকাল যথা
গৌরব-গরিমা অনন্ত সে দেশে।
কিন্তু, অরে মূঢ় ভারতসন্তান।
দেখেও দেখ না—বুঝেও বুঝ না—
শুনেও শুন না—জেনেও জান না—
শান্তি শান্তি করি র'বি কত কাল ?
আরো কত কাল ভজিবি শান্তিরে ?
লক্ষ্মীছাড়া হ'লি—বীর্য্যছাড়া হ'লি—
ধর্ম্মছাড়া হ'লি—পুণ্যছাড়া হ'লি—
সর্ব্বছাড়া হ'লি—কিন্তু রে তথাপি
শান্তিছাড়া, হায়, নারিলি হইতে ?

১৫

কত কাল, আরো ভারতের বক্ষে
শান্তি-শল বিদ্ধ র'বে দৃঢ়রূপে ?

কত কাল আরো হিমাদ্রিকন্দরে,
কত কাল আরো কুমারিকা প্রান্তে,
কত কাল আরো ভারতের পূর্ব্বে,
কত কাল আরো ভারত পশ্চিমে,
কত কাল, হায়, আরো কত কাল
'শান্তি শান্তি' ধ্বনি প্রতি কণ্ঠমূলে
ধ্বনিত হইবে গগন বিদারি' ?
হে বিধাত ! বল, আরো কত কালে
অশান্তি-দর্শন লভিবে ভারত ?

সম্পূর্ণ

Printed and Published by Ashutosh Ghose & Co.,
at the Albert Press,—Calcutta.

শুদ্ধিপত্র।

২২০ পৃষ্ঠার ৭ পঁক্তির 'বিগত' স্থলে 'বিকচ' হইবে।